উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৭৫৯.৮১ (+২২৬.৮৫)
নিফটি : ২৩,২৪৯.৫০ (+৮৬.৪০)

চপার-বিমান সংঘর্ষে মৃত ৬৭
মাঝআকাশে ওয়াশিংটন ডিসির বিমানবন্দরের কাছে যাত্রীবাহী বিমান ও মার্কিন সেনার কপ্টারের সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।
» ৭

অমিতাভ খুনে জামিন পেলেন বিমল
পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক হত্যা মামলায় জামিন পেলেন বিমল গুরুং। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়।
» ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন

রনজি অভিষেকে সফল বালুরঘাটের সুমিত
» ১২

শিলিগুড়ি ১৭ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 31 January 2025 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 252

পদপিষ্ট উত্তরের তরুণ

মহাকুম্ভে এখনও অনেকে নিখোঁজ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৩০ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পুণ্য অর্জনের আশায় গিয়ে প্রাণ গেল জয়গাঁর তরুণ মিঠুন শর্মার (৩২)। মৌনী অমাবস্যায় প্রয়াগে স্নান সেরে ফেরার সময় তিনি জনস্রোতে পড়ে যান। আর উঠতে পারেননি। পরবর্তীতে সহযাত্রীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াগে পদপিষ্টের ঘটনায় উত্তরবঙ্গের প্রথম বলি তিনিই।

বাড়ছে উৎকণ্ঠা

- মহাকুম্ভে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত শিলিগুড়ি লাগোয়া বাড়িভাসার বাসিন্দা অমল পোদ্দার
- পদপিষ্ট হয়ে হাত, পা ভেঙেছে গঙ্গারামপুরের অরবিন্দ মজুমদারের
- সংগমে গিয়ে নিখোঁজ শিলিগুড়ির এক মহিলা
- খোঁজ মিলছে না মালদার বাগানপাড়ার বাসিন্দা অনীতা ঘোষের
- অমৃতস্নানে গিয়ে নিখোঁজ রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা বাগানের এক প্রৌঢ়া

জয়গাঁর একটি পর্যটন সংস্থার কর্মী ছিলেন মিঠুন। পৌষ সংক্রান্তিতে একদল পুণ্যার্থীকে নিয়ে তিনি কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পর গত ২৭ জানুয়ারি আরেকদল পুণ্যার্থীকে নিয়ে আবার সেখানে যান। মিঠুনের বোন নীলম শর্মা বলেন, 'এবার দাদা যেতে চাননি। আর কোনও কর্মী না থাকায় ওঁকে যেতে হল। বিশ্বাস করতে পারছি না দাদা আর নেই। আমাকে বলেছিল, মহাকুম্ভের মাটি এনে দেবে। সব শেষ হয়ে গেল।' আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের কাছে অবশ্য মিঠুনের মৃত্যুর খবর আসেনি।

প্রয়াগরাজে স্নানে গিয়ে বিপদে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের একাধিক মানুষ। কেউ পদপিষ্ট হয়েছেন, কারও আবার মৃত্যু হয়েছে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায়। কারও ভেঙেছে হাত-পা। কয়েকজন এখনও নিখোঁজ। উৎকণ্ঠায় দিন গুনছেন পরিবারের লোকেরা। যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন, তাঁরা মঙ্গলবার গভীর রাতের বিপর্যয়ের কথা ভেবে শিউরে উঠছেন। শিলিগুড়ি, রাজগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, গঙ্গারামপুর, মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর, আলিপুরদুয়ার থেকে এরকম বহু পুণ্যার্থীর হদিস মিলেছে। এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ছয়জন নিখোঁজ বলে খবর। প্রশাসনের তরফে তাঁদের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে।

মৌনী অমাবস্যায় সংগমে স্নানের উদ্দেশ্যে মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি লাগোয়া বাড়িভাসার মাদানিবাজারের বাসিন্দা অমল পোদ্দার। পরিবার সূত্রে খবর, ১০ জানুয়ারি সস্ত্রীক প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন ষাটোর্ধ্ব অমল। কিন্তু সেখান থেকে তাঁর আর ঘরে ফেরা হল না। বুধবার বিকেলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। শিলিগুড়ি থেকে ছেলে অসিত গাড়ি নিয়ে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে দেহ শহরে পৌঁছানোর কথা। এদিকে, মহাকুম্ভে গিয়ে বুধবার থেকে নিখোঁজ শিলিগুড়ির পাঞ্জাবিপাড়ার বাসিন্দা দর্শনাদেবী বনসলের হদিস মিলল। এদিন তিনি বাড়ির পথে রওনা হয়েছেন। তবে সমরনগরের বাসিন্দা পুতুল রায়ের খোঁজ মেলেনি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

অমৃতস্নানে গিয়ে নিখোঁজ রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা বাগানের এক প্রৌঢ়া।

এরপর দশের পাতায়

পদপিষ্টের ঘটনার পরদিনই ফের বিপর্যয় প্রয়াগরাজে। আবার আগুন লাগল পুণ্যার্থীদের তাঁবুতে। আগুনে কেউ মারা যাননি। তবে পদপিষ্টে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অনেকেই প্রিয়জনের দেহ নিয়ে বিভ্রান্ত।

চাপের মুখে লাগাম ভিভিআইপি সংস্কৃতিতে

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে যেন রাহুর গ্রাস। অসহনীয় ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর পরদিন আবার বিপর্যয় প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে। বৃহস্পতিবার আগুন লাগে মেলা চত্বরে। বুধবারের মতো হতাহত না হলেও ব্যবস্থাপনার ফাঁকফোকর বেআব্রু হয়ে গেল। স্থানীয় দমকল আধিকারিক প্রমোদ শর্মা মানলেন, 'কিছু বেআইনি তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল।'

কুম্ভমেলা চত্বরের সেক্টর ২২-এ এরকমই তাঁবুতে আগুন লেগেছিল বৃহস্পতিবার। যাতে মোট ১৫টি শিবির ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন, ছটনাগ ঘাট থানা এলাকায় ওই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকলবাহিনী দ্রুত গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারিও আগুন লেগেছিল মেলায়। তখন ১৮০টির বেশি তাঁবু পুড়ে গিয়েছিল। তখনও সেই আগুনের বলি কেউ হয়নি।

পরপর বিপদ

- মঙ্গলবার রাতের পর বৃহস্পতিবার আগুন তাঁবুতে, সেক্টর ২২-এ
- বুধবার ভোরে আরও একটি হুড়োহুড়ির প্রমাণ মিলেছে
- পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩০, ভোরে আবার একই পরিস্থিতি
- প্রথম ঘটনাটি সংগম নোজে, দ্বিতীয়টি ঝুসি এলাকায়

কিন্তু পরপর বিপর্যয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্রুত মোকাবিলার ছবি দেখা গিয়েছে ঠিকই। তবে মেলার আয়োজন, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে। ফলে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে উত্তরপ্রদেশের খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। মহাকুম্ভকে যিনি মেগা ইভেন্টে পরিণত করতে মরিয়া ছিলেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষপর্যন্ত তিনি ভিভিআইপি সংস্কৃতিতে রাশ টানতে বাধ্য হলেন। বুধবার রাতে তিনি ৮ জেলার প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে ভিভিআইপি পাশ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর পর ভিভিআইপিদের পেছনে মেলা কমিটি ও প্রশাসনের অধিক ব্যস্ততায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কম গুরুত্ব পেয়েছে বলে অভিযোগ তোলে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী দল।

মহাকুম্ভ মেলার আয়োজনকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে বুধবার রাতে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

যন্ত্রণার এই শতবর্ষেও নিস্পৃহ শিলিগুড়ি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একশো বছর হয়ে গেল হে শিলিগুড়ি। এবার ঘুম থেকে ওঠো, জাগো। মনে করতে থাকো, ঠিক শতবর্ষ আগের বিষণ্ণ দিনলিপি। জুনের মাঝামাঝি মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল সেদিনের আকাশ।

টাউন স্টেশনের পরিত্যক্ত দুটি প্ল্যাটফর্মে হাঁটাহাঁটিতে অবধারিত কিছু না কিছু ছবির বিষয় পাওয়া যায়। শূন্য স্টেশনে এদিকে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা কোনও ভবঘুরে কিংবা শুয়োরের দল। বা ওইখানেই পুজোর সময় বসে থাকত ঢাকির দল।

শহরের প্রথম রেলস্টেশনের চরম দুর্দশা নিয়ে অন্তত কয়েক হাজার লেখা প্রকাশিত ইতিমধ্যে। অন্তত একশোবার নানা রঙিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সব পার্টির নেতারা। কত কী হবে স্টেশনকে বাংলার অন্যতম সেরা আকর্ষণ করে তুলতে! বর্তমান ও প্রাক্তন মেয়ররা এখানে প্রতিশ্রুতির খেলায় মেসি-রোনাল্ডোর মতো সবার আগে।

তা হলে আবার কী জন্য স্টেশন নিয়ে লিখতে বসা? সব প্রস্তাবই তো ডাস্টবিনে।

লিখতে বসা একটা কারণেই। এই বহুবিধ ইতিহাসমাখা স্টেশন চত্বরে সবচেয়ে সজল হাহাকারের দিনের এবারই শতবর্ষ। এখানেই দার্জিলিং থেকে টয়ট্রেনে আনা হয় প্রয়াত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃতদেহ। যিনি আচম্বিতে প্রয়াত হন ১৯২৫ সালের ১৬ জুন। শিলিগুড়ির প্রতিবন্ধী, কুঁড়ের বাদশা পুরসভার কর্তাদের কাছে কি ওই উপলক্ষ্যে স্মারক গড়ার অর্থও নেই?

মাত্র চুয়ান্নয় অকালপ্রয়াত চিত্তরঞ্জন অনুপ্রেরণার নাম ছিলেন কাদের কাছে? সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সোহরাওয়ার্দি। টাউন স্টেশন থেকে দেহবাহী ট্রেন শিয়ালদায় গেলে এত ভিড় হয়েছিল, বাংলা তা আগে দেখেনি। দশ ব্রিটিশ ক্যামেরাম্যান মিলে ছবি তোলেন তিন মাইল দীর্ঘ শোকযাত্রার। তার কয়েক সেকেন্ডের ফুটেজ মেলে ইউটিউবে। তা দেখলেই বোঝা যায় বাঙালির যন্ত্রণা।

চিত্তরঞ্জনের মেয়ে অপর্ণা দেবীর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' বই থেকে জানা যায়, সেদিন শিয়ালদায় দার্জিলিং মেল আসে দেরিতে। প্রত্যেক স্টেশনে থামতে হয়েছিল জনতার দাবিতে। 'পিতৃদেবের দেহ একটি মাল-গাড়ীতে পুষ্পে সজ্জিত ছিল। ব্যারাকপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সে গাড়ী অনেকটা উঁচু থাকাতে ছাত্রেরা সিঁড়ির মতো শুয়ে পড়ে তাদের উপর দিয়ে আমাকে উঠে যেতে বলল। মানুষের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। পরে জানি না, আমি কীভাবে উঠেছিলাম।'

এরপর দশের পাতায়

প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় জরুরি দ্বিতীয় রাজধানী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শুধু বাগান মালিকরাই নন, বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও বলছেন, সঠিক নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে উত্তরের চা শিল্পের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। চা সম্পর্কে অজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে পড়ে সর্বনাশ হচ্ছে চা বাগানগুলির। দু'হাতে লুট হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ। উত্তরবঙ্গের পর্যটন থেকে মুনাফা লুটছেন বাইরের ব্যবসায়ীরাই। সরকারি অবহেলা ও উদ্যোগের অভাবে বিশ্ববাজারে চাহিদা থাকলেও মালদার আম বা রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি অথবা কোচবিহারের তামাক বা বিধাননগরের আনারস- আজও সঠিক দিশা দেখেনি কোনওটিই। বিভিন্ন মহলের বক্তব্য, শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় রাজধানী হলে সমৃদ্ধ হবে উত্তরবঙ্গ। উত্তরের সম্পদ রক্ষা ও পরিচালনায় সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণে চাপ বাড়বে সরকারের উপর। তাতে সার্বিকভাবে লাভবান হবেন উত্তরবঙ্গবাসী।

- সঠিক নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে সর্বনাশ হচ্ছে উত্তরের চা শিল্পে, দু'হাতে লুট হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ
- দিশা দেখবে মালদার আম বা রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি অথবা কোচবিহারের তামাক বা বিধাননগরের আনারস
- দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে শিলিগুড়ি হয়ে উঠতে পারে পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ইনফরমেশন ও টেকনলজি হাব

শিলিগুড়ি রাজধানী হলে উত্তরের প্রকৃতি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে বলেই আশাবাদী পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'যেভাবে উত্তরবঙ্গের বন ও বন্যপ্রাণ ধ্বংস হচ্ছে এবং দখলদারিতে নদীগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে তা উদ্বেগের। রাজধানী হলে নিশ্চিতভাবেই প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়বে। তাতে পরিবেশে নজরদারি বৃদ্ধি পাবে। বনজ সম্পদ পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করে উত্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। তাই যে সংগত দাবি উঠেছে তা দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়া দরকার।'

সেই প্রসঙ্গ তুলেই শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবিতে সব মহলের মানুষকে এক হওয়ার কথা বলেছেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে গেলে উত্তরের অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে।

এরপর দশের পাতায়

ওপারের বাবলুদের কুম্ভে স্বপ্নপূরণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : অনেকদিন ধরে মহাকুম্ভে গিয়ে স্নান করার স্বপ্ন দেখছিলেন ওপার বাংলার বাসিন্দা বাবলু কীর্তনিয়া, অসীম মণ্ডলরা। কিন্তু দেশে অস্থির পরিস্থিতি। সীমান্তেও লেগে আছে অশান্তি। এর উপর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে এদেশের সরকার নতুন করে ভিসা দেওয়া বন্ধ করে রেখেছিল। যে কারণে ভিসা না পাওয়ার আশঙ্কায় কুম্ভের স্বপ্ন মনের ভিতরেই রয়ে গিয়েছিল। বাবলু, অসীমদের মতো কুম্ভে স্নানের স্বপ্নপূরণ হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন ওপার বাংলার বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। অবশেষে যেন খুলল মনের দুয়ার। এই সময়ে ভারত সরকার তীর্থ ভিসা চালু করতেই ওপার বাংলার মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে মহাকুম্ভে পাড়ি দিচ্ছেন। ফুলবাড়ি সীমান্ত পেরিয়ে ১২ জনের একটি দল সড়কপথে প্রয়াগরাজে গিয়েছেন। যে দলে রয়েছেন বাবলু, অসীমরা। তাঁরা সাতদিনে গোটা যাত্রা শেষ করে বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাইছেন।

বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের ওই বাসিন্দারা মঙ্গলবার দুপুরে ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছেছিলেন। ওই রাতেই দুটি গাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার দলটি বেনারস পৌঁছায়। সেখানের একটি হোটেলে ওঠেন তাঁরা। টেলিফোনে দলটির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। রংপুরের বাসিন্দা বাবলুর কথায়, 'দীর্ঘদিনের স্বপ্ন যেন পূরণ হতে যাচ্ছে। আমরা আগে থেকে একটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে দুটি গাড়ি করে রেখেছিলাম। শিলিগুড়ি থেকে সেই গাড়ি নিয়ে বেনারস পৌঁছেছি। এদিন পুরো বেনারস ঘুরে দেখেছি। শুক্রবার সকালে প্রয়াগরাজে যাব। রাস্তায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। হোটেলভাড়া পেতেও ঘুরতে হয়েছে। কেউ যাতে হারিয়ে না যায়, সেটা নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। তবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ফোন নম্বর আগে থেকে জোগাড় করে রেখেছি।' দিনাজপুরের বাসিন্দা অসীম বলেন, 'আমাদের মতো বাংলাদেশের অনেক মানুষ কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কুম্ভমেলায় কী করে যেতে হবে বা কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে তা জানার জন্য প্রতিদিনই চেনাপরিচিতরা ফোন করেছেন। তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য মোটামুটি দিয়েছি। তবে হাতে সময় থাকলেও আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাই।' অসীমের সংযোজন, 'দেশের পরিস্থিতি আগের চাইতে কিছুটা ঠিক হওয়ায় কুম্ভতে যেতে পারছি। কুম্ভমেলা শেষ হয় গেলে আর কতদিন তীর্থ ভিসা দেওয়া হবে জানি না।'

পুণ্যার্থীদের স্রোত। বৃহস্পতিবার প্রয়াগরাজের খুসরোবাগে।

পুণ্যের আশায়

- মহাকুম্ভের জন্য ভারত সরকার দু'মাসের জন্য তীর্থ ভিসা দিচ্ছে
- এই ভিসা মাত্র একবারের জন্য, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না
- বাংলাদেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এখন আগের চেয়ে কিছুটা ভালো
- এই সুযোগে অনেক মানুষ কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন

দু'মাসের জন্য কেবল তীর্থ ভিসা দেওয়া হচ্ছে। তবে আগের চাইতে এখন ভারত সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসার সংখ্যা বাড়িয়েছে। ফুলবাড়ির বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের ব্যবসায়ী সঞ্জয় ঘোষের কথায়, ''মহাকুম্ভের জন্য ভারত সরকার দু'মাসের জন্য তীর্থ ভিসা দিচ্ছে। তীর্থ ভিসা পুরোপুরি 'সিংগল এন্ট্রি'। বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার পর আর ওই ভিসা নিয়ে ভারতে আসা যাবে না। তীর্থ ভিসার পাশাপাশি কিছু মেডিকেল ভিসা দেওয়া হচ্ছে।''

ফুলবাড়িতে ঢুকে ধৃত তিন বাংলাদেশি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা তিন বাংলাদেশি নাগরিককে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের খবর আসে। পুলিশ সেই মতো অভিযানে নামে। আইসি সোনম লামা এবং সাদা পোশাকের পুলিশ আলাদা আলাদাভাবে ফুলবাড়ি এলাকায় ফাঁদ পাতে। এরপর রাত ১০টা নাগাদ তিন বাংলাদেশি এলাকায় প্রবেশ করে। যদিও চেহারা পরিচয় জানা না থাকায় ওই বাংলাদেশিদের খুঁজে পেতে পুলিশকে সমস্যায় পড়তে হয়। এরপর নিজেদের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ মহম্মদ হাবিব, মহম্মদ শমসের আলি ও আতিরুল মহম্মদের খোঁজ পায়। এরপর তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

দিনকয়েক আগেই এক বাংলাদেশি সহ দুজনকে একই থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর আগে হলদিবাড়ি থেকে কালিয়াগঞ্জ যাওয়ার পথে ছয় বাংলাদেশি জলপাইগুড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে নকল নথি তৈরি করে ফুলবাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে থাকা গণেশ রায় নামে আরও এক অনুপ্রবেশকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, আরও বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে বলে সেই সময় থেকেই তাদের কাছে খবর ছিল। সেই মতো নিজেদের সূত্রকে ময়দানে নামিয়ে রাখা হয়েছিল বলে পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। এদিন রাতে সেই সূত্রকে কাজে লাগিয়েই

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদল্লু
নেতা
জনতার চার্জশিট
খোলা জানালা
শেষের যদি সিংহাসন
আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

অহলে পর্যটন উৎসব

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : গ্রামীণ ট্যুরিজমের সাফল্য উদযাপনে সিটংয়ের অহলে আয়োজিত হতে চলেছে দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভাল। আগামী ৭ থেকে শুরু হয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ফেস্টিভাল চলবে। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু, সিটংয়ের ট্যুরিজম হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শিশির প্রধান, সুভাষ সুব্বা এবং পদম গুরুরা।

ফেস্টিভাল নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক বললেন, 'এবার উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, নেপাল, ভুটানের গ্রামীণ স্টেকহোল্ডারদের আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি। তাঁরা এখানে এসে দেখে শিখে যাচ্ছে সমস্ত কিছু। এই সাফল্যগুলো উদযাপন করার জন্য এই ফেস্টিভালের আয়োজন।'

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ফেস্টিভালের এই কয়েকটা দিন সিটংয়ের হোমস্টেগুলিতে থাকবে বিশেষ ছাড়। সেই সঙ্গে প্রকৃতির মাঝে উৎসবের মূলকেন্দ্রে সকলের জন্য থাকবে আহারের ব্যবস্থা। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, উৎসবের ক'টা দিন পর্যটকরা আবার সিটংমুখী হবেন।

উৎসবের ব্যানার প্রকাশ করলেন আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে।

গ্রামীণ পর্যটনের কেন্দ্র হল দার্জিলিং জেলার লাটপাঞ্চার এবং সিটং। সেখানেই তিনদিনের উৎসবে মেতে উঠবেন পর্যটক, স্থানীয় নানা জনজাতি, পর্যটন ব্যবসায়ী এবং পর্যটনপ্রেমীরা। উদ্যোক্তারা জানালেন, পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে রক ক্লাইম্বিং, র‍্যাপলিং, বার্ড ওয়াচিং, ক্যাম্পিং, ট্রেকিং, ওয়াটার স্পোর্টস সহ আরও অনেক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও পাহাড়ের খাবার কীভাবে তৈরি করা হয় সেসব শিখতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন জনজাতির মানুষদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন। পাশাপাশি স্থানীয়দের তৈরি হস্তশিল্পের স্টল সহ আরও অনেক কিছু থাকছে এই তিনদিনের উৎসবে।

দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভাল হর্নবিল ফেস্টিভালের মতোই কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজিওনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পরিণত হবে বলে আশা করছেন পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

> অসম, নেপাল, ভুটানের গ্রামীণ স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাঁরা এখন থেকে শিখছেন। এই সাফল্যগুলো উদযাপন করার জন্য এই ফেস্টিভালের আয়োজন।
>
> রাজ বসু, উদ্যোক্তা

আপন মনে। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন অ্যানি মিত্র।

প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে প্রয়াস

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : আর্থসামাজিক এবং নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা ভেবে কয়েকজন অধ্যাপক ও শিক্ষকের অভিনব প্রয়াসে কামাখ্যাগুড়িতে গড়ে উঠেছে 'সেন্টার ফর স্টাডি অফ মার্জিনাল সোসাইটি অ্যান্ড কালচার'। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তথা কেন্দ্র সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। বিষয়টি নিয়ে সর্বপ্রথম প্রয়াসী হন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জয়লাল দাস। তাঁর উদ্যোগেই কামাখ্যাগুড়িতে গড়ে ওঠে কেন্দ্রটি।

কেন্দ্রের সভাপতি হলেন বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিতকান্তি সরকার, সম্পাদক শিক্ষক ডঃ সঞ্জিত সরকার। সংগঠনের অন্যান্য সদস্য হলেন শিক্ষক হরিশংকর দেবনাথ, বিকাশ সাহা, ডঃ ভরত দাস, হারাধন পাল, পিংকি রায়, রুবি রায়, সুভাষ রায়, ডঃ রেবতী বিশ্বাস। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবদমিত এবং উপেক্ষিত জীবনকে সমাজে তুলে ধরার জন্য এই সংগঠন গড়ে তোলা। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বই, পড়াশোনায় উৎসাহ দেয় এই কেন্দ্র। অবহেলিত লোককবিদের সমাজের মূল ধারার কবিদের পাশে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে তারা। একইভাবে বাউলশিল্পীদের নিয়েও কাজ করছে তারা।

উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য, প্রান্তিক সাহিত্যকে আলোকিত করা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করা। এবং প্রাপ্ত তথ্যের জার্নাল ও বই প্রকাশের মাধ্যমে প্রসারণ ঘটানো। এছাড়া পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব সহযোগিতা করে চলেছে এই কেন্দ্রটি। গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপন করে দুর্লভ বই ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা, তরুণ গবেষকদের উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় স্টাডি মেটিরিয়াল দিয়ে সাহায্য করা। সাহিত্যসভা, সেমিনার, অনুসন্ধানমূলক ভ্রমণের আয়োজন করার ক্ষেত্রেও অবিরাম কাজ চলছে তাদের।

কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জয়লাল দাস বলেন, 'বিশ্বায়নের সঙ্গে শহরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হলেও প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম, সংস্কৃতি উপেক্ষিত হচ্ছে। আগামীদিনে সমাজের এই প্রান্তিক মানুষ যাতে প্রাপ্য সম্মান খুঁজে পায়, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রয়াস।' সংগঠনের সভাপতি ডঃ অসিতকান্তি সরকার বলেন, 'প্রান্তিক সংস্কৃতিচর্চার অনেক কেন্দ্র থাকলেও সেগুলোর কাজ অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ। এই সংস্থা, অনালোচিত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রান্তিক জনজীবন ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করতে চায়।'

জেলা নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ সিদ্দিকুল্লাহর

ওয়াকফ বিল সংশোধনী

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : ওয়াকফ বিল সংশোধনীতে প্রতিবাদ না করা নিয়ে জেলার তৃণমূল নেতাদের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্য গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিণচওড়ার মাঠে তিনি বলেন, 'ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধনী আনতে চাইছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় প্রতিবাদ করছেন। তারপরেও জেলাগুলিতে এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কেন আন্দোলনে নামছে না সেটা বুঝতে পারছি না। এখন থেকে সকলে মিলে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে না তুললে আগামীতে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলই সম্প্রদায় সমস্যায় পড়তে পারে।'

কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধনী বিল আনতে চলেছে তার প্রতিবাদেই এদিন হরিণচওড়া মাঠে জনসভা হয়। সভায় হাজির ছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেখানে তিনি জানিয়ে দেন, 'এই বিল নিয়ে কেন্দ্র যে সংশোধনী আনতে চাইছে সেটা কোনওভাবেই আমরা মানব না। এর বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিকভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যাব। এটা তো সাম্প্রদায়িক কোনও বিষয় নয়, এটা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়। সংখ্যালঘু যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।'

কেন্দ্রীয় সরকার যেটা করছে সেটা পুরোপুরি গাজোয়ারি বলেই মন্তব্য করলেন সিদ্দিকুল্লাহ। তাঁর প্রশ্ন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়েছেন অথচ জেলা বা রাজ্য নেতৃত্ব মুখ বন্ধ করে আছেন কেন?' ওই সভায়

> ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধনী আনতে চাইছে সেটা কোনওভাবেই আমরা মানব না। এটা তো সাম্প্রদায়িক কোনও বিষয় নয়, এটা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়। সংখ্যালঘু যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।
>
> -সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী
> রাজ্য গ্রন্থাগারমন্ত্রী

সিদ্দিকুল্লাহ বললেন, '৯০ শতাংশের বেশি মুসলমান তৃণমূলকে ভোট দেয়। তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের আলোচনা, প্রতিবাদ করা দরকার। আমরা এই বিলের সংশোধনী নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে চাইছি। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি মালদার সুজাপুরে এই বিষয় নিয়ে সভা হবে।'

পড়ুয়াদের সাফল্যের টিপস

নাগরাকাটা, ৩০ জানুয়ারি : নাগরাকাটার পিএম শ্রী স্কুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সাফল্যের টিপস দিলেন শৌভিককুমার সাহা। তিনি এবার ইউপিএসসির জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষার টপার হয়েছেন। তিনি এই স্কুলেরই নদিয়া শাখার প্রাক্তনী। বৃহস্পতিবার স্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে তিনি নিজ সাফল্যের কথা ভাগ করে নেন। নিষ্ঠা, অধ্যবসায় থাকলে যে কোনও কিছুই বাধা হতে পারে না সে কথাও জানান। স্কুলের অধ্যক্ষ জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, 'শৌভিকের কৃতিত্ব অন্য পড়ুয়াদের ভালো কিছু করতে যে উদ্বুদ্ধ করবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

ব্রেস্ট ক্যানসার শনাক্তকরণ প্রোজেক্টে সেরা সম্মান

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সপ্তম রিজিওনাল সায়েন্স এবং টেকনোলজি কংগ্রেস-২০২৫-এ শ্রেষ্ঠ গবেষণাপত্র সম্মান লাভ করলেন সাগরিকা সাহা। তিনি জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ব্রেস্ট ক্যানসার শনাক্তকরণের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহারের ওপর গবেষণা করেছেন। ওই কংগ্রেসে প্রথম হয়ে কলকাতায় রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগও পেয়েছেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত সাগরিকা। তাঁর বক্তব্য, 'এই সাফল্যে আমি খুবই খুশি। আগামীতে তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে আরও কাজ করার ইচ্ছে আছে।'

প্রথমে সেই কংগ্রেসের আয়োজকদের তরফে প্রতিযোগীদের গবেষণাপত্র জমা নেওয়া হয়েছিল। তারপর জমা পড়া আবেদন থেকে ২০ জনের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁদের প্রেজেন্টেশনের জন্য ডাকা হয়। শিলিগুড়ি কলেজে দু'দিন ধরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে

এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড হাতে সাগরিকা সাহা।

৬টি রিজিওনের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের গবেষণা হাতেকলমে পেশ করেন। যার মধ্যে জলপাইগুড়ি রিজিওন-১'এ সাগরিকা নির্বাচিত হন।

তাঁর এই হাইব্রিড মেশিন টেকনোলজি ব্যবহার করে ব্রেস্ট ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করা যাবে। তেমনই এই সিস্টেমে ব্রেস্ট ক্যানসার শনাক্তকরণের বিভিন্ন ডেটা স্টোর করা রয়েছে। ফলে রোগীর কোষ সহ বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ইনপুট করলেই সিস্টেম জানিয়ে দেবে তিনি ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত কি না।

এই গবেষণায় সাগরিকাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক সুভাষ বর্মন ও ঝুমা দত্ত।

সাগরিকা বলেন, 'বিভিন্ন সময় কোনও রোগীর ব্রেস্ট ক্যানসার ধরা পড়ার পর তাঁকে দেওয়া ওষুধ, চিকিৎসা ইত্যাদির ভিত্তিতে তথ্য বদলে যায়। ফলে দেখা যায় ওই রোগী মারা গেলে কিংবা অবস্থা শোচনীয় হলে রোগীর পরিবার ভুল চিকিৎসা নিয়ে অভিযোগ করে। কিন্তু তথ্য মিলিয়ে দেখা যায়, তেমন কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সাহায্য করবে। ডেটা একবার সিস্টেমে চলে এলে তা কোনওভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।'

আজ টিভিতে

অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, ১০.০০ জোশ, দুপুর ১.০০ বিধাতার খেলা, সন্ধে ৭.৩০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.৩০ আপন হল পর, ১.০০ বিদায় ব্যোমকেশ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৪.১৫ ফাটাফাটি, সন্ধে ৬.৫০ দেবী, রাত ১০.০৫ সন্ত্রাস

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ শপথ নিলাম, দুপুর ২.০০ আশ্রয়, রাত ৯.৩০ পূজা, ১২.০০ কিশোর কুমার জুনিয়র

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাটের গুরু

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু

জি সিনেমা : দুপুর ২.৩৬ মায়োঁ, বিকেল ৫.০৮ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৫৫ খাকি, রাত ৯.৫৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, সন্ধে ৬.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ৯.৩০ নয়া নটওরলাল

এমএনএক্স : বিকেল ৩.৫০ গোল-দ্য ড্রিম বিগিনস, রাত ৯.০০ দ্য ট্রান্সপোর্টার রিফুয়েলড, ১১.৫৫ ওয়াইল্ড কার্ড

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৩০ দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন, বিকেল ৩.৩৫ কোকো, ৫.৩০ গডজিলা ভার্সেস কং, সন্ধে ৭.১৫ প্রিন্স অফ পার্শিয়া-দ্য স্যান্ডস অফ টাইম, রাত ৯.০ ০ মেগ-টু, ১০.৪৫ দ্য কনজিউরিং-টু

চ্যালেঞ্জ সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বিবাহ দুপুর ১২.৫৫ অ্যান্ড পিকচার্স

প্রিন্স অফ পার্শিয়া-দ্য স্যান্ডস অফ টাইম সন্ধে ৭.১৫ স্টার মুভিজ

ডিয়ার ডিসেম্বর ২০২৪ বিকেল ৪.০০ জি বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে দামি উপহার পেতে পারেন। বৃষ : অফিসে কোনও কাজ নিজের ক্ষমতায় করতে পেয়ে জনপ্রিয় হবেন। পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মিথুন : আজ কোনও অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য। কর্কট : যানবাহন আজ খুব সাবধানে চালান। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। সিংহ : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। মেয়ের পরীক্ষার ভালো ফলে খুব খুশি হবেন। কন্যা : জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগতে হতে পারে। কোনও অপরিচিত লোকের কথায় ভুলবেন না। তুলা : পারিবারিক অশান্তি নিয়ে মানসিক চাপে থাকতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : কোনও সৎ মানুষের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে মানসিক আনন্দলাভ। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। ধনু : আপনার সামান্য অলসতায় বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। প্রেমের সমস্যা মিটবে। মকর : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায়। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : সারাদিন দোলাচলে কাটবে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। মীন : ভাইয়ের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে মতপার্থক্য। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ১১ মাঘ, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭ মাঘ, সংবৎ ২ মাঘ সুদি, ১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।১৯। শুক্রবার, দ্বিতীয়া অপরাহ্ণ ৪।৯। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৮।৪। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৬।৯। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।১৪ গতে গরকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।৪ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৯।৭ গতে ১১।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৫ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ দীক্ষা দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ ধান্যবৃদ্ধিদান ধানযনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৮।৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ কর্ণবেধ নববস্ত্রপরিধান পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৮।৪গতে বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১। ৪৮ মধ্যে অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৮।২৫ গতে ১০।৪২ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৩ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১২।২৫ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।২২ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)-এর চুক্তির জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: এটিএম-২০২৫-০২। নিলাম শুরুর তারিখ: ১৩.০২.২০২৫ [illegible]
MLD-208/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আরআরএ লোকেশনের সাপ্লাই, ইরেকশন ও মোডিফিকেশন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: টিআরডি/এলএমজি/১৭ অব ২০২৪-২৫, তারিখ: ২৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ইএল-টিআরডি-এলএফআর-এলএমজি-৩৫ইচই-এমওডি-২১. কাজের নাম: লামডিং ডিভিশনের অধীনে আরডিএসও-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী আরআরএ লোকেশনের সাপ্লাই, ইরেকশন ও মোডিফিকেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২৩,৪৮,৬৪৭.৫০ টাকা; বায়নার অর্থ ৪৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড ডিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGE e-N. I.T. NOTICE
e-N.I.T. Memo No. 155/KCK-IIIPS SI No-01 to 5, Dated-30.01.2025, invited by the E.O Kaliachak-III P.S from Bonafide bidder. Last date of application on 06.02.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P.S
Baishnabnagar, Malda.

তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থা পদ্ধতির স্থাপন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২২-কিউডব্লিউএস-জেবিএন-২৪ তারিখ: ২৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: যোগবানীতে-তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থা পদ্ধতির স্থাপন (হাইড্রান্ট লাইনের মেট সংখ্যা-৩)। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
[illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) E-Rickshaw, Scotty & Bicycle and (b) Laboratory Instruments. For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Registrar (Actg.)

DHUPGURI MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
TIME EXTENSION

NIT. No.	Tender ID
18	2025_MAD_803841_1

Bid submission End date-10/02/2025 at 5.00 P.M. instead of 28/01/2025 at 5.00 P.M.
Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

MAYNAGURI MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
The Chairman, Maynaguri Municipality invites e-tenders as per given NITs within Maynaguri Municipal area. The tender details as given below : WBMAD/e-Tender/78(2nd Call)/ of EO/MNM/JAL/2024-25 with Corrigendum (Tender Id: 2025_MAD_808274_1) Bid Submission End Date :- 25.02.2025 05:00 p.m. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Maynaguri Municipality

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা উত্তর দিনাজপুর পোস্টাল ডিভিশন কর্তৃক জানান হচ্ছে যে কালিয়াগঞ্জ উপ-ডাক ঘরের অধীনস্ত তরঙ্গপুর শাখা ডাক ঘরের পোষ্টমাস্টার (বর্তমানে নিলম্বিত), শ্রী গোপাল মহাত্মা-র বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপব্যবহারের যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়েছিল; উক্ত কমিটির শুনানিতে উপস্থিত থাকার জন্য একাধিকবার শ্রী মহাত্মা-র অফিস তথা বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পাঠানো স্বত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে কোনোরূপ সারা না পাওয়ায় তদন্তকারী কমিটি একতরফা (Ex Parte) শুনানি পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। উক্ত তদন্ত কমিটির তাদের দ্বারা উপস্থাপিত অন্তিম বিবরণীতে শ্রী গোপাল মহাত্মা-র বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত করে। এমতাবস্থায়, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শ্রী গোপাল মহাত্মা-কে জানানো যাচ্ছে যে, উনি যদি আগামী ১০ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তির কোনরূপ লিখিত জবাব না দেন, তাহলে এটা ধরে নেওয়া হবে যে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ব্যাপারে তার কোন কিছু বলার নেই এবং তদন্ত কমিটির শেষ বিবরণী-ই ডাক বিভাগ দ্বারা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।
স্বাঃ
ডাক অধিকক্ষক
উত্তর দিনাজপুর পোস্টাল ডিভিশন
রায়গঞ্জ- ৭৩৩১৩৪

কর্মখালি
ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে, বেতন ১২,০০০+(pf,esi) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 9775539686. (C/114802)

অ্যাফিডেভিট
আমি কমল চন্দ্র রায়, পিতা নরবত রায়, দক্ষিণ মৌয়ামারী, পোস্ট অফিস- দক্ষিণ মৌয়ামারী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা কমল রায় নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 22622 তাং 3.12.24 কমল রায় ও কমল চন্দ্র রায় একই ব্যক্তি। (S/C)
•
আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB63 1999 0932422 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10-01-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Pranaytosh Roy এবং Pranatosh Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - পুলক রায়, টাকাগছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/113181)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DEVA
Action Thriler (H)
*ing : Shahid Kapoor, Pooja Hegde
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

Now Showing at
BISWADEEP
DEVA
*ing : Shahid Kapoor, Pooja Hegde
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের নাথনগর, ধুলিয়ান গঙ্গা, সবৌর, নিমতিতা, সুজনিপাড়া এবং একচারী রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং.: পার্কিং-২০২৫-০২। নিলাম শুরু: ১৩.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা [illegible]
MLD-205/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দেড় ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ল দার্জিলিং মেল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : ফের বিপর্যয় দার্জিলিং মেলে। এবার কাপলিং বিভ্রাটে ঐতিহ্যের ট্রেনটি থমকাল নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে। মেরামতির পর শিয়ালদার উদ্দেশে রওনা দিলেও, বারবার এমন পরিস্থিতি কেন, প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। এমন প্রশ্নের মূলে রয়েছে এনজেপি স্টেশনে ট্রেনটি প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা। যদিও এধরনের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন হিসেবেই দেখছেন রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায়, তা মেরামত করতে কিছুটা সময় লেগেছে। অনেক যাত্রীকে হয়তো তাতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তবে এধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন। তবে এই ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, তার জন্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এনজেপিতে বিপত্তি

ক'দিন আগেই ইসলামপুরে থমকে দাঁড়িয়েছিল দার্জিলিং মেল। ইঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ায় ট্রেনটিকে আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে এনে ইঞ্জিন মেরামত করা হয়। যার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যাত্রীরা। প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল রেলকে। এবার হলদিবাড়ি থেকে এনজেপি আসার পর কাপলিং সমস্যা ধরা পড়ল। জানা গিয়েছে, এনজেপিতে আসার পর চেকিংয়ের সময় দুটি থ্রি-টিয়ার কোচের মাঝে থাকা কাপলিংয়ে ত্রুটি নজরে পড়ে রেলকর্মীদের। কাপলিংয়ের পরিবর্তন না করলে যে বড় বিপদ ঘটতে পারে, তা তাঁরা বুঝতে পারেন। এরপরই কোচটিকে আলাদা করে কাপলিংয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই কাজের ক্ষেত্রে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়ে রওনা দেওয়ার পরিবর্তে দীর্ঘসময় এনজেপিতে দাঁড়িয়ে থাকায় আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় যাওয়ার জন্য দার্জিলিং মেলে উঠেছিলেন ইন্দ্রজিৎ সেন। তিনি বলেন, 'ট্রেনটি এনজেপিতে পৌঁছানোর পর উঠে বসলেও দীর্ঘসময় ট্রেন না ছাড়ায় সন্দেহ হয়। ট্রেন থেকে নেমে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি একটি এসি কোচে সমস্যা হয়েছে। বুঝতে পারছি না কলকাতায় কখন পৌঁছাব।' রেলের দাবি, মাঝপথে আর কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু সিংহভাগ যাত্রী দার্জিলিং মেলে সওয়ার হয়েছেন আতঙ্ক নিয়ে।

অনাবিল আনন্দ

বক্সা জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

স্কুল বন্ধ রেখে দুয়ারে সরকার

চোপড়ায় প্রশাসনের পদক্ষেপে প্রশ্ন

চোপড়া, ৩০ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে ফের শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। এরই অঙ্গ হিসেবে চোপড়া ব্লকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। শিবির পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ওপরে। এজন্য তারা বিভিন্ন স্কুল বেছে নিয়েছে। কিন্তু চোপড়ায় একাধিক স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে শিবির করা ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

মঙ্গলবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলে দুয়ারে সরকার শিবির করা হয়। একইভাবে বুধবার লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে শিবির করা হয়। অন্য জায়গায় শিবির না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছে, এমন প্রশ্ন উঠছে এলাকায়।

এব্যাপারে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবিরে স্টল সাজানো থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সবকিছুর খরচ বহন করতে হয় পঞ্চায়েতগুলিকে। সেক্ষেত্রে স্কুলগুলিতে শিবির করা হলে প্যান্ডেলের প্রয়োজন হয় না। ফলে বেশ কিছুটা খরচ বেঁচে যায় পঞ্চায়েতগুলির।

সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুল সূত্রে খবর, শিবিরে ভিড় হওয়ায় ওইদিন স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছিল। একই কথা জানিয়েছেন লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার দাসপাড়া হাইস্কুলে দুয়ারে সরকার শিবির হয়। এবিষয়ে স্কুলের টিআইসি জাকির হুসেনকে জানান, শিবিরের জন্য বৃহস্পতিবার ক্লাস স্থগিত রাখা হয়েছে।

দাসপাড়া হাইস্কুলের দুয়ারে সরকারের শিবিরে মানুষের ভিড়।

বিতর্ক

- রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির
- শিবিরের জন্য একাধিক স্কুলে ক্লাস বন্ধ
- পঞ্চায়েতগুলির সাফাই, স্কুলে শিবির হলে খরচের বোঝা কমবে
- স্কুল বন্ধ করে শিবির করায় বিতর্ক
- এব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ প্রশাসনিক কর্তারা

এদিন দাসপাড়া হাইস্কুলে শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল ও স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান। সেখানে বিডিওকে প্রশ্ন করা হয় পঠনপাঠন বন্ধ রেখে কীভাবে স্কুলগুলিতে এমন সরকারি কর্মসূচি করা হচ্ছে? উত্তরে তিনি জানান, এটা স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। কীভাবে অনুমতি দিয়েছে সেটা তারা বলতে পারবে।

এবিষয়ে জানতে চেয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শক মুরারিমোহন মণ্ডলকে ফোন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। প্রাইমারি স্কুলগুলিতে দুয়ারে সরকার শিবির করা নিয়ে চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার জানালেন, স্কুল খোলা রাখতে বলা হয়েছে।

এভাবে স্কুল ছুটি বা ক্লাস স্থগিত করে সরকারি কর্মসূচি করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অভিভাবক ও শিক্ষকদের একাংশের মতে, এতে পড়ুয়াদের ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি এলাকায় শিবির করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও অনেক জায়গা রয়েছে বলে মত এলাকাবাসীর একাংশের।

দুষ্কর্ম ঠেকাতে শিলিগুড়িতে নয়া পন্থা পুলিশের

চোখ চোরের গতিবিধিতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : বাড়ছে শহর, বৃদ্ধি পাচ্ছে নানান অপরাধের সঙ্গে চুরি। এমন পরিস্থিতিতে এলাকাভিত্তিক নজরদারি নয়, দুষ্কৃতীদের ট্র্যাক করার সিদ্ধান্ত পুলিশের। চোরেরা কোথায় যাচ্ছে, কী হচ্ছে, যাবতীয় হাঁড়ির খবর রাখার নির্দেশ এসেছে মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিটা থানায়। কোন এলাকায় দুষ্কৃতীরা জমায়েত হচ্ছে, তা নজর রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জমায়েতস্থল থেকে দুষ্কৃতী বা তাদের দলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ। এমন নির্দেশকে কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই কমিশনারেট এলাকার বিভিন্ন থানায় 'ওয়ান্টেড লিস্ট' হেডলাইন করে চোরেদের নাম লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছে। কোনও চোর ধরা পড়লেই তার নামের পাশে টিক চিহ্ন পড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি থানায় এই দৃশ্য নজরে এসেছে। থানাগুলোর এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি বলছেন, 'দাগি যারা চোর রয়েছে, আমরা তাদের ট্র্যাকিং করছি। নজরদারির মধ্যে রাখা হচ্ছে। চুরির ঘটনা ঘটাতে গেলে কিংবা করলে তাদের পাকড়াও করা হচ্ছে।'

ছবি : এআই

শহর শিলিগুড়ির প্রতিটি থানা এলাকারই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খালি বাড়িতে চুরির ঘটনা। শহরবাসীদের অনেকেরই আশঙ্কা, 'খালি বাড়ি রেখে কোথাও ঘুরতে গেলে, ফিরে এসে যে কী দেখব জানা নেই।' ইতিমধ্যে এমন একাধিক ঘটনা সামনে আসায় আতঙ্ক আরও বাড়ছে। মাটিগাড়া, শালবাড়ি, সমরনগর সহ সংলগ্ন এলাকায় এধরনের ঘটনা বেশি। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরেই যাঁরা শহরে বাড়ি কিনে পাহাড়ে থাকছেন, তাঁদের বেশ কয়েকজনের খালি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ চোর সহ চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারও করেছে। তবে তারপরেও কিন্তু চুরির ঘটনা কমছে না। শুধু শহর সংলগ্ন এলাকা নয়, শহরের মধ্যেও কোনও বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়াটাও যে এখন নিরাপদ নয়, তা বিভিন্ন সময় প্রকাশ্যে এসেছে। বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পুলিশকর্তাদেরও। এর মধ্যে 'আইনের জাঁতাকলে' ধরা পড়ার পর দুষ্কৃতীদের ছাড়া পেয়ে যাওয়াটাও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের। এই পরিস্থিতিতে দাগি চোরেদেরই সরসারি ট্র্যাক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'আইন মোতাবেক আমরা যাবতীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। চোরেরা ছাড়া পেলে তাদের ট্র্যাক ডাউন করা হচ্ছে।'

পরপর

- '২৪-এর নভেম্বরের ৩০ তারিখ পোকাইজোতে একটি বাড়িতে চুরি হয়। পুলিশ দুই চোরকে গ্রেপ্তার করে
- ডনবসকো রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি স্কুলের স্টাফ কোয়ার্টারে চুরি হয়
- ডিসেম্বরেই শিসাবাড়িতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ এক চোরকে গ্রেপ্তার করে
- মাটিগাড়ার বেলডাঙ্গির সিভিক ভলান্টিয়ার দম্পতির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে
- সম্প্রতি মাটিগাড়ার সিভিক ভলান্টিয়ার দম্পতির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে

পদ্মশ্রীপ্রাপক নগেন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ৩০ জানুয়ারি : পদ্মশ্রী'র জন্য নির্বাচিত নগেন্দ্রনাথ রায়কে সংবর্ধনা জানাল রাজবংশী রামায়ণ প্রকাশনা সমিতি ও পঞ্চানন অনুরাগী মঞ্চ। সমিতির পক্ষ থেকে বই রাখার একটি আলমারি, শীতবস্ত্র, ফুলের স্তবক সহ নানা উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

সমিতির সভাপতি ডঃ অমলকান্তি রায়, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিখিলেশ রায়, ডঃ পরিমল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ রায়ের সামগ্রিক সাহিত্য, বিশেষ করে তাঁর লেখা রাজবংশী রামায়ণ নিয়ে সকলেই মূল্যবান আলোচনা করেন। আগামী ১৫ ও ১৬ এপ্রিল একটি রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে রাজবংশী রামায়ণ প্রকাশ করা হবে। সেখানেও পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথ রায়কে ফের রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমিতি। শিলিগুড়ি মেডিকেল মোড়ের ঠিকনিকাটা কাওয়াখাড়ি স্কুলের খেলার মাঠে এই রাজবংশী রামায়ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান অমলকান্তি রায়।

বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে বিক্রি, ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : গাড়ি চালানোর আড়ালে বেশ চলছিল আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের ব্যবসা। ভাড়ায় বিহারে যাওয়া-আসার সুযোগে চাহিদামতো আগ্নেয়াস্ত্র এনে বিক্রিবাটা ভালোই চলছিল। সুযোগ বুঝে ৭০০০-৮০০০ টাকায় সেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে চলে যাচ্ছিল দুষ্কৃতীদের। বুধবার মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে সুজিত কর্মকার নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত তরুণ মাটিগাড়া থানা এলাকার ভাঙ্গাপুলের বাসিন্দা। মাসকয়েক ধরে সে প্রায়ই বিহারে যাওয়া-আসা শুরু করে বলে জানতে পেরেছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণের বিষয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশের কাছে বেশ কয়েকদিন ধরেই খবর আসছিল। শেষমেশ স্পেশাল ড্রাইভ চলাকালীনই বুধবার রাতে গুলমোহর সংলগ্ন এলাকায় অভিযুক্তকে ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযুক্তকে পাকড়াও করার পর তার কাছ থেকে একটি লোডেড আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওই তরুণ কাকে কাকে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করেছে, কাদের কাছ থেকেই বা সে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসত, সে ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে বিভিন্ন সময় আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো শুরু হওয়ার পর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কারবারিরা পাচারের কাজে নতুন মুখ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। যা ইতিমধ্যেই আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের কাছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'এব্যাপারে সমস্ত থানা সহ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগকে সতর্ক রয়েছে।'

ডাবগ্রামে কুকারের কারখানায় আগুন

তখনও দাউদাউ করে জ্বলছে কারখানা। বৃহস্পতিবার রাতে।

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার রাতে ভস্মীভূত হল একটি কারখানা। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তেলিপাড়ার ঘটনা। আশিঘর মোড় থেকে সাহু নদীর দিকে সোজা একটি রাস্তা চলে গিয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ সংলগ্ন এই এলাকায় প্রচুর গোডাউন ও ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানেই একটি রাইস কুকার তৈরির কারখানায় এদিন আগুন লাগে।

রাত আটটা নাগাদ প্রথমে আগুন দেখতে পান কারখানার এক নিরাপত্তারক্ষী। তিনি আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করলে এলাকার বাসিন্দারা জড়ো হন। তাঁরা সকলে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। যদিও জনবসতিহীন এই এলাকায় আগুন নেভানোর কাজে হাত দিতে উপস্থিত জনতাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ি থেকে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে এলাকা। আশেপাশের এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কারখানাটি মাঠের মাঝে থাকায় সেখান থেকে অনেকটা দূরে, রাস্তাযর ওপর দমকলের ইঞ্জিনগুলো এসে দাঁড়ায়। এতে আগুন নেভাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন দমকলকর্মীরা। শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওসি ভাস্কর নাগ বলেন, 'কী কারণে আগুন লেগেছে সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তদন্ত চলছে।' ঘণ্টাখানেক পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

কারখানার মালিক প্রতীক জৈন শিলিগুড়ির মহানন্দ পাড়ার বাসিন্দা।

> কী কারণে আগুন লেগেছে সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তদন্ত চলছে।
>
> **ভাস্কর নাগ**
> *ওসি, শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্র*

আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন তিনিও। যদিও কেন আগুন লাগল, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কত, এপ্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কারখানায় কাজ করেন প্রায় ১৫ জন শ্রমিক। অধিকাংশই আশোপাশের এলাকার বাসিন্দা। খবর পেয়ে তাঁদের অনেকেই ঘটনাস্থলে আসেন। কারখানার ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের কাজের কী হবে, তানিয়ে আশঙ্কা করতে দেখা যায় তাঁদের। জবা রায় নামে এমনই এক কর্মী ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ঘটনায় কারখানা কতদিন বন্ধ থাকবে জানি না। কাজ না করলে সংসার চলবে কী করে?'

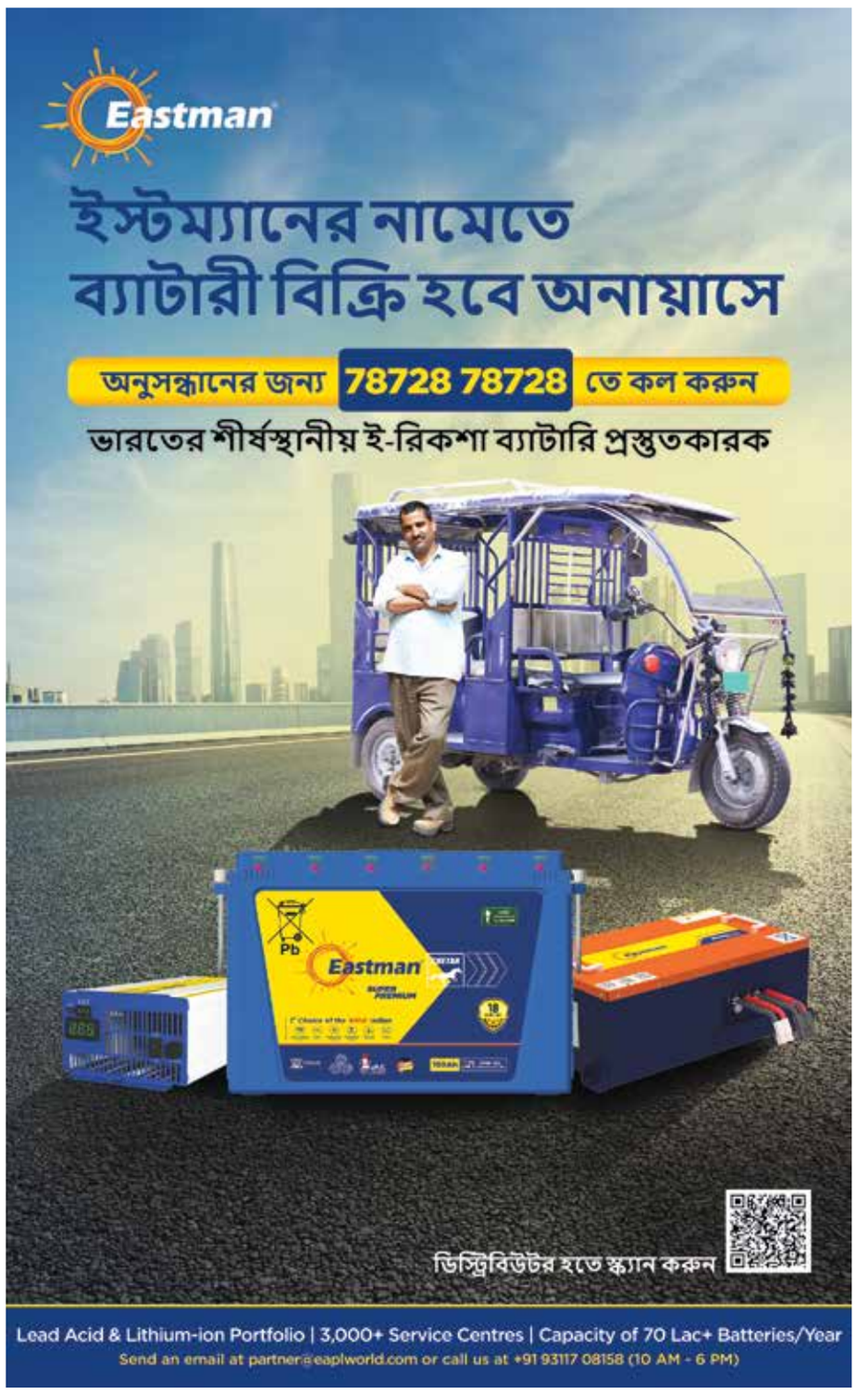

আমাদের ছোট নদী

উৎস নেই, নালার জল ফুলেশ্বরীতে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শহরের মাঝে উৎস, সেই শহরেই মোহনা। ভূ-ভারতে এমন নদী আছে কি না জানা নেই কারও। কিন্তু এমন একটি নদী রয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। ফুলেশ্বরী নামে পরিচয় সেই নদীর। যদিও মাত্র ছয়-সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলপ্রবাহকে নদী বলে পরিচয় দেওয়া যায় কি না সেই নিয়ে গবেষণা হতে পারে বলে মনে করেন অনেকে।

শিলিগুড়ি শহরের দুধ মোড়ের কাছে রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব সংলগ্ন এক জায়গায় উৎস ছিল এই নদীর। ভূগর্ভস্থ জলের চাপ থেকে উত্তরবঙ্গের সমতলে একাধিক নদীর সৃষ্টি হয়েছে। ফুলেশ্বরীর জন্মও একইভাবে, এমনই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পরিবেশকর্মী অশেষ দাস।

কয়েক বছর আগেও রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের কিছুটা দূরে সেই জলের স্রোত দেখা যেত। বর্তমানে অবশ্য সেই স্রোত দেখা যায় না, বলছিলেন আশপাশের বাসিন্দারাই। খুঁজেও মেলেনি নদীর স্রোতের সেই ঠিকানা। বরং বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫-১৬ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডগুলির সংযোগস্থলে অরবিন্দ সেতুর নীচের তিনটি বড় নিকাশিনালার মিলনস্থলকেই ফুলেশ্বরীর উৎসস্থল বলে মনে করেন অনেকে।

পুরনিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক চৌধুরী বলেন, 'এখন আর ভূগর্ভস্থ জল ওঠে না, নালাগুলির জলেই ফুলেশ্বরী প্রভাবিত হয়।'

রবীন্দ্রনগর, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া থেকে বেরিয়ে আসা নিকাশিনালাগুলি এলাকার কয়েকটি বড় নালাতে মিশেছে। সেরকমই

একটি বড় নালা হাকিমপাড়া থেকে সেতুর কাছে এসেছে। উলটোদিকের রবীন্দ্রনগরের দিক থেকেও এসেছে একটি বড় নালা। দু'দিক থেকে দুটি নালা এসে তৃতীয় একটি যাত্রাপথ শুরু করেছে, অনেকটা ইংরেজি 'টি' অক্ষরের মতো। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে নদীটি বইতে শুরু করেছে শহরের মধ্যে দিয়ে। এরপর এনজেপি-ভক্তিনগর হয়ে সূর্য সেন কলোনিতে গিয়ে জোড়াপানি নদীতে মিশেছে ফুলেশ্বরী।

নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত সমস্তটাই জনবসতি এলাকায় ঘেরা। ফলে নদীটি এখন শহরের আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীতে মাছ ও অন্য জলজ প্রাণীর দেখা মেলে না।

তবে কি এটাকে নদী বলা যায়? এনজেপি ভক্তিনগরের বাসিন্দা পরেশ সরকারের কথায়, 'কার্যত আবর্জনার স্তূপ ও শহরের বাসিন্দাদের বাড়িগুলির পরিত্যক্ত জলে ফুলেশ্বরী বর্তমানে শহরের সবথেকে বড় নিকাশিনালা হয়ে গিয়েছে।' মৃতপ্রায় নদীটির এই দশায় আক্ষেপ করেছেন শহরের অনেকেই। পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসু বলেছেন, 'মানুষ সচেতন না হলে কিছুই করার নেই। সবার আগে নদীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে।'

তবে শুধু আবর্জনা ফেললেই ফুলেশ্বরী জীবিত হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন না অনেকে। কারণ নদীটিতে তো জলের উৎসই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু দশক আগে ভূগর্ভস্থ জলের চাপে জল বাইরে বেরিয়ে আসত। কিন্তু লোকালয় বাড়তে শুরু করায় এবং গাছ কাটা সহ বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণে আর সেই জল বাইরে আসছে না। সেই কারণে নদীটিকে বাঁচাতে গেলে জনগণ সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সরকারি পরিকল্পনা প্রয়োজন, মনে করছেন শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়।

তিনি বলেন, 'মহানন্দারও মৃতপ্রায় অবস্থা। সেই কারণে যদি তিস্তা থেকে ক্যানাল তৈরি করে ফুলেশ্বরী-জোড়াপানির সঙ্গে মেশানো যায় তবে নদীগুলো প্রাণ ফিরে পেতে পারে। এজন্য বৃহৎ পরিকল্পনা দরকার।' তবে কবে হবে পরিকল্পনা, কবে ফিরবে ফুলেশ্বরীর প্রাণ? সচেতন শহরবাসীর অনেকের কাছেই প্রশ্নটা রয়েই গিয়েছে।

তিন মাইল এলাকায় আলুখেতে পরিচর্যা।

নাবিধসা রোগে উদ্বিগ্ন আলুচাষিরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ জানুয়ারি : ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডার কারণে আলুচাষিদের মধ্যে উদ্বেগ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আলুখেতে নাবিধসা নিয়ে চোপড়া ব্লকের কৃষকরা চিন্তায় পড়েছেন। ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, এবছর এলাকায় প্রায় ৩২০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় নাবিধসার সমস্যা সামনে এসেছে। এ ব্যাপারে কৃষি দপ্তর থেকে পরামর্শ দেওয়া শুরু হচ্ছে।

এদিকে, ফলন ঘরে তোলার আগে খেতে নাবিধসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কৃষকরা উদ্বিগ্ন। স্থানীয় তিন মাইল এলাকার কৃষকদের মধ্যে নারায়ণ দাস বলেন, 'এখনও অন্তত ১৫ দিন মাঠে আলু রাখতে হবে। কিন্তু নাবিধসা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন।' লালুগছ এলাকার কৃষকদের মধ্যে মতিলাল দাস বললেন, 'আমাদের পরিবার থেকে এবার ছয় বিঘা আলু চাষ করা হয়েছে। আলুর ফলন তুলে বাদাম চাষ করা হবে। এরই মধ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডা ও কুয়াশায় নাবিধসার সমস্যা নিয়ে আমরা রীতিমতো চিন্তিত।' সোনাপুর এলাকার আরেক কৃষক নিমাইচন্দ্র দাস একই সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

ইসলামপুর মহকুমা কৃষি অধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ বলেন, 'আবহাওয়াজনিত কারণে বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় আলুর নাবিধসা সংক্রান্ত সমস্যা সামনে এসেছে। এব্যাপারে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার সেসব ব্যাপারে কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। হ্যান্ডবিল বিলি করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতোর বক্তব্য, '১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকবে। এই সময় আলুর নাবিধসা হওয়ার সম্ভাবনা প্রখর। এবিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে, বৃহস্পতিবার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘাবানা এলাকায় তৈলবীজ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এলাকায় কৃষকদের সর্ষেখেত প্রদর্শন করা হয়। ইসলামপুর মহকুমা কৃষি অধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ, চোপড়া ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বড়ুয়া প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ফাঁস, আগুনে দুই তরুণীর স্বপ্নভঙ্গ

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : মা মারা যাওয়ার পর বাবাও ছেড়ে চলে যাওয়ায় একজন বড় হয়েছিলেন মেসোর কাছে। বিয়ের পর ভেবেছিলেন ভালো করে সংসার করবেন। আর একজন ছেলেকে বড় করার স্বপ্ন নিয়ে বুঁদ হয়ে ছিলেন। দুই গৃহবধূর একে অপরের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। শহরের দুই প্রান্তে থাকা দুজনের মিল অবশ্য এক জায়গায়। দুজনেই বছরের পর বছর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করে গিয়েছেন। শেষমেশ একজন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। আর একজন এখন ৯০ শতাংশ পুড়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

হাসপাতালে ভর্তি গৌরী বাসফোরের পরিবারের অভিযোগ, মেয়েকে শেষপর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির লোক জ্বালিয়ে দিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার ওই তরুণীর স্বামী প্রেম বাসফোরকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অপর তরুণী ঊর্মিলা সরকার (২০)-এর শ্বশুরবাড়ির লোকের খোঁজ করছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

মাটিগাড়া থানা এলাকার রানানগর এলাকার বাসিন্দা ঊর্মিলার বিয়ে হয় দু'বছর আগে। মেসো ও মাসির কাছেই তাঁর বড় হওয়া। মাসি কল্পনা সরকার দাস বলেন, 'বিয়ের এক মাস পর থেকেই অত্যাচার শুরু হয়েছিল ঊর্মিলার ওপর। আমাদের বাড়িতে এলে ফিরে যাওয়ার পরেই

> মঙ্গলবার গভীর রাতে শ্বশুরবাড়ির লোক হঠাৎ করে ফোন করে জানায়, আমার বোন গায়ে আগুন দিয়েছে। এরপর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে দেখি, বোনকে একা রেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়ে গিয়েছে।
>
> **বিজয় বাসফোর,** *গৌরীর দাদা*

ওর ওপর অত্যাচার চালাত ওর স্বামী সঞ্জিতের পরিবার। পরিস্থিতি এমনই হয়েছিল যে অত্যাচার দেখে আমরা বাড়িতে আসতেও শেষদিকে নিষেধ করেছিলাম।'

হঠাৎই চলতি মাসের ২৩ তারিখ দুপুরে ফোন আসে কল্পনাদের কাছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁদের জানানো হয়, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ঊর্মিলা। পরবর্তীতে কল্পনারা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে, ওইদিন শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল ঊর্মিলার। পরে সঞ্জিত এসে নাকি তাকে মারধর করেছিল। ঊর্মিলা আর এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বুধবার মাটিগাড়া থানায় ওই শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ঊর্মিলাকে নিজে হাতে বড় করা কল্পনা। ঊর্মিলার দু'বছরের এক শিশুকন্যাও রয়েছে।

গৌরীর বাড়ি মহানন্দা কলোনি এলাকায়। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ছেলেকে বড় করার স্বপ্ন নিয়ে বারো বছর ধরে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করেছিল মেয়ে। গৌরীর দাদা বিজয় বাসফোর বলেন, 'মঙ্গলবার গভীর রাতে শ্বশুরবাড়ির লোক হঠাৎ করে ফোন করে জানায়, আমার বোন গায়ে আগুন দিয়েছে। এরপর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে দেখি, বোনকে একা রেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়ে গিয়েছে। বোনের শরীরের ৯০ শতাংশই জ্বলে গিয়েছে।'

বিজয় বলেন, 'প্রায়দিনই বোনের স্বামী প্রেম মদ খেয়ে এসে অত্যাচার করত। মঙ্গলবার প্রেম ও তার পরিবার আগুন লাগিয়ে তাই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বোনকে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল।' প্রেমকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। পরিবারের বাকিদের খোঁজ চলেছে।

খেলার ছলে।। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির বৌলবাড়িতে। ছবি : শুভদীপ শর্মা

পথে বেপরোয়া বাইকের দাপট

নাবালক চালকে ত্রস্ত শিলিগুড়ি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে ট্রাফিক পুলিশের তরফে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ কর্মসূচি চলছে। এর মাঝেই পথেঘাটে নাবালকরা দ্রুতগতিতে দু'চাকার বাহন নিয়ে ছুটছে। এক বাইক বা স্কুটারে কখনও তিন, আবার কখনও চারজনও সওয়ার হচ্ছেন। তাদের গতির দৌরাত্ম্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের। সেই কারণে নাবালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। সতর্ক না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর।

ডিসিপি বলেন, 'মানুষকে সচেতন করতে পুলিশ কাজ করছে। এতে কাজ না হলে নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' পুলিশের মতে, নাবালকদের হাতে দু'চাকার বাহন তুলে দেওয়া আইনত অপরাধ। এক্ষেত্রে অভিভাবক বা গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

বর্তমানে ইস্টার্ন বাইপাস, ফুলবাড়ি-আমবাড়ি ক্যানাল রোড, সাহুডাঙ্গি, আদর্শপল্লি-ফাড়াবাড়ির রাস্তায় প্রতিদিন বহু নাবালককে বাইক-স্কুটার নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। একই অবস্থা এনজেপির সূর্য সেন কলোনি, গেটবাজার, সেন্ট্রাল কলোনি, সাউথ কলোনির বিভিন্ন রাস্তায়। এছাড়া সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া, বাবুপাড়া সহ শহরের নানা এলাকায় নাবালকদের দু'চাকায় ছুটতে দেখা যায়। সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন বসাকের কথায়, 'অবিলম্বে অভিভাবকদের এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।' ফুলবাড়ির বাসিন্দা সোনালি রায় বললেন, 'ক্যানাল রোডে মদ্যপ অবস্থায় বাইক নিয়ে দাপাদাপি নতুন নয়। নাবালকরা গতির খেলায় মাতছে। যা বিপজ্জনক।'

সেন্ট্রাল কলোনি রেলের মাঠের আশপাশে প্রতিদিন বেশ কিছু নাবালককে বাইক ও স্কুটার নিয়ে স্কুলের পোশাকে দেখা যায়। একই ছবি দেখা যায় এসএফ রোড, প্রধাননগর সহ বিভিন্ন জায়গায়। শহরতলিতেও রয়েছে এই সমস্যা। অনেক সময় অভিভাবকরাই স্কুল, কলেজে যাতায়াতের সুবিধার্থে সন্তানদের হাতে বাইক তুলে দিচ্ছেন। সাহুডাঙ্গি হাট পিকে রায় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমরা ছাত্র ও অভিভাবকদের বারবার এ বিষয়ে সচেতন করি। কোনওভাবেই লাইসেন্স ও হেলমেট ছাড়া যান চালানো উচিত নয়। কিশোরদের হাতে বাইকের চাবি তুলে দেওয়ার আগে দশবার ভাবুন।'

এক বাইকে সওয়ার চারজন। এমন ছবি হামেশাই চোখে পড়ে শিলিগুড়িতে।

বিপজ্জনক

- ইস্টার্ন বাইপাস, ফুলবাড়ি-আমবাড়ি ক্যানাল রোডে বাইকের দাপট
- একই অবস্থা এনজেপির সূর্য সেন কলোনি, গেটবাজার, সেন্ট্রাল কলোনি, সাউথ কলোনির বিভিন্ন রাস্তায়
- সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া, বাবুপাড়ায় নাবালকদের দু'চাকায় ছুটতে দেখা যায়
- নাবালকরা গতির খেলায় মাতছে। যা বিপজ্জনক

প্রশাসন-জিটিএ বৈঠক স্থগিত

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর প্রস্তাবিত বৈঠক আপাতত হচ্ছে না। ৩১ জানুয়ারি নবান্নে ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বুধবার রাতে হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে টেলিফোনে আপাতত বৈঠক স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় জিটিএ-কে। ফলে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ পার্বত্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের কলকাতা সফর আপাতত বাতিল করা হয়েছে। যদিও অনীত বৈঠক স্থগিত হওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নভেম্বরে পাহাড় সফরে এসে দার্জিলিংয়ের রিচমন্ড হিলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিটিএ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে জিটিএ'র তরফে বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি, বিভিন্ন দপ্তর হস্তান্তর, নিয়োগের অনুমতি সহ বেশ কিছু সমস্যাও বৈঠকে তুলে ধরেছিলেন অনীতরা। ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী অনীতদের কলকাতায় গিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার প্রেক্ষিতে ৩১ জানুয়ারি নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আমলাদের সঙ্গে জিটিএ'র উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কলকাতার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার অনীত সহ জিটিএ'র প্রধান সচিব, জিটিএ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পর্যটন, ভূমি ও ভূমি সংস্কার সহ একাধিক দপ্তরের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, এগজিকিউটিভ সদস্যের যাওয়ার কথা ছিল। ঠিক হয়েছিল, নবান্নের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরে আগামী কয়েকদিন জিটিএ'র কর্তারা কলকাতায় থেকে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী এবং প্রধান সচিবের সঙ্গেও দেখা করবেন। প্রত্যেকের জন্যই বৃহস্পতিবারের বাগডোগরা-দমদম বিমানের টিকিটও কাটা হয়। কিন্তু বুধবার রাতে বৈঠক স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে জিটিএ'র কাছে ফোন আসে। কিন্তু কেন এই বৈঠক স্থগিত করা হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় জিটিএ। তবে, কয়েকদিনের মধ্যেই ফের বৈঠকের দিনক্ষণ জানানো হবে বলে জিটিএ কর্তারা আশাবাদী।

গান্ধি স্মরণ

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করা হল।

শিলিগুড়িতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা হয়েছে। অন্যদিকে, ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে সর্বধর্ম প্রার্থনাসভা হয়।

৮২টি মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ জানুয়ারি : পৃথক ৩টি অভিযানে ৮২টি মোষ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত আশ মহম্মদ (৩১) উত্তরপ্রদেশের সম্বল, আসিফ খান (২৭) বিহারের গয়া, মহম্মদ মণীশ (২৩) এবং মহম্মদ নাসির (২৭) উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভীমবারে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ একটি কনটেনার আটক করে। সেটিতে তল্লাশি চালিয়ে ২৮টি মোষ উদ্ধার হয়। অন্যদিকে, ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ গান্ধি মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং খড়িবাড়ি রাজ্য সড়কে দুটি কনটেনারে তল্লাশি চালিয়ে ৫৪টি মোষ উদ্ধার করেছে। কোনও ক্ষেত্রেই চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। মোষগুলি বিহার থেকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত ৩টি কনটেনার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'পাচার রুখতে জাতীয় সড়কে নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

বার্ষিক ক্রীড়া

নকশালবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নকশালবাড়ি চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। এদিন নকশালবাড়ি খালপাড়ার নিখিল স্মৃতি ময়দানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। চক্রের প্রাথমিক ও শিশুশিক্ষা মিলিয়ে ১৫৯টি স্কুলের ৩৩০ জন পড়ুয়া প্রতিযোগী ৩৪টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। বিশেষভাবে সক্ষমদেরও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। অরুণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যরা।

আকর্ষণ বাড়াতে স্কুলে জন্মদিন

কেক কেটে উদযাপন

তারাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের জন্মদিন পালন।

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৩০ জানুয়ারি : স্কুলছুট রুখতে জন্মদিন উদযাপন। এমন অভিনব উদ্যোগ ইসলামপুর ব্লকের দক্ষিণ চক্রের তারাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ওই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার স্কুলে একসঙ্গে ১৫ জন পড়ুয়া এবং এক শিক্ষকের জন্মদিন পালন করা হয়। যারা নিয়মিত স্কুলে আসবে, তাদের জন্যই এই আয়োজন থাকবে বলে এদিন স্পষ্ট করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। জানুয়ারি মাসে স্কুলের যেসব পড়ুয়া এবং শিক্ষকের জন্মদিন ছিল, তাদের জন্যই এদিনের গণজন্মদিন পালন।

ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দাপটে শহরের প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমশই তলানিতে। গ্রামগঞ্জের সরকারি স্কুলগুলিতেও দিনের পর দিন কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। আর্থিক অনটন সহ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে এই সমস্যা বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। এমন পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের ভর্তি বাড়াতে এবং স্কুলছুটদের স্কুলমুখী করতে প্রশাসনিক নির্দেশে শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চা এবং অভিভাবকদের বোঝানোর কাজ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে তারাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগ প্রশংসা পাচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

যেসব পড়ুয়াদের বাড়িতে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো পরিস্থিতি, তাদের কাছে কেক কেটে জন্মদিন পালন অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। তবে এদিন অনেকেরই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। পাশাপাশি, বাকি অনিয়মিত পড়ুয়াদের স্কুলমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা। এদিন স্কুলের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির ১৫ জন পড়ুয়া সহ স্কুলের শিক্ষক শম্ভু দাসের একসঙ্গে জন্মদিন পালন হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাড়িতে কোনওদিনই জন্মদিন পালন হয়নি। এমনকি, অনেকেই জানে না তাদের জন্মের তারিখ। তবে স্কুলের কাছে তাদের সব তথ্য রয়েছে। সেই অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে যাদের জন্মদিন ছিল তাদের সকলের জন্মদিন এদিন পালন করা হয়। সকলের মাথায় টুপি পরিয়ে কেক কেটে স্কুলে উপস্থিত সকল পড়ুয়াকে কেক ও চকোলেট খাওয়ানো হয়।

নুর ফতেমা নামে তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়া বলে, 'বাড়িতে কোনওদিন আমার জন্মদিন পালন হয়নি। স্কুলে এইভাবে জন্মদিন পালন হওয়ায় খুবই খুশি হয়েছি। আমি সহ গ্রামের অন্য পড়ুয়াদেরও এই আনন্দে শামিল হতে প্রতিদিন স্কুলে আসতে বলব।' তারাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত নন্দী বলেন, 'যারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসবে, তাদের জন্যই এমন আয়োজন থাকবে। মূলত শিশুদের স্কুলমুখী করতেই এই উদ্যোগ। এভাবেই ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসেই জন্মদিন সমারোহ পালিত হবে।'

মিরিকের সুইস কটেজ সংস্কার শুরু

রণজিৎ ঘোষ

মিরিক, ৩০ জানুয়ারি : সুইস কটেজ। যার সঙ্গে জড়িয়ে একাধিক সিনেমার নাম। নেপালি তো বটেই, বাংলা ও হিন্দি প্রচুর সিনেমার শুটিং হয়েছে মিরিকের একটি টিলার ওপরে অবস্থিত এই কটেজে। অতীতের মতো বর্তমান সময়ে অনেকেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির শুটিংয়ের ক্ষেত্রে বেছে নিচ্ছেন কটেজটিকে। কিন্তু গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের আঁচও লেগেছে কটেজে। যার জন্য কার্যত বিলাসবহুল কটেজটি কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই সুইস কটেজটিকেই এবার নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। যদিও সংস্কারের পর পর্যটকদের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি পার্বত্য প্রশাসন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সহ ভিভিআইপিদের জন্যই এই কটেজ রাখা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। তবে, সিদ্ধান্ত বদল করে পর্যটকদেরও এটা দেওয়া হতে পারে। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ সদস্য নরডেন শেরপা বলছেন, 'সুইস কটেজ দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা এই কটেজ সংস্কারের কাজ শুরু করেছি। অর্ধেকের বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই এর ব্যবহার নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।'

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) তৈরি হওয়ার পরে সুবাস ঘিসিংয়ের উদ্যোগে মিরিকে সুইস কটেজ তৈরি হয়েছিল। মিরিক শহর থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে একটি টিলার ওপরে কটেজটি তৈরি হয়। এখানে মোট ১২টি কটেজ রয়েছে। প্রত্যেকটি কটেজ বাইরে থেকে পাথরের দেওয়াল দিয়ে তৈরি। ভিতরে কাঠের কাজ করা রয়েছে। এখান থেকে মিরিক শহরের অসাধারণ দৃশ্য উপভোগ করা যায়। একটা সময় এই কটেজ পর্যটকদের জন্য ভাড়া দেওয়া হত। ডিজিএইচসির পর্যটন বিভাগের তরফে অনলাইনেও বুকিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। এখানকার সৌন্দর্য এবং বিলাসবহুলভাবে তৈরি কটেজে বিভিন্ন ভাষার প্রচুর সিনেমার শুটিং হয়েছে। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই সুইস কটেজ।

সুইস কটেজ নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ।

বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে ২০০৭ সালে পাহাড়ে নতুন করে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময় থেকেই সুইস কটেজ কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায়। এবার অনীত থাপার নেতৃত্বে জিটিএ'র নতুন বোর্ড তৈরি হওয়ার পর সুইস কটেজে নজর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কটেজ সংস্কার করা হয়েছে। সেগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজকর্ম চলছে। এখনও পাঁচটি কটেজ ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। সেগুলি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী তিনমাসের মধ্যে এগুলির সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। জিটিএ পর্যটন বিভাগ সূত্রের খবর, এখানে মোট ১৫ জন কর্মী রয়েছেন। তবে, শেফ ও সাফাইকর্মীর প্রয়োজন। সেই পদগুলিতেও নিয়োগ হবে।

জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এই কটেজ তৈরি হয়ে গেলে সম্ভবত ভিভিআইপিদের জন্যই রাখা হবে। তবে, পর্যটকদের কাছেও এই সুইস কটেজ অত্যন্ত জনপ্রিয়।' সুইস কটেজ সংস্কারের খবরে উচ্ছ্বসিত পর্যটন মহল। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'অত্যন্ত ভালো খবর। পর্যটকদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলে অতীতের মতো এখানে পর্যটকরা ভিড় জমাবেন।'

হৃদরোগে আক্রান্ত পার্থ

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরে তিনি অসুস্থ হয়ে দক্ষিণ কলকাতার ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শরীরচর্চার পরামর্শ

পুলিশকর্মীদের নিয়মিত শরীরচর্চা করার পরামর্শ দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়ে তিনি এই কথা বলেন।

ধৃত ডেপুটি ম্যানেজার

সই জাল করে এক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৭ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগ উঠেছে যাদবপুরের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিভাবকত্বের মামলা

বিবাহবিচ্ছেদ ও দাম্পত্য কলহের আইনি জটিলতায় সন্তানের অভিভাবকত্ব কার, সেই সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা বিবেচনার জন্য বিচারপতি সৌমেন সেনের কাছে মামলাটি পাঠালেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

সীমান্তে গাছ না লাগাতে পরামর্শ

দুষ্কৃতীদের লুকিয়ে থাকা ঠেকাতে জেলা শাসকদের বার্তা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের ঘটনা এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে বিএসএফের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছে জেলা প্রশাসন। এবার সীমান্ত এলাকায় কুয়াশা ও রাতের অন্ধকারকে সঙ্গী করে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জেলা শাসকদের সীমান্ত এলাকায় চাষবাসের নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দিয়েছেন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মণীন্দর সিং পাওয়ার। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকদের বৃহস্পতিবার তিনি এই চিঠি পাঠান। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কৃষকরা যাতে বড় সবজি বা ফলের গাছ সীমান্ত এলাকায় না লাগান, তা নিয়ে কৃষকদের সচেতন করতে উদ্যোগ নিক প্রশাসন। কারণ, সীমান্তে থাকা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে অনুপ্রবেশকারীরা। রাতের অন্ধকারে সীমান্তে দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের পক্ষে ওই অনুপ্রবেশকারীদের দেখা সবসময় সম্ভব হচ্ছে না। সীমান্ত এলাকায় ছোট ছোট গাছ লাগানো হলে অনুপ্রবেশকারীরা লুকোনোর সুযোগ পাবে না বলেও মনে করছেন বিএসএফের কর্তারা।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই সেই দেশে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একাধিকবার সীমান্ত এলাকায় বেড়া ভাঙার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে তাদের বাধাও দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে বিজিবির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন বিএসএফ কর্তারা। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। এখনও সীমান্ত দিয়ে নিয়মিত অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে।

কর্তাদের যুক্তি

- সীমান্তে থাকা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে অনুপ্রবেশকারীরা
- জওয়ানদের পক্ষে ওই অনুপ্রবেশকারীদের দেখা সবসময় সম্ভব হচ্ছে না
- সীমান্তে ছোট গাছ লাগানো হলে অনুপ্রবেশকারীরা লুকোনোর সুযোগ পাবে না

বেআইনিভাবে পাচারের ঘটনাও ঘটছে। বিএসএফ কর্তারা মনে করছেন, সীমান্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজ্যে বড় ধরনের নাশকতার ছক রয়েছে বাংলাদেশি জঙ্গি গোষ্ঠীর। ইতিমধ্যেই আনসারুল্লা বাংলা টিম বা এবিটির কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে অসম পুলিশের এসটিএফ। এই রাজ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ করে গোটা দেশে তারা ছড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও নিয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, সীমান্ত এলাকায় এখনও 'অপস অ্যালার্ট' জারি রয়েছে। রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ফ্লাড লাইট ও নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বাহিনীও বাড়ানো হয়েছে। তবুও রাতের অন্ধকার ও শীতের সময় ঘন কুয়াশাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এরাজ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাই বিএসএফের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় বড় সবজি বা ফল গাছ না লাগানোর জন্য কৃষকদের সচেতন করতে জেলা শাসকদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকায় অনেক বড় বড় আম গাছ রয়েছে। ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে দুষ্কৃতীরা। তবে এখন যে বড় গাছগুলি রয়েছে, সেগুলি কেটে ফেলা হবে কি না তা নিয়ে অবশ্য বিএসএফ কর্তারা এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দিঘা স্টেশনের অনতিদূরে গড়ে ওঠা জগন্নাথ মন্দির।

জগন্নাথ মন্দির ঘিরে আশা দেখছে দিঘা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : সৈকতনগরী দিঘার অর্থনীতি অচিরেই বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরীর মন্দিরের আদলে নতুন যে মন্দির তৈরি হচ্ছে এখানে, সেটি উদ্বোধনের পর পর্যটকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে আশা সকলের। ফলে দিঘার ভিড় আরও বাড়বে। বাড়বে ব্যবসাও।

দিঘা স্টেশনের অনতিদূরে বিশাল জায়গায় গড়ে উঠছে নতুন এই জগন্নাথ মন্দির। দ্রুত মন্দিরের নির্মাণ শেষ করার কাজ চলছে এখন। ভিতরে ঢোকার উপায় নেই। মন্দিরে ঢোকার মূল গেটটিও অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। মূল মন্দিরের পাশে আরও পাঁচটি মন্দির আছে। স্থাপত্যশৈলীতে সেই মন্দিরগুলিও অসাধারণ সুন্দর। এই মন্দির ঘিরেই দিঘার বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা এখন স্বপ্ন দেখছেন।

মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেলে পর্যটকদের সংখ্যা যে বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্গাপুরের ৫৪ পুট থেকে আসা হেমন্ত দাস, রাজা পানরা দিঘায় চার বন্ধু মিলে এসেছেন। বহুদিন পর দিঘায় এসে রীতিমতো চমকে গিয়েছেন। এরই মধ্যে দিঘা বদলে গিয়েছে, আরও আধুনিক, ঝকঝকে হয়েছে। মন্দির উদ্বোধন হলে ফের তাঁরা আসবেন মন্দির দর্শনে। তাঁদের সাফ কথা, পুরীর মন্দিরের টান আলাদা। তাঁদের বক্তব্য, এই মন্দির হবে একান্তই আমাদের। এজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও দেন তাঁরা।

তবে শুধু হিন্দুরা নন, মুসলিমরাও এই মন্দির দেখতে এরই মধ্যে দিঘায় আসতে শুরু করেছেন। যেমন, বীরভূমের সাঁইথিয়ার কাছে হেরুকা থেকে এসেছেন শরিফ শেখ ও হামিদ শেখ। রেলিংয়ের ফাঁক থেকে মন্দির দেখে এরই মধ্যে মুগ্ধ তাঁরা। এলাকা থেকে গাড়ি করে ১০০ জন এসেছেন তাঁরা। এঁদের অনেকেই প্রথমবার দিঘায় এসেছেন। সমুদ্রের পাশাপাশি এই মন্দিরও দিঘার আকর্ষণের চুম্বক হবে বলে মন্তব্য তাঁদের।

নিউ দিঘা সমুদ্রতীরে হার, চুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করেন স্থানীয় মির্জাপুর গ্রামের খোকন রাউল। ২৫ ডিসেম্বর, ২৬ জানুয়ারিতে অন্যান্য বারের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটাই কম রয়েছে। ফলে বিকিকিনি তেমন হয়নি। তাঁর আশা, মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেলে পর্যটকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। একই কথা বলেন স্থানীয় টোটোচালক সুধীর জানা। তাঁর মতে, দিঘার অর্থনীতি অনেকটাই বদলে যাবে। গ্রামের যে সমস্ত মানুষ এখানে গুমটি দোকান করেছেন, টোটো চালান বা হোটেলে কাজ করেন, তাঁদের সকলেরই রোজগারের আরও পথ খুলে যাবে। ইতিমধ্যেই দিঘা বেমালুম বদলে গিয়েছে। সমুদ্রতীরের সেই বালিয়াড়ি, ঝাউবন অনেকটাই নেই। পরিবর্তে রয়েছে বিশাল বিশাল হোটেল, রেস্তোরাঁ। রাস্তাঘাটও ঝকঝকে-তকতকে।

সমুদ্রতীর বরাবর রাস্তা আর আগের মতো বালিপূর্ণ নয়। এখন এই রাস্তা টাইলস দিয়ে বাঁধানো। পাশেই নিউ দিঘা থেকে ওল্ড দিঘা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাজার। প্রায় চার হাজার ছোট-বড় দোকান ও স্টল রয়েছে সেখানে। অনেকটা পুরীর মতোই মিলছে ভাজা মাছ। পছন্দসই দামে মাছ কিনে খাওয়ার সুযোগ। আছে বিভিন্ন ঘর সাজানোর সামগ্রীর দোকানও। এই সমস্ত দোকানদারেরও আশা, মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেলে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে।

বিধায়কদের বৈঠকে ডাক

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অধিবেশন শুরুর দিন অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবারের বাজেট অধিবেশনে বিধায়কদের ভূমিকা কী হবে তা ওই বৈঠক থেকেই দিকনির্দেশ করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার নৌশাদ আলি কক্ষে ওই বৈঠক হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর আগে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেও বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দল যে তাঁর নির্দেশেই চলবে তা সেদিনই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই বৈঠকেও দলের সমস্ত বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জওয়ানদের পুলিশ পদক

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কর্মজীবনে নিষ্ঠা ও বীরত্বের সঙ্গে কাজ করার জন্য বৃহস্পতিবার বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ৩৩ জন জওয়ানকে পুলিশ পদক দেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে ২০ জন কর্মরত ও ১৩ জন অবসরপ্রাপ্ত। এদিন নিউটাউনের আইআইটি খড়্গপুর রিসার্চ পার্কে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল রবি গান্ধি, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মণীন্দর সিং পাওয়ার প্রমুখ। রাজ্যপাল বলেন, 'এই মুহূর্তে বিএসএফের কৌশলগত দক্ষতা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণের যে ছাপ রয়েছে, তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। দেশ-বিরোধী হুমকিকে প্রতিহত করতে বিএসএফের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

নিহত বাসন্তী পোদ্দারের বাড়ির বাইরে উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা। -এএফপি

কুম্ভে পদপিষ্টে মৃত্যু কলকাতার বাসন্তীর

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের বাসিন্দা বাসন্তী পোদ্দার। ছেলে-মেয়ে ও বোনের সঙ্গে তিনি অমৃত স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার তপন দাশগুপ্ত। অভিযোগ মৃতদেহ নিতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের চরম অসহযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁর ছেলেকে। তাঁর ছেলের অভিযোগ, ডেথ সার্টিফিকেট ও দেহ হস্তান্তরের কোনও নথি তাঁরা পাননি। যার ফলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ঘোষণা করা ২৫ লক্ষ টাকা আদৌ তাঁরা পাবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও ওই পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

অরূপবাবু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার চরম ব্যর্থ। যাঁর কেউ নেই, তাঁর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। কুম্ভ জাতীয় মেলা। কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা এই মেলায় দেয়। তাও ওরা ভক্তদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলাতেও লক্ষ লক্ষ লোক আসেন। কিন্তু আমরা নিরাপত্তা দিতে পারি।'

মৃতের ছেলে অভিযোগ করেছেন, মায়ের মৃত্যুর পর কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে পরে পাঠিয়ে দেবে। দেহ হস্তান্তরের সময় যে কাগজ দেওয়া হয়েছে, তাতেও রাজ্যের কোনও সরকারি সিল নেই। সই করেননি কোনও সরকারি আধিকারিকও। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে অরূপবাবু জানিয়েছেন।

কাউন্সেলিং এড়াচ্ছেন বহু চাকরিপ্রার্থী

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : উচ্চপ্রাথমিকে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের তৃতীয় দফার কাউন্সেলিং গত মঙ্গলবার থেকে শুরু করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু মঙ্গল ও বুধবার কাউন্সেলিংয়ে অনুপস্থিতির হার দেখে চিন্তিত কমিশনের কর্তারা। ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীরা অন্য কোথাও চাকরি পেয়ে গিয়েছেন নাকি তাঁরা কমিশনের কাউন্সেলিংকে ভরসা করছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছে।

কমিশন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রায় ১৯.৯ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। বুধবার অনুপস্থিতির হার ছিল প্রায় একই। মঙ্গল ও বুধবার মিলিয়ে মোট ৪২৫ জন প্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে ১১১ জন প্রার্থী উপস্থিত হননি। দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ে অনুপস্থিত প্রার্থীদের জন্য যে শূন্যপদ তৈরি হয়েছিল তার ভিত্তিতে তৃতীয় দফার কাউন্সেলিং হচ্ছে। তৃতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ে যাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন এবং যাঁরা সুপারিশপত্র পাওয়ার পরও স্কুলে যোগ দেবেন না, সেইসব মিলিয়ে শূন্যপদের ভিত্তিতে চতুর্থ দফার কাউন্সেলিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ দফার কাউন্সেলিং ফেব্রুয়ারি মাসে হতে পারে।

এসএসসির ওয়েটিং লিস্টের তৃতীয় দফা

মঙ্গলবার ইতিহাস, ভূগোল, আরবি ও সংস্কৃত বিষয়ের ওপর কাউন্সেলিং হয়েছে। ইতিহাসে ৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জন অনুপস্থিত ছিলেন, ভূগোলে ৪৬ জনের মধ্যে ২২ জন, আরবি ও সংস্কৃত মিলিয়ে ২২০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জন অনুপস্থিত ছিলেন। বুধবার পিওর সায়েন্সের চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। সেখানে ২২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৯ জন চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। এই বিশাল সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত কেন হলেন, তা নিয়েই কমিশনের কর্তারা উদ্বিগ্ন। তাঁরা মনে করছেন, কাউন্সেলিংয়ের পর সুপারিশপত্র নিয়ে স্কুলে গিয়ে চাকরিতে যোগ না দেওয়া প্রার্থীর সংখ্যাও খুব কম নয়। প্রায় ৫ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী সুপারিশপত্র হাতে পেয়েও চাকরিতে যোগ দেননি। ইতিমধ্যে ১১ হাজার ৩৪৪ জন চাকরিপ্রার্থীর কাউন্সেলিং হয়েছে। তার মধ্যে ২৪ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দফায় ৮,৭৪৯ জনকে ডাকা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২,০৬৯ জন প্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ে ২,৯৯৫ জনকে ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে ৬২৪ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ওয়েটিং লিস্টে থাকা মোট ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে এখনও ১,২৯৯ জনের কাউন্সেলিং বাকি রয়েছে। চাকরির সুপারিশপত্র পেয়েও কেন এই প্রচুর সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন না, তা নিয়েই চিন্তিত কমিশন।

সন্দীপের স্ত্রীকে বদলির নির্দেশ

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের চিকিৎসক স্ত্রী সংগীতা ঘোষকে এবার বদলি করা হল। এতদিন আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ছিলেন তিনি। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ওই পদেই বদলি হলেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ছুটিতে ছিলেন তিনি। আরজি করের কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সন্দীপ। পরবর্তীকালে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ২৫ অগাস্ট সকালে তাঁদের বেলেঘাটার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। ওইসময় সন্দীপের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করেছিল সিবিআই আধিকারিকরা। একই সঙ্গে ইডি জানিয়েছিল, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই সন্দীপ ও তাঁর স্ত্রী দুটি সম্পত্তি কিনেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রী সংগীতার নামে আরও একটি সম্পত্তি কিনেছিলেন সন্দীপ।

বিজ্ঞপ্তি পুর দপ্তরের

বাড়ি সোজা করতে অনুমতি আবশ্যক

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কলকাতা পুর এলাকায় একের পর এক বাড়ি হেলে পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এরই মধ্যে বাঘাযতীনে হেলে পড়া বাড়ি সোজা করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এক নির্দেশিকা জারি করেছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এখন থেকে হেলে পড়া বাড়ি সোজা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুরসভার অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাড়ির মালিক, প্রোমোটার বা নির্মাণকারী সংস্থার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুর কর্তৃপক্ষকেও কিছু পদক্ষেপ করতে হবে। নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পরেও বিল্ডিংয়ের 'স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি' রিপোর্ট দেখে নিতে হবে পুরসভাকে। বাড়ির মালিক বা প্রোমোটারকে এবং নির্মাণকারী সংস্থাকে যাবতীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে পুরসভায়। বাঘাযতীনে যে বাড়িটি হেলে পড়েছিল, তা নিয়ে আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না বলে কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রোমোটার ওই ফ্ল্যাটের ওপরের দুটি ফ্ল্যাট বিক্রির সমস্যার জন্যই নিজের উদ্যোগে একটি অনামী সংস্থাকে দিয়ে ওই ফ্ল্যাটটি সোজা করার চেষ্টা করছিলেন। তাতেই ঘটে বিপত্তি। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যই পুর দপ্তর থেকে ওই নির্দেশিকা জারি করেছে।

বৃহস্পতিবার ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে হেলে পড়া একটি বহুতল ভাঙতে গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। বাড়ি ভাঙতে গেলে আপত্তি জানান ওই বহুতলের বাসিন্দারা। তাঁদের প্রশ্ন, 'বাড়ি ভাঙলে আমরা কোথায় যাব?' খবর পেয়ে আসে ট্যাংরা থানার পুলিশ। কিন্তু বাসিন্দাদের বাধার মুখে তাঁরাও পিছু হটেন। ফলে বাড়ি না ভেঙেই ফিরে আসেন পুরকর্মীরা।

সিবিআই-কে শোকজ নিম্ন আদালতের

আরজি কর দুর্নীতি মামলা

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ পাঁচজনের নাম চার্জশিটে উল্লেখ করে সিবিআই। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতির কথা হাইকোর্টে সম্প্রতি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু নিম্ন আদালত বা আলিপুরের বিশেষ

সিবিআই আদালতে না জানানোয় সিবিআইকে শোকজ করা হল। বিচারক সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ উপাধ্যায়কে বলেন, 'হাইকোর্ট জানতে পারল, কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট জানল না। ট্রায়াল কোর্টকে এড়িয়ে হাইকোর্টে যাচ্ছেন? সিবিআই কী করতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। আগামীকালের মধ্যে সমস্ত নথি জমা দিন। চার্জ গঠন করে বিচার শুরু করব।' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিবিআইকে শোকজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

আরজি কর আবহে আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টিও সামনে আসে। গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপ ঘোষ, আশিস পান্ডে সহ একাধিক ব্যক্তিকে। সিবিআইয়ের চার্জশিটেও তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুমোদন দরকার হয়। সম্প্রতি আফসার আলির দায়ের করা আর্থিক দুর্নীতির মামলার শুনানির সময় সিবিআই হাইকোর্টে জানায়, সোমবার তারা বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়েছে। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে আর্থিক দুর্নীতির মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী অভিযোগ করেন, ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের তরফে চার্জ গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনদিন কেটে গিয়েছে। আদালতে কিছুই জানায়নি সিবিআই। প্রথম থেকেই সিবিআই অসহযোগিতা করছে। আর তারপরই সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারকে শোকজ করা হয়।

বড়বাজারে কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের একটি মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

থানাকে কড়া বার্তা কোর্টের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : রাজ্যের সমস্ত থানাকে কড়া বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বন্দিমৃত্যু সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে থানাগুলিতে সিসিটিভির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমস্ত থানা থেকে ডিজির কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সিসিটিভি রেকর্ডিং ও স্টোরেজ ডিভাইসগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট থানার ইনচার্জের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বারুইপুর সংশোধনাগারে বিচারাধীন চার বন্দির মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তে এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। এডিজি সিআইডিকে নির্দেশ দেন, কোনও শীর্ষ আধিকারিককে দিয়ে তদন্ত করে আট সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে।

জবাব নারায়ণের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : প্রকাশ্য মঞ্চে অশোভনীয় আচরণ করায় অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে শোকজ করেছিল দল। তাঁকে দ্রুত শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার তিনি পরিষদীয় মন্ত্রী তথা দলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর জবাব পাঠিয়েছেন। তবে তাঁকে নিয়ে দল কী পদক্ষেপ করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্বাস্থ্যসাথী মামলা খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার এই মামলা খারিজ করল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার যে কোনও প্রকল্প চালু করতে পারে। এতে আদালত সরকারকে নীতি নির্ধারণের নির্দেশ দিতে পারে না। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করা সরকারের সিদ্ধান্ত। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারপরই মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

আবেদনকারী সংস্থার হয়ে আদালতে চিকিৎসক কুণাল সাহা সওয়াল করে বলেন, 'পরিবারপিছু স্বাস্থ্যখাতে ৫ লক্ষ টাকা বিমার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বহু মানুষ এই সুবিধা পায় না। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে তখন অসুবিধা হচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালেও এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয় না। রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনি স্বার্থে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে।' আবেদনকারীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ধরুন এই প্রকল্প চালুই করা হয়নি তখন কী করবেন? প্রয়োজনে সাংসদ-বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলুন।'

পুজো করতে বাধা টিএমসিপি নেতার

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল, কলেজে সরস্বতী পুজো করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাচক্রে এই কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরস্বতী পুজো করা হলে ধর্ষণ ও প্রাণে মারার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই নেতার বিরুদ্ধে। যদিও তিনি ওই কলেজের ছাত্র নন। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিসি (সাউথ)কে অভিযোগ জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়। অভিযোগকারী এক পড়ুয়া বলেন, 'এরা বহিরাগত। সরস্বতী পুজোর নাম করে তোলাবাজি করতে চায়। বাধা দিতে গেলে আমাদের ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।' অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার বক্তব্য জানা যায়নি।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ মাঘ ১৪৩১

সর্বাত্মক অবিশ্বাস

আরজি কর মেডিকেলে ধর্ষণ-খুন যেন বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিয়েছে। দোষীর সাজা হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বাসের মেঘ কাটছে না। বরং সন্দেহের বাতাবরণ আরও বেশি ছড়িয়ে যাচ্ছে। আস্থার অভাব নানা কারণে। প্রথমত, কর্মস্থলে নিরাপত্তার অভাব। একজন চিকিৎসকের নিরাপত্তা যদি হাসপাতালে নিশ্চিত না হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন কাউকেই কি ভরসা করা যায়? দ্বিতীয়ত, নেহাত আকস্মিক দুর্ঘটনা ধরে নিলেও প্রশ্ন থাকে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নিয়ে।

শিয়ালদা আদালতে বিচারকের রায়ের পর্যবেক্ষণ অংশে যে প্রশ্নগুলি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কর্মস্থলে কেউ আকস্মিকভাবে খুন হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের স্বাভাবিক পদক্ষেপগুলি করা না হলে শুধু গাফিলতি নয়, চক্রান্তের সন্দেহ মাথায় বাসা বাঁধতেই পারে। তৃতীয়ত, পুলিশ ও সিবিআইয়ের কাজ, যা নিয়ে আদালত সন্দিহান। তদন্ত হয়েছে, গ্রেপ্তারও হয়েছে। কিন্তু তদন্তে বিভিন্ন ফাঁকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিচারকের পর্যবেক্ষণ।

চতুর্থত, বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ কি না, তা নিয়ে বিতর্ক। যেখানে রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও জনসাধারণের একাংশ অভিযোগের আঙুল তুলছে। এও এক ধরনের অবিশ্বাস। সন্দেহ বিচার প্রক্রিয়াতে, বিচার ব্যবস্থার ওপর। যদিও কে না জানে বিচারের হাত বাঁধা থাকে আইনের ধারায়। বিচার নির্ধারিত হয় তথ্য, প্রমাণ ও সওয়াল জবাবের ওপর ভিত্তি করে। পঞ্চমত, শেষে এসে শুধু অবিশ্বাস নয়, খানিকটা বিস্ময়, এমনকি বিরক্তি বাসা বাঁধছে নির্যাতিতার পরিবারের বিভিন্ন মন্তব্য ও পদক্ষেপে।

পরিবারটি পুলিশের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করল। রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা হারাল। যা অস্বাভাবিক ছিল না। তখন চারপাশে সিবিআই, সিবিআই রব। কিন্তু সেই সিবিআই এখন চোখের বিষ। মৃত্যুদণ্ড না হওয়ায় বিচারকের রায়ে তাদের তাৎক্ষণিক অসন্তোষ বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সিবিআই, রাজ্য সরকার নতুন করে মৃত্যুদণ্ড চেয়ে উচ্চ আদালতের দরজায় দাঁড়িয়ে, তখন সেই পরিবারের একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া আরেক অবিশ্বাসের কারণ।

সন্তানের মর্মান্তিক পরিণতি যে পরিবারের হয়, তার প্রতি সর্বস্তরের সহানুভূতি, সমর্থন থাকবেই। আরজি করের ঘটনা নিরাপত্তার সাধারণ অভাববোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন মহল পরিবারটির দুঃখে কাতর ছিল। কিন্তু এখন পরিবারটি সম্পর্কে একরাশ প্রশ্ন এসে উপস্থিত হচ্ছে। হাইকোর্টে নতুন করে তদন্তের আবেদন জানিয়েছে পরিবারটি। কিন্তু সেই তদন্ত করবে কে?

আমাদের দেশের আইনে এই ধরনের তদন্ত পুলিশ না পারলে সিবিআইকে দেওয়া হয়। তাহলে বিকল্প কোন সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত চাইছে পরিবারটি? ভারতীয় আইনে কি অন্য কোনও সংস্থান আছে? এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ওই ধর্ষণ-খুনে দোষী সাব্যস্ত। হতেই পারে যে, আরও অনেকে এতে জড়িত ছিল। যা প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু সেই সঞ্জয়ের সাজা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার যুক্তি কী, তা এখন সন্দেহের জাল ছড়াচ্ছে।

এ কথা ঠিক, সঞ্জয় না থাকলে আর কারও জড়িত থাকা প্রমাণ করা কঠিন। সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড কিন্তু এখনও হয়নি। রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের আর্জি মেনে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় উলটে দিয়ে যদি মৃত্যুদণ্ড দেয়ও, তা কার্যকর করা দীর্ঘ প্রক্রিয়াসাপেক্ষ। যাতে দীর্ঘ সময় লাগবে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে কি না, সেটা অনিশ্চিত। কিন্তু হঠাৎ পরিবারটি স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে শুরু করায় সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

পিছনে অন্য উদ্দেশ্য থেকে থাকলেও আরজি করের ঘটনাটি নিছক অপরাধ। কিন্তু প্রথম থেকে এই অপরাধকে নিয়ে রাজনৈতিক ডামাডোল চলেছে একেবারে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে। যে ডামাডোলের বিরাম হয়নি সঞ্জয়ের আমৃত্যু কারাবাসের সাজাতেও। মনে হতেই পারে যে, সেই ডামাডোল প্রভাবিত করে ফেলেছে নির্যাতিতার পরিবারকে। এমনকি, কোনও স্বার্থান্বেষী মহল পরিবারটিকে ভুল পথে চালিত করছে, মনে হতেই পারে।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

প্রতিযোগিতা বাড়ছে মহাকাশে, বিপদও

বহু বহুজাতিক সংস্থা নেমেছে মহাকাশ অভিযানে। পিছিয়ে নেই জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, ইরান।

শুভঙ্কর ঘোষ

কেমন আছেন মহাকাশ স্টেশনে আটকে পড়া মহাকাশচারীরা? খাদ্য, পোশাক ও অন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সত্যি আছে তো সেখানে?

না, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তাঁরা দিব্যি খাওয়াদাওয়া করছেন এবং আনন্দেই আছেন। আইএসএস মহাকাশচারীদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে নাসা প্রধান সেনেটর বিল নেলসন আশ্বস্ত করেছেন মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষকে। এমনকি সম্প্রতি মহাকাশে হাঁটতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের কাউকে।

কিছুদিন আগে বছর শেষে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ক্রিসমাস পালনের ছবি নিয়ে বেশ হইচই হয়ে গিয়েছিল। এবারও সংবাদ শিরোনামে মহাকাশ তারা হিসেবে বহু পরিচিত মুখ সুনীতা উইলিয়ামস। জন্মসূত্রে ভারতীয় বাবা দীপক পান্ডিয়া ও স্লোভাক মা উরসুলিনের কনিষ্ঠ কন্যা একবার নয়, সাত সাতবার মহাকাশ ভ্রমণ সেরে ফেলেছেন। মহিলা নভশ্চারী হিসাবে মহাকাশে হেঁটে কাটিয়েছেন রেকর্ড ৫০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

২০২৪-এ অগাস্ট মাসে বুচ উইলমোরকে সঙ্গী করে সুনীতা আবার গিয়েছিলেন আইএসএসে। নতুনত্ব ছিল বোয়িং কোম্পানির তৈরি মহাকাশযানে চড়ে সফলভাবে পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু আটকে গেলেন সেখানে। নাসার বিজ্ঞানীরা দেখলেন, হিলিয়াম গ্যাস নির্গমন সমস্যাজনিত কারণে ওই বোয়িং যানে মহাকাশচারীদের ফেরানো ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শুরু হল দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রত্যাবর্তনের কথা - যদি সব ঠিক থাকে, বোয়িং প্রতিদ্বন্দ্বী এলন মাস্কের স্পেস এক্স মহাকাশযানে।

একুশ শতকের মহাকাশ দৌড়ে এবার শুধু বহু দেশ নয়, প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। অগ্রগণ্য দেশ আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে সমানভাবে উচ্চারিত হচ্ছে আজ চিন ও ভারতের নাম। পিছিয়ে নেই জাপান, ইউরোপের বহু দেশ, অস্ট্রেলিয়া এমনকি এশিয়া মহাদেশের সৌদি আরব, ইরান সহ অনেক রাষ্ট্র।

মহাকাশ দৌড়ে নানা ক্ষেত্রে কে প্রথম সফল হবে এই নিয়ে টানটান উত্তেজনায় কেটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তিনটি দশক। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮। মহাকাশ ঘিরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে আমেরিকা ও রাশিয়া। মহাকাশে স্পুটনিক পাঠিয়ে রাশিয়া প্রথমে টেক্কা দিলেও দ্বিতীয় দফায় চাঁদের বুকে মানুষ পাঠিয়ে কেল্লা ফতে আমেরিকার। পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকে প্রতিযোগিতা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল তৎকালীন বিশ্বের এই দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে আবার মহাকাশ যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্যে তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি চিনের মহাকাশে অভিযান ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পিছিয়ে থাকে না প্রতিবেশী ভারত। চন্দ্রযান নিয়ে সাফল্যের ইতিহাসে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পরে ভারত চতুর্থ দেশ হিসেবে আজ গর্ব করতে পারে। শুধুমাত্র উপগ্রহ নয়, চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, গগনযান সবকিছু নিয়ে ভারতের সাফল্য আজ সমগ্র বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে। মহাকাশ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ইসরোর শুক্র গ্রহে অভিযানে সম্মতিও দিয়েছে। সম্প্রতি স্পাডেক্স প্রোগ্রামে মহাকাশে সফলভাবে ডকিং করে ভারত ধরে ফেলল তিন অগ্রণী দেশকে– রাশিয়া, আমেরিকা ও চিন।

অন্যদিকে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলিও পিছিয়ে নেই মহাকাশ ব্যবসার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় লগ্নিতে। আমেরিকাতে বোয়িং এবং স্পেস এক্স তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। নাসার থেকে অর্থবরাদ্দ হয়েছে সর্বাধিক ৪.২ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় প্রায় ৪০ হাজার কোটি, বোয়িং স্টারলাইনার প্রোগ্রামে। সঙ্গে এলন মাস্কের স্পেস এক্সকে দেওয়া হয়েছে ২.৬ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। ইঁদুর প্রতিযোগিতায় এই মুহূর্তে মাস্কের স্পেস এক্স একটু হলেও এগিয়ে গিয়েছে। আইএসএস অভিযানে যাওয়া সফল হলেও সুনীতাদের নিয়ে ফেরার ঝুঁকি নেয়নি নাসা। কারণ হিলিয়াম গ্যাসের সমস্যা। যদিও বাস্তবে দেখা গেল, বোয়িং যানটি ঠিক সময়েই সফলভাবে পৃথিবীর বুকে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষে দুই শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে আদানিরা একটু হলেও এগিয়ে আছে। মিসাইল ও অন্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী ব্যবসায় ইতিমধ্যে তাদের উপস্থিতি সকলের নজর কাড়ছে। পিক্সেল বা অন্য কয়েকটি স্টার্ট আপ কোম্পানিও বেশ প্রতিশ্রুতিময়।

মহাকাশ বলতে কী বোঝায়? মহাকাশ ঠিক কোথা থেকে শুরু? মাটির উপর আকাশের সীমানা কী? বিতর্ক এড়িয়ে বলা যায়, ভূমি থেকে ষাট মাইল বা একশো কিলোমিটার পার করে কারমান রেখা টানা হয়। এর উপর গেলে মহাকাশ। এই বিশাল মহাকাশে অভিযান চিরদিন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, আছে এবং থাকবে। ১৯৬০ সালে গ্যাগারিনের সফল মহাকাশ বিচরণের আগে পরে ঘটে গিয়েছে অনেক দুর্ঘটনা। ১৯৬৭ সালে ২৪ এপ্রিল রাশিয়ার সয়ুজ ১ মহাকাশযান পৃথিবীতে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় উঠে আসেন মহাকাশযানের প্রথম শহিদ ভ্লাদিমির কোমারভ। ১৯৭৫ সালে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানে সম্প্রীতি ও সৌজন্যের অসাধারণ নিদর্শন ছিল অ্যাপোলো-সয়ুজ যৌথ টেস্ট প্রোজেক্ট। পৃথিবীতে ফেরার সময় বিষাক্ত নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড ঢুকে পড়ে অ্যাপোলো নভোযাত্রীদের কক্ষে। অল্পের জন্য রক্ষা পান তাঁরা। স্পেস শাটল বা মহাকাশযানের ইতিহাস সাফল্যের পাশাপাশি আজও আমাদের মনে করায় দুটি দুর্ঘটনার কথা। ১৯৮৬ সালে জানুয়ারি মাসে উৎক্ষেপণের অব্যবহিত পরে ও রিং কাজ না করায় চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনায় পড়ে। আগুন ধরে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সেটি- মারা যান সব অভিযাত্রী। আবার ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলাম্বিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় বিপদে পড়ে। নাসা ভাবতেও পারেনি, উঠে আসা সামান্য ফোমের টুকরো আকাশযানের বাঁদিকের ডানায় পড়ে কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। মৃত সাতজন নভশ্চারীর মধ্যে ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহাকাশ বিজ্ঞানী- নাম কল্পনা চাওলা। এরপর বন্ধ হয়ে যায় স্পেস শাটল অভিযান। মহাকাশ স্টেশনেও ছোটখাটো দুর্ঘটনার খবর বিরল নয়। ২০১৩ সালে এক ইতালীয় নভশ্চারী মহাকাশে হাঁটতে বেরোলে দেখা গেল মাথার হেলমেটে তরল জাতীয় কিছু বেরিয়ে আসছে। কালক্ষেপ না করে স্টেশনে ফিরে রক্ষা পান তিনি।

মহাকাশ অভিযানে ও দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকলে কয়েকটি সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। প্রথমত, অভিকর্ষহীন অবস্থা মানব শারীরতত্ত্বের পক্ষে একটি জটিল ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকলে মানুষের দেহের হাড়ের ওজন কমতে থাকে। দেখা গিয়েছে, রক্তে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনও কমে যায়। দ্বিতীয়ত, মহাকাশে বিকিরণ জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা। কানসার সহ রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, দীর্ঘদিন সামান্য জায়গায় আবদ্ধ থাকার জন্য ব্যবহারিক ও মানসিক নানা সমস্যা মোকাবিলা করা। চতুর্থত, পৃথিবী থেকে বিশাল দূরত্বের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। পঞ্চমত, মহাকাশযান এবং স্টেশনের মধ্যে ঠিকঠাক তাপমাত্রা, পারিপার্শ্বিক চাপ ও আলো বজায় রাখা এবং সর্বোপরি অণুজীব সংক্রমণ ও সেই সংক্রান্ত প্রতিরোধ অণুক্ষণ মনিটর করা ভীষণ কঠিন কাজ বর্তমানে লভ্য প্রযুক্তির জন্য। পরিশেষে আসে মহাকাশ আবর্জনার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি। সেই সংক্রান্ত নানা আশঙ্কা দিনে দিনে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন আগে আফ্রিকাতে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে বিশাল আকৃতির জ্বলন্ত ধাতব কুণ্ড পড়ে। প্রায় পাঁচশো কিলোগ্রাম এবং আট ফুট ব্যাসের এই বস্তুটি কোনও পরিত্যক্ত উপগ্রহের অংশবিশেষ মনে করা হচ্ছে। গত সত্তর বছরে প্রায় ছয় হাজার রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা কমবেশি ছাপ্পান্ন হাজার উপগ্রহ বা সমতুল্য বস্তু পৃথিবীর চারদিকে নানা কক্ষপথে ঘুরছে।

এ যাবৎ উল্লিখিত নানা বিপদ ও আশঙ্কার কারণে মহাকাশ দৌড়ে প্রতিযোগিতা শেষপর্যন্ত মানবসভ্যতাকে কোনদিকে পরিচালিত করছে তা নিয়ে ধন্দ বাড়ছে। সুতরাং আইএসএসে সুনীতাদের আটকে পড়া কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তৈরি থাকতে হবে জানা-অজানা নানা সম্ভাবনার জন্য, ভালোমন্দ মিশিয়ে।

(লেখক কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

আজ

১৮৪৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সমাজসংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৯৩৫

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিমানটি ঠিক পথেই এগোচ্ছিল বিমানবন্দরের দিকে। রাতের আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল। বিমানে আলোও তো জ্বলছিল। কেন মিলিটারি হেলিকপ্টার উপরে বা নীচে নামল না? কেন বাঁক নিল না? কন্ট্রোল টাওয়ারই ব্যাপারটা দেখল না কেন? এই দুর্ঘটনা এড়ানোই যেত।

-ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

চিনের ডিপসিক নিয়ে সম্প্রতি হইচই পড়ে বিশ্বে। এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবট ব্যবহার করে তাদের উৎসব গালা-তে দেখিয়েছে ১৬টি রোবটের ইয়াংকো নৃত্য। মানুষ শিল্পীদের সঙ্গে তারা নাচছে, দু'হাতে রুমাল নিয়ে ঘোরাচ্ছে, কখনও সেগুলো ওপরে ছুড়ে আবার ধরছে।

ভাইরাল/২

টেক্সাসের একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি অনেকটাই তুষারে ঢাকা পড়েছে। মোটা জ্যাকেট পরা তিন মাসের একটি বাচ্চাকে ডাস্টারের মতো করে ধরে একজন বরফ পরিষ্কার করেছেন। ক্ষুব্ধ নেট মহল। তদন্তে পুলিশ।

জনমন জনমত

টাউন ক্লাবের অনুষ্ঠানে ব্রাত্য পুরোনোরা

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ১২৫তম বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান নানা আড়ম্বরের মধ্যে ১৫ জানুয়ারি মাঠেই অনুষ্ঠিত হল। ফুটবলের জন্য এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্যাতনামা চা শিল্পপতি প্রয়াত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় এবং তাঁর ছেলে প্রয়াত অশোকপ্রসাদ রায়। এই ক্লাব থেকে যেমন ভারতের হয়ে অলিম্পিকে খেলেছেন মণিলাল ঘটক, রুনু গুহঠাকুরতা, তেমনি এই ক্লাব থেকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও অন্য জনপ্রিয় ক্লাবে খেলেছেন আরও অনেকে। যেখানে অবদান রয়েছে এই রায় পরিবারের।

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় এই অনুষ্ঠানের ঘোষণা মঞ্চ থেকে একেবারের জন্যও প্রতিষ্ঠাতাদের নাম উচ্চারণ করা হল না। এমনকি অতীত দিনের কোনও কথাও বলা হয়নি। ক্লাবের বর্তমান হাতেগোনা কয়েকজন কর্মকর্তা নিজেদের পছন্দমতো অনুষ্ঠান সাজিয়ে তুলেছিলেন। অথচ জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক দুঃস্থ, কৃতী খেলোয়াড় আছে, যাদের ফুটবল, ক্রিকেট ও অ্যাথেলেটিক্সে আর্থিক সাহায্য করা হলে মনে হয় ক্লাবের সুনাম অনেক বাড়ত। সেসব দিকে না তাকিয়ে ক্লাবের জমানো টাকা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কলকাতা থেকে দুজন গানের শিল্পীকে এনে, শিলিগুড়ি থেকে সাউন্ড সিস্টেম ও ঝলকানি আলোর ব্যবস্থা সহ মাঠের মাঝে সুদৃশ্য মঞ্চ বানিয়ে অনুষ্ঠান হল। সেইসঙ্গে নিজেদের পছন্দমতো কয়েকজনকে দামি উপহার সহ রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হল। বাদ গেলেন অনেক কৃতী খেলোয়াড় এবং ক্লাবের একজন দিকপাল বরিষ্ঠ খেলোয়াড় ও সংগঠক। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেল। এই অনুষ্ঠানের জন্য মুষ্টিমেয় ৪-৫ জন হয়তো বা বাহবা কুড়োতে পারেন, কিন্তু এতে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার নয়। তবে এহেন ঘটনা টাউন ক্লাবের অধঃপতন শুরুরই ইঙ্গিত।

ক্লাবকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। প্রাক্তন, বর্তমান সদস্য ও খেলোয়াড় সহ ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন, সবুজ মাঠকে খেলার জন্যই রক্ষা করুন। দুঃস্থ খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ান। এ ব্যাপারে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

অরবিন্দ সেনগুপ্ত, ৩ নম্বর গুমটি, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভালোবেসে তুমি নদীর কাছে যাও?

পিকনিকের মরশুমে নদীকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেরে মানুষ। আবার ক্ষতিগ্রস্ত জীবনে মুক্তি পেতে নদীর কাছে ফেরে।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

শীতকাল শেষের পথে। প্রতিদিনের নানান খুঁটিনাটি অভ্যাস হারিয়ে যাওয়ার মতো বাংলার শীতও প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শীতের পিকনিকে যাতায়াত বেড়েছে অনেক বেশি। আমার ছোটবেলাতেও দেখেছি, এ পাড়ায় সে পাড়ায় সবার বাড়ি থেকে চাল আলু তেল পেঁয়াজ আর সামান্য কিছু টাকা দিয়ে খিচুড়ি, ডিমের কারি, আলু ভাজার পিকনিক। খুব বড় করে হলে মাংসভাত।

বাইরে পিকনিকে যাওয়া ছিল একটা বিশাল ব্যাপার। আজকের মতো টুক করে চার-পাঁচজন মিলে চলে যাওয়া হত না। প্রধান কারণ ছিল অবশ্যই আর্থিক অবস্থা। বড় দলে পিকনিকে গেলে মাথাপিছু খরচটা কমে যেত। আরেকটা কারণ ছিল আনন্দ। বড় দলে খোশগল্প, বিভিন্ন খেলা, একত্রিত হয়ে রান্নার আয়োজন- আরও অনেককিছুই। মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের চাহিদাও পালটেছে অনেকটা। এখন বছরে পাঁচ-ছ'বার বাইরে গিয়ে পিকনিক করে আসে সবাই আর আনন্দের মাধ্যম হিসেবে ডিজে ও কয়েক বোতল দামি মদেই সন্তুষ্ট।

একটা পিকনিক মানে দীর্ঘদিনের ক্লান্তি, ক্ষোভ, হতাশা থেকে সাময়িক এক সংক্ষিপ্ত বিরতি। অফিসে বসের গালাগাল, বাড়িতে সাংসারিক একঘেয়ে স্থবিরতা, সন্তানের স্কুলের বর্ধিষ্ণু বেতন, বেকারত্ব, সাংবিধানিক ল্যাং, রাজনৈতিক অসারতা, প্রেমের ব্যর্থতা, যৌন অবসাদ- সমস্ত কিছু থেকে একটা 'কমিক রিলিফ' খুঁজতে আরও পাঁচজন একইরকম দুঃখ-হতাশা-অবসাদে ভোগা মানুষের সঙ্গে পিকনিকে যায়।

সেজন্যই ডিজে। মাদকের উপস্থিতিও একই কারণে। যাকে আমরা আজকাল পিকনিকের স্বাভাবিকতা বলে ধরে নিই, তা জীবনের এক স্বাভাবিক বিষণ্ণতা থেকে উৎপন্ন।

কারও আনন্দের মাধ্যম নির্বাচনে আমার অভিযোগ বা আপত্তি কোনওটাই নেই। ডিজে, মদ, বছরে প্রচুর পিকনিক - সবটাই সবার ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা। হতাশ লাগে মানুষের আনন্দের স্থান-কাল-পাত্র নির্বাচনে। যদি অবসাদ দূরীকরণে ডিজে ও মদকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেবার হয়, তাহলে শহরের বিভিন্ন বার ও পাবে যাওয়া যায়। কিন্তু তার বদলে আমরা স্থান নির্বাচনে ভুল করছি। শেষ ক'বছরে এমন একবারও ঘটেনি যেখানে ডিজে ও লাউডস্পিকারে গান শুনিনি। এমনকি যাঁদের সঙ্গে গিয়েছি, তাঁরাও এই সংস্কৃতির বাইরে নন।

ভাঙা কাচে পা কেটে যাবার ভয়ে নগ্ন পায়ে নদীর জলে যাবার সাহস হয় না। তিস্তা, তোর্ষা, কালজানি, ডিমা- কেউই মদের বোতলের ভাঙা কাচ থেকে নিজেদের অক্ষত রাখতে পারেনি। সামাজিক মাধ্যমে আবৃত এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে ভেবে লাভও নেই। কিন্তু পৃথিবীতে যে জায়গাগুলো এখনও শুধুই পৃথিবীর, সেই জায়গাগুলোতে মানুষের অবসাদে সাময়িক 'কমিক রিলিফ' জোগাতে প্রাকৃতিক অবক্ষয় ভীষণভাবে হতাশ করে।

পিকনিকের গাড়ি চিলাপাতার মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ও জোরে গান বাজিয়ে যেতে দেখেছি অনেক। একটা ন্যূনতম স্থুলবোধ ও বুদ্ধি কি মানুষের কাছে আশা করা যায় না?

মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। নিজের দৈনন্দিন অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে যে নদীর কাছে যায়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার উপস্থিতিতেই সেই নদীকে ক্ষতবিক্ষত করে ফিরে আসে এবং এসে ক্ষতিগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে আবার নদীর কাছে ফিরে যেতে চায়। এরা যদি ভালোবেসে নদীর কাছে না যায়, তবে কি আদৌ ভালোবেসে নারীর কাছে যায়!

(লেখক খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৩

পাশাপাশি : ১। রাধাকৃষ্ণের লীলাকে বিষয় হিসাবে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতির বাংলা গান ৩। শিকারি, পশু শিকারি ৫। কোলজাতির দেবতা বা আত্মা ৬। কুবেরের রাজধানী, কুবেরেরপুরী ৮। নয় সংখ্যক ১০। চাঁপা ফুল বা তার গাছ, চম্পা ১২। লৌকিক দেবী ১৪। এক ধরনের ঝাঁঝালো স্বাদের শিকড় বা কন্দ ১৫। আফিম থেকে তৈরি নেশার বস্তু ১৬। মহামারি।

উপর-নীচ : ১। যশস্বী ২। নতুন উৎসাহ ৪। সাদা ৭। নির্মাণশিল্পী, শিল্পী, প্রস্তুতকারক ৯। সাপের বিষদাঁত ১০। ছানা ও ক্ষীরের তৈরি অল্প রসের মিঠাইবিশেষ ১১। কড়ি, অর্থ ১৩। তবুও, তা হলেও, তা সত্ত্বেও।

সমাধান ■ ৪০৫২

পাশাপাশি : ১। শরম ৩। মজ্জাগত ৪। নুন্নড়ি ৫। ঘনঘোর ৭। তুরি ১০। কভু ১২। দরদর ১৪। বাহবা ১৫। হরিহর ১৬। বখিল।

উপর-নীচ : ১। শতক্রতু ২। মনুজ ৩। মড়িঘর ৬। ঘোটক ৮। রিডার ৯। দরবার ১১। ভুসিমাল ১৩। রবাব।

বিন্দুবিসর্গ

সেনাকে কাঠগড়ায় তুললেন ট্রাম্প

চপার-বিমান সংঘর্ষে মৃত ৬৭

পোটোম্যাক নদীতে বিমানযাত্রীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ওয়াশিংটনে। বৃহস্পতিবার।

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি : গভীর রাতে মাঝআকাশে ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রেগন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে একটি যাত্রীবাহী বিমান ও মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৬৭ জনের। ইতিমধ্যে ২৮টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিগুলিকেও উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে।

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ (স্থানীয় সময় বুধবার রাত ন'টা) মার্কিন বিমান (ফ্লাইট নম্বর ৫৩৪২) ও হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়। বিমানটিতে ৬০ জন যাত্রী ও ৪ জন বিমানকর্মী ছিলেন। আর হেলিকপ্টারে ছিলেন ৩ সেনাসদস্য। তাঁদের তখন প্রশিক্ষণ চলছিল। সংঘর্ষের পর বিমান ও হেলিকপ্টার দুটিই পোটোম্যাক নদীতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। বিমান ও চপারের কোনও যাত্রীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে ওয়াশিংটন ডিসির দমকল বাহিনীর প্রধান জন ডনেলি বলেন, 'যাত্রীবাহী বিমানটি নদীর গভীরে পড়ে উলটে গিয়েছে। এই অবস্থায় আর কারও বেঁচে থাকার আশা করছি না। যাত্রী উদ্ধার অভিযান কার্যত দেহ উদ্ধার অভিযানে পর্যবসিত হয়েছে।'

কানসাস থেকে ওয়াশিংটনে আসছিল বিমানটি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটির রেগন বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল। ঠিক সেই সময়েই মার্কিন সেনার কপ্টার বিমানের সামনে চলে আসে ডান দিক থেকে। চপার এবং বিমান দু'টিই তখন পোটোম্যাক নদীর ওপর। তারপরই সংঘর্ষ। ধাক্কা লাগতেই যাত্রীবাহী বিমানটি নদীতে আছড়ে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়। মাঝআকাশে আগুনের গোলা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। নিকটবর্তী কেনেডি সেন্টারের একটি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সংঘর্ষের মুহূর্তের ভিডিও। ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল বাউসার তখন বলেছিলেন, 'বিমান এবং কপ্টার দুটিই জলে পড়েছে। এখন আমাদের প্রথম লক্ষ্য দুই যানের সওয়ারিদের উদ্ধার করা।'

মাঝআকাশে ভেঙে পড়া আমেরিকান এয়ারলাইনসের বিমানে ছিলেন কিছু ফিগার স্কেটার, তাঁদের কোচ এবং পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা ইউএস ফিগার স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের পর শিবির থেকে ফিরছিলেন।

দুর্ঘটনার পরই পোটোম্যাক নদীতে উদ্ধার অভিযানে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়। জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়ে থেকে উদ্ধারকারীরা রাবার নৌকা নামিয়ে চলে জোরকদমে তল্লাশি। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯ জনের দেহ উদ্ধার হলেও তিন সেনা সহ বাকি যাত্রীদের কোনও খোঁজ ছিল না।

দুর্ঘটনার পর আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন বিমানবন্দরের সমস্ত উড়ান বাতিল করা হয়। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) এবং জাতীয় পরিবহণ সুরক্ষা বোর্ড (এনটিএসবি) ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। বিমানটির রেডিও ট্রান্সপন্ডার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় এটি ৪০০ ফুট উচ্চতায় ছিল এবং গতি ছিল ঘণ্টায় ১৪০ মাইল।

বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মনে করেন, সতর্ক থাকলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। মার্কিন সেনাবাহিনীকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর প্রশ্ন, 'আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল এবং শুধু তা-ই নয়, বিমানটির সমস্ত আলোও জ্বলছিল। তাহলে কেন হেলিকপ্টার ওপরে ওঠেনি বা সরে যায়নি বিমানের গতিপথ থেকে? কেন কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়নি?'

একনজরে

- মার্কিন বিমান ও সেনা কপ্টারের সংঘর্ষ
- দুর্ঘটনার সময় বিমানটি ৪০০ ফুট উচ্চতায় এবং গতি ছিল ঘণ্টায় ১৪০ মাইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটির অবতরণ করার কথা ছিল
- বিমানে ৬০ জন যাত্রী, ৪ জন বিমানকর্মী এবং কপ্টারে ৩ জন সেনাকর্মী ছিলেন
- ২৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মার্কিন দমকল বাহিনীর প্রধান জন ডনেলি বলেন, 'যাত্রীবাহী বিমানটি নদীর গভীরে পড়ে উলটে গিয়েছে। এই অবস্থায় আর কারও বেঁচে থাকার আশা করছি না। যাত্রী উদ্ধার অভিযান কার্যত দেহ উদ্ধার অভিযানে পর্যবসিত হয়েছে।'

কুম্ভে পরপর দুটি পদপিষ্টের ঘটনা!

হাতে হাত। মহাকুম্ভ মেলায় যাতে হারিয়ে না যান, সেজন্য একে অন্যের হাত ধরে তাঁরা। (নীচে) পরিবারের সদস্যকে হারিয়ে কান্না মহিলার।

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে মঙ্গলবার মৌনী অমাবস্যায় রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে ত্রিবেণি সংগমের কাছে অমৃতস্নান করতে গিয়ে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা অন্তত ৩০। ওই পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে সরকার-বিরোধীদের মধ্যে চাপানউতোরের মধ্যেই মহাকুম্ভে আরও একটি পদপিষ্টের ঘটনা সামনে এসেছে। যদিও সেই ঘটনাটি ঘিরে সরকারি তরফে কিছু বলা হচ্ছে না। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সহযোগী সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রয়াগরাজের সংগম-নোজের ঝুসি নামে যে এলাকা রয়েছে সেখানে বুধবার ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে দ্বিতীয় পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়িতে অনেকে রাস্তায় পড়ে যান। সেখানেই ঘটে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা।

রাত ২টোয় যেখানে প্রথম পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে দ্বিতীয় পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঝুসিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বেশ কয়েকজনের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। যদিও সরকারি তরফে দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখা গিয়েছে, সেখানে জামাকাপড়, জলের বোতল, জুতোর স্তূপ পড়ে রয়েছে। ট্রাক্টরের মাধ্যমে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। নেহা ওঝা নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'এখানে অনেক দেহ পড়েছিল। সেগুলি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছেন না। দম আটকে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের লাশ দুপুর দেড়টা নাগাদ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই জায়গার ভিডিও করতেও দেওয়া হচ্ছে না।' অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'পদপিষ্টে অনেকগুলি শিশুরও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ এখানে আসেননি। কোনও অ্যাম্বুল্যান্সও ছিল না।'

ভেঙে পড়ার আগে স্বামীকে বার্তা স্ত্রীর

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি : রিগ্যান ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে স্ত্রীকে নিতে এসেছিলেন বছর তিরিশের তরুণ হামাদ রাজা। দুর্ঘটনার কয়েক মুহূর্ত আগে তাঁর স্ত্রী তাঁকে মোবাইল ফোনে বার্তা পাঠান, যাতে লেখা ছিল, '২০ মিনিটের মধ্যেই ল্যান্ডিং হবে।' রাজা তাঁকে উত্তর দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মেসেজ পাঠানো সম্ভব হয়নি। তখনই তাঁর মনে হয় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তিনি বিপদের আঁচ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

বুধবার স্থানীয় সময় রাত নটা নাগাদ আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ও একটি ব্ল্যাক হক সামরিক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষের পর দুটি যানই পটোম্যাক নদীতে পড়ে যায়। বিমানটি ওয়াশিংটনে আসছিল কানসাসের উইচিটা থেকে।

রাত নটা নাগাদই বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল ৫৩৪২ বিমানটির। তাতে কর্মী সহ ৬৪ জন যাত্রী ছিলেন। সেই যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন হামাদের স্ত্রীও। দু'চোখ ভরা জল নিয়ে এক সংবাদমাধ্যমকে হামাদ বলেন, 'আমি এখন প্রাণপণে প্রার্থনা করছি, কেউ যেন ওকে নদী থেকে উদ্ধার করে এই মুহূর্তে।' তখনও হামাদ জানেন না, বিমানের কোনও যাত্রীই আর বেঁচে নেই।

সর্বদলে ছাপ ফেলল মহাকুম্ভের দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তৃতীয় বার কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের পর শনিবার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাধারণ বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে সরব হল তৃণমূল, সপার মতো বিরোধী দলগুলি। তার পাশাপাশি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালের ভূমিকা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ইউজিসির খসড়া বিধি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ইস্যু নিয়েও সুর চড়ায় বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অবশ্য কুম্ভের দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

তবে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কুম্ভ মেলার ঘটনায় কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে রেয়াত করা হবে না। এদিকে বিরোধীদের পাশাপাশি এবার এক দেশ, এক ভোট নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি তুলেছে এনডিএ শরিক জেডিইউ। সূত্রের খবর, জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে এই ইস্যুতে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি তুলেছেন। সংসদীয় কমিটিগুলির কাজকর্ম নিয়েও এদিন সরব হয় বিরোধী দলগুলি। এদিন সংসদে আসন পরিবর্তনের বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনডিএ-র শরিকরা।

এদিন তৃণমূলের তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সুদীপ বলেন, 'বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা চলবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে।' বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে সংসদে বিবৃতি দিতে হবে বলেও দাবি তোলেন তিনি। তবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন যেভাবে ভেস্তে গিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য কেন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা ইস্যু তুলে ধরে, কিন্তু সংসদ চালানোর দায়িত্ব সরকারের।'

তৃণমূলের অভিযোগ, আগের অধিবেশনেও বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানানো হলেও কেন্দ্র কোনো বিবৃতি দেয়নি। এছাড়া, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে স্বস্তি দিতে আয়করের সীমা বাড়ানোর দাবিও তোলে তৃণমূল। ডিএমকে-র তরফে ইউজিসি খসড়া বিধি ছাড়াও রাজ্যগুলির আর্থিক সহায়তা, রাজ্যপালদের ভূমিকা ও শ্রীলঙ্কার মৎস্যজীবীদের ইস্যু নিয়ে আলোচনা চাওয়া হয়েছে। অপরদিকে আপের তরফে সাংসদ তহবিল বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়েছে। আরজেডি আয়ের বৈষম্য ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ছিলেন কিরেন রিজিজু, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

বাজেট অধিবেশনের আগে বৈঠকে শাসক-বিরোধীরা। নয়াদিল্লিতে।

সুদানে বিমান দুর্ঘটনা

এক ভারতীয় সহ মৃত ২০

জুবা, ৩০ জানুয়ারি : দক্ষিণ সুদানে যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ভারতীয় সহ ২০ জন। বিমানে পাইলট ও কো-পাইলট সহ ২১ জন যাত্রী ছিলেন। মৃতদের মধ্যে ১৭ জন সুদানি, ২ জন চিনা ও একজন ভারতীয়। বেঁচে গিয়েছেন সুদানি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি স্থানীয় বেনটিউ স্টেট হাসপাতালে ভর্তি। ইউনিটি প্রদেশের তথ্য বিষয়ক মন্ত্রী গেটওয়ে বিপাল জানিয়েছেন, ভেঙে পড়া বিমানটি চিনের একটি তেল প্রস্তুতকারী সংস্থার। যাত্রীরা প্রত্যেকেই সংস্থার কর্মচারী। ইউনিটি প্রদেশ থেকে রাজধানী জুবার যাওয়ার পথে দুর্ঘনটা ঘটে।

স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী সেনা

ভোপাল, ৩০ জানুয়ারি : স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার মধ্যরাতে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হন ভোপাল রেঞ্জের জওয়ান রবিকান্ত ভার্মা (৩৫)। ভোপালের মিসরোড এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তাঁরা। রাত ১.৩০টা নাগাদ ভোপাল পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে স্ত্রীকে খুনের কথা জানান তিনি। এরপর বন্দুকের গুলিতে আত্মঘাতী হন। নিহত স্ত্রীর নাম রেণু ভার্মা (৩২)। একটি ইনসাস রাইফেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত দম্পতির একটি পুত্র ও কন্যা সন্তান রয়েছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, রাতে উভয়ের ঝগড়ার পর গুলির আওয়াজ পান। দেহ দুটি ভোপাল এইমসে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিজ্জর খুনে দিল্লি যুক্ত নয়, জানাল কানাডার কমিশন

অটোয়া, ৩০ জানুয়ারি : খালিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারত জড়িত, পার্লামেন্টে গলা উঁচিয়ে তা বলেছিলেন কানাডার বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। নয়াদিল্লি প্রতিবাদ করেছিল। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। লিবারাল পার্টির নেতা ট্রুডোর সেই বিষোদগারে কানাডার কমিশন জল ঢেলে দিল। কমিশন জানিয়েছে, নিজ্জর খুনে ভারতের জড়িত থাকার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি। ট্রুডোর বক্তব্যের ঠিক উলটো কথাই রিপোর্টে রয়েছে।

হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারত কোনওভাবেই জড়িত নয়। একথা প্রথম থেকেই জানিয়েছে নয়াদিল্লি। মোদি সরকার ট্রুডোর দাবিকে 'অযৌক্তিক' বলে অটোয়ার কাছ থেকে প্রমাণ পর্যন্ত চেয়েছে। কানাডা সরকার তা দিতে পারেনি।

প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে 'বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ' আছে বলে প্রথম থেকেই গলা চড়িয়ে গিয়েছেন লিবারাল পার্টির নেতা জাস্টিন ট্রুডো। নিজ্জর হত্যায় ভারতের যুক্ত থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি, একথা কানাডার তদন্ত কমিশন জানানোয় দুধ কা দুধ পানি কা পানি প্রমাণ হয়ে গেল।

২০২৩ সালের জুনে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারের এক গুরুদোয়ারা চত্বরে খুন হন নিজ্জর। খালিস্তানিদের সমর্থনে পুষ্ট ট্রুডো সরকার সেই বছর থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। একইসঙ্গে ২০২১-এর সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোরাতে নয়াদিল্লি হস্তক্ষেপ করেছে এই অভিযোগও করে অটোয়া। তার তদন্তে নেমে কমিশন একটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী কিছু অসার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজ্জর হত্যায় ভারতকে দুষেছে।

তদন্ত রিপোর্টের শিরোনাম 'পাবলিক এনকোয়ারি ইনটু ফরেন ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন ফেডারেল ইলেকটোরাল প্রোসেস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক ইন্সটিটিউশন'। কমিশনার মেরি জোসি হোগ জানিয়েছেন, কোনও বিদেশি দেশ নিজ্জর খুনে জড়িত নয়। তিনি এও বলেন, 'রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিপন্থীমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রতিশোধমূলক কৌশল হিসেবে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।'

ওয়াকফ রিপোর্ট জমা দিল জেপিসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংক্রান্ত জেপিসি তার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিল। জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে ওই রিপোর্ট তাঁর হাতে তুলে দেন। বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও বুধবার খসড়া রিপোর্টটি গ্রহণ করে জেপিসি। এদিন জগদম্বিকা পাল বলেন, 'স্পিকার আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আশা করি, সেই দায়িত্ব আমরা পূরণ করতে পেরেছি। সরকার নতুন আইন তৈরির আগে আলোচনা চেয়েছিল। সমস্ত সদস্য যেভাবে এই বিলে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাতে গরিব, মহিলা এবং শিশুরা অবশ্যই উপকৃত হবেন।' বাজেট অধিবেশনেই ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাশ করাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার। এবার মোট ১৬টি বিল পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে। কারণ, শাসকদল তৃণমূল মনে করে, এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করতে পারে এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই কারণে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবসে বাজছে মিলিটারি ব্যান্ড। বৃহস্পতিবার, নয়াদিল্লির রাজঘাটে।-পিটিআই

কেজরি কাঁটায় বিদ্ধ সিইসি

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : যমুনার জল বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার। যমুনার জল নিয়ে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্যের বিরুদ্ধে এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং হরিয়ানার বিজেপি সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই বিতর্কের পারদ এদিন তুঙ্গে উঠেছে নির্বাচন কমিশনের তরফে কেজরিকে একটি নোটিশ পাঠানো ঘিরে। সিইসি তাঁকে শুক্রবার সকাল ১১টার মধ্যে এই সংক্রান্ত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণ দিতেও বলেন। তা না হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।

এই ঘটনায় সিইসি-কে তীব্র ভাষায় তোপ দাগেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন দিল্লিতে যেভাবে প্রকাশ্যে টাকা ও কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে সেটা দেখতে পায় না। তারা রাজনীতি করছে। কারণ, রাজীব কুমার অবসরের পর একটি পদ চান। রাজীব কুমার যদি চান তাহলে দিল্লির যে কোনও আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।' কেজরির তোপ, 'ইতিহাস সিইসি-কে কখনও ক্ষমা করবে না। নির্বাচন কমিশনের এতটা দুর্দশা আগে কখনও হয়নি।' এদিন সিইসি-কে যমুনার জল খাওয়ার চ্যালেঞ্জ জানান আপ সুপ্রিমো। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে ২০ বোতল জল রয়েছে। আমরা তিন বোতল নির্বাচন কমিশনে পাঠাব। রাজীব কুমার এবং তাঁর নির্বাচন কমিশনাররা সেই সাংবাদিক বৈঠকে খেয়ে দেখান।' এদিন আপ সুপ্রিমোর সঙ্গে দিল্লির ভোটপ্রচারে নামেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব।

এদিকে যমুনা বিতর্কের মধ্যেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী অভিযোগ করেন, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের দিল্লির কাপুরথালা হাউসে দিল্লি পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। দিল্লি পুলিশ অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বরং একটি অভিযোগের তদন্তে নয়াদিল্লির জেলা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে একটি দল কাপুরথালা হাউসে গিয়েছিল।

কং-আপ যুদ্ধে লাভ পদ্মের

চণ্ডীগড়, ৩০ জানুয়ারি : বিরোধী শিবিরে খেয়োখেয়ির ফলে নেপোয় যে দই খাবেই সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চণ্ডীগড় মেয়র পদে নির্বাচন। দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপ-কংগ্রেসের সম্পর্কে ফাটল ধরায় তার জের পড়ল চণ্ডীগড় পুরসভাতে। যার জেরে পুরসভার মেয়র পদটি বিজেপির কাছে খোয়াল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। বৃহস্পতিবার ৩৬ সদস্যের চণ্ডীগড় পুরসভার মেয়র পদে নির্বাচন ছিল। তাতে ১৯টি ভোট পেয়ে বিজেপির হরপ্রীত কৌর বাবলা মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আপ-কংগ্রেস জোট থেকে ক্রস ভোটিংয়ের ফলে চণ্ডীগড় পুরসভার মেয়র পদে পদ্ম শিবির অনায়াসে জয় পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে মেয়র পদ না পেলেও ডেপুটি মেয়র পদে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী তরুণা মেহতা।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। তার আগে আপ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্বে বিজেপি মেয়র পদে জয়ী হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ইন্ডিয়া শিবিরের অন্দরে। প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়েছেন, এদিন ৩৬টি ভোট পড়েছে। বাবলা পেয়েছেন ১৯টি ভোট। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সমর্থিত আপ প্রার্থী প্রেমলতা পেয়েছেন ১৭টি ভোট। বিরোধী জোটের তিন সদস্য ক্রস ভোট করে বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়ে দিয়েছেন। চণ্ডীগড় পুরসভায় বিজেপির কাউন্সিলারের সংখ্যা ১৬, অপরদিকে আপ-কংগ্রেস জোটের হাতে রয়েছে ১৯ জন কাউন্সিলার। চণ্ডীগড়ের কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারিকে নিয়ে মোট ২০ জনের সমর্থন ছিল জোটের হাতে। তারপরও মেয়র পদ ধরে রাখতে না পারায় ইন্ডিয়া জোট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ডেপুটি মেয়র পদে কংগ্রেস ১৯টি ভোট পেয়েছে। অপরদিকে বিজেপি পেয়েছে ১৭টি ভোট। ভোটের আগে কংগ্রেস কাউন্সিলার গুরবক্স রাওয়াত বিজেপিতে যোগ দেন।

চণ্ডীগড়

ধর্ষণের ফাঁসে কং সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : সাংবাদিক বৈঠক থেকে টেনে তুলে কংগ্রেসের সীতাপুরের সাংসদ রাকেশ রাঠোরকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে এক মাঝবয়সি মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে এফআইআর হয়েছে। সীতাপুরের পুলিশ সুপার চক্রেশ মিশ্র জানিয়েছেন, প্রায় দু'সপ্তাহ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ।

১৭ জানুয়ারি ওই মহিলা রাঠোরের বিরুদ্ধে অভিযোগে জানান, কংগ্রেস সাংসদ তাঁকে গত চার বছর ধরে যৌন হয়রানি করেছেন। তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরির আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করেন তাঁকে। ওই মহিলা ফোন কলের বিস্তারিত তথ্য ও কল রেকর্ডিং জমা দিয়েছেন পুলিশের কাছে।

গত সপ্তাহে ওই মহিলার স্বামীও পৃথক একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, রাঠোর ও তাঁর ছেলে মামলা মিটমাট করার জন্য তাঁদের চাপ দিচ্ছেন। বুধবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ রাঠোরের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। এর আগে ২৩ জানুয়ারি সীতাপুরের এমপি-এমএলএ আদালতও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

শিলবাড়িহাট হাইস্কুল

শিক্ষা সম্মেলনে ডানা মেলে প্রতিভারা

সুভাষ বর্মন

অরূপ দাস ২০১৬ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। আমন্ত্রণ পেয়ে শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে আয়োজিত প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই শিক্ষকের শাসনের স্মৃতিচারণ করলেন। স্কুলে একদিন দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া লেগেছিল। সেই খবর পেয়ে দুজনকে ডাকেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল রায়। দোষ থাকায় অরূপের হাতে বেতের বাড়ি পড়ে। দাগ পড়ে গিয়েছিল। সেটা দেখে আবার প্রধান শিক্ষক তাঁর হাতে মলম লাগিয়ে দেন। অরূপের কথায়, 'সেদিন থেকে ওই সহপাঠী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হয়ে উঠেছিলাম তারপর থেকে।' তাঁর আক্ষেপ, 'শিক্ষকরা এখন আর লাঠি নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন না। অথচ এমন শাসনের কিন্তু বিরাট গুণ।'

১৯৮৬ সালের ব্যাচের অণিমা দাসের স্মৃতিতে আজও রঙিন ভূগোল স্যরের ক্লাস। শচীন তালুকদার নামে ওই শিক্ষক ম্যাপের দিকে না তাকিয়ে বহু জায়গা সম্পর্কে গড়গড় করে তথ্য বলে দিতেন। ভৌগোলিক অবস্থান যেন তাঁর কাছে জলভাত ছিল। অণিমার কথায়, 'তখন স্কুলের পরিকাঠামো খুব বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু স্যর, ম্যামরা পড়ানোয় খামতি রাখতেন না।'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে প্রতিবছর ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি- চারদিন ধরে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। যার পোশাকি নাম, 'শিক্ষা সম্মেলন'। এই সম্মেলনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। এবছর প্রথম দিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। তারপর হয় আন্তঃশ্রেণি ফুটবল ও দাবা প্রতিযোগিতা। সেদিনই পড়ুয়াদের তৈরি মডেলের প্রদর্শনীকক্ষের উদ্বোধন হয়েছিল। সপ্তম শ্রেণির দৈবিক ভুঁইয়া বনাঞ্চলে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার, অষ্টম শ্রেণির নিশান্ত পাল কলকারখানার নোংরা জল পরিষ্কার করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার, নবম শ্রেণির সমার্পণ দাস নিউরোনের বিভিন্ন অংশের সহজ চিহ্নিতকরণ নিয়ে মডেল তৈরি করেছিল।

প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'শিক্ষা সম্মেলন পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করে। প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়। সংস্কৃতি চেতনা গড়ে ওঠে। তবে এবার পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আমাদের বাড়তি পাওনা প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণা।'

দ্বিতীয় দিন হয়েছে বসে আঁকো, নাচ ও গানের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা। সূচিতে ছিল তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতাও। সবক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সেদিন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। তারপর মঞ্চে একে একে পরিবেশিত হয় নানা অনুষ্ঠান। তাৎক্ষণিক অভিনয়, মূকাভিনয়, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

সেদিনই ছিল প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল রায় এসেছিলেন। 'অভি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন অতিথিরা। সেখানে স্কুল পড়ুয়াদের নানা স্বাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সন্ধ্যায় সবাই মিলে কেক কেটে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করে।

২৬ জানুয়ারি সকালে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। সম্মেলনের শেষ দিনে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনই পরিবেশিত হয় পড়ুয়াদের অভিনীত নাটক। 'ফুল' চরিত্রে অভিনয় করেছিল জয় বর্মন। ফুলের বাবা আর মায়ের ভূমিকায় ছিল জগন্নাথ বর্মন ও গোপেশ রায়। কুণাল বর্মন একজন স্কুল শিক্ষকের চরিত্রে পাঠ করে। দুই ছাত্রীর চরিত্রে তৃষাণ গোস্বামী ও শুভম রায়। ভূতের চরিত্রে ছিল দীপ বর্মন ও রাজদীপ বিশ্বাস। এই নাটকটি পরিচালনা করেন শিক্ষক উজ্জ্বল বর্মন। 'স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ রুখতে একটি মেসেজ' নামক নাটকটি পরিবেশন করে প্রশংসিত হয় খুদেরা।

গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়

পুরোনো সেই দিনের কথা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

একসময় গয়েরকাটার পড়ুয়াদের প্রাথমিক পাঠের ভরসা ছিল রিডিং ক্লাব প্রাঙ্গণে ভবানী মাস্টারমশাইয়ের পাঠশালা। তারপরের পড়াশোনার জন্য তাদের যেতে হত বাইরে। সেই চাহিদা থেকে ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি পথ চলা শুরু গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়ের। এগিয়ে এসেছিলেন সমাজসেবী হীরালাল ঘোষ। শিক্ষকদের বেতন সহ স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে সার্বিকভাবে সাহায্য করেন নিত্যগোপাল পাল, ডাঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কাঠ এবং টিনের সেই স্কুলটি ১৯৬৩ সালে মাধ্যমিকের অনুমোদন পায়। ১৯৮৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীতকরণ। পড়ুয়াদের অনেকে এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে কর্মরত। কিন্তু শিকড়টা ভোলেননি তাঁরা। বটবৃক্ষের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। মূলপর্বের অনুষ্ঠান হল ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সেখানে মূল আকর্ষণ ছিল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের পুনর্মিলন। ২৩ জানুয়ারি স্কুল প্রাঙ্গণে আসরটি বসে। পুরোনো শিক্ষকদের আশীর্বাদ নিতে ভোলেননি কেউ। কেউ সেখানে গাইলেন 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম', কারও আবার মনে পড়ে গেল 'পুরোনো সেই দিনের কথা'। পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তন প্রবীণ শিক্ষক গোপালচন্দ্র সরকার শোনালেন প্রতিষ্ঠানের পুরোনো দিনের কথা। বিকাশ সরকার, কুণাল সরকারের মতো ভিনরাজ্যে কর্মরত প্রাক্তনীরা ভাগ করে নিলেন নিজেদের বাল্যজীবনের স্মৃতিকথা। সেদিন রাতে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পী স্নেহা ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা। ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের মূলপর্বের সূচনা করেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ। সেদিন স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় নাটক, গান আর বসে আঁকোয়। ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলোয় অংশ নেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠান জমিয়ে তোলেন আমন্ত্রিত শিল্পী রাজ বর্মন।

প্রধান শিক্ষক তপন দে সরকারের কথায়, '১৯৫১ সালে আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সারাবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি। বিদ্যালয়ের এই প্রয়াসে সমস্ত প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা এত সুন্দর আয়োজন করতে পারলাম।' স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি দেবার্ঘ্য চৌধুরীও সুষ্ঠুভাবে এত বড় আয়োজনের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

তুমি, আমি আর বসন্তপঞ্চমী

বাগদেবীর প্রশ্রয়ে মিষ্টি মুহূর্তের ভিড়ে

চিরদীপা বিশ্বাস

প্রাইমারি, হাইস্কুল আর কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এবার ইউনিভার্সিটি লাইফেরও এক্কেবারে শেষ লগ্নে। ছাত্রজীবনের সেরা উৎসব কড়া নাড়ছে, যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য জেনারেশনের মতো আমরাও বুঝতে শিখছি 'বড় হওয়া কারে কয়'। নিজের জন্য কেনা হলুদ শাড়ি পরে বাবার হাত ধরে ঘোরাটা বদলে গিয়েছে মায়ের কালেকশনের সেরা কোনও একখানা শাড়ি পরে বন্ধু বা প্রিয়জনের সঙ্গে বেরোনোতে।

আমার মতো প্রবাসী কারও কারও তো আবার পর্যাপ্ত ছুটি অমিল। অতএব ছোট্টবেলার স্কুল-কলেজের মজা, পুরোনো বন্ধুদের রিইউনিয়ন মিস করার আফসোস। অন্যদিকে, নতুন প্রতিষ্ঠানের নতুন বন্ধুদের সঙ্গে নব অভিজ্ঞতার দরজা খোলা। এভাবেই বছর বছর বীণাপাণির আরাধনার চালচিত্রে রঙের বদল ঘটে চলেছে।

তবে এতকিছুর মাঝে স্কুলজীবনটা এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। পুজো পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অন্য বিদ্যালয়ে কার্ড বিলি, পুজোর আগের দিন ম্যাডামদের সঙ্গে হইহই করে বাজার করা, ঠাকুরের বাসন মাজা, আলপনা আঁকা, রাতভর ডেকোরেশনের কাজ ও নাচতে নাচতে প্রতিমা আনতে যাওয়া- এরকম কত্ত কী। অদ্ভুতভাবে এইসময় সবথেকে রাগী দিদিমণিটাও যেন বন্ধু হয়ে যান। কে জানে, নিজের স্কুলবেলার স্মৃতিতে হারিয়ে যান হয়তো।

কলেজ, ইউনিভার্সিটি আবার এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। শাসনের চোখরাঙানি-টাঙানির লেশমাত্র নেই। সরস্বতীপুজোর ওই একটা দিন বালকদিগের অবাধ প্রবেশের অনুমতি থাকে বালিকা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে। এগজিবিশনের ছবি দেখার অছিলায় সদ্য টিনএজ চোখ তখন অন্য কাউকে খুঁজতে ব্যস্ত। কিন্তু এই লুকোচুরি, ভয়ে দুরুদুরু বুক কলেজজীবনে ফুলেফেঁপে এক্কেবারে বত্রিশ ইঞ্চি। শাড়ি-পাঞ্জাবির রংমিলান্তি তখন তারা শিখে যায়। বুঝে যায় ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, বরং বাঙালির প্রেম দিবস তো এই দিনটাই।

স্কুলজীবনের 'আজ আড়ি, কাল ভাব' বদলে তখন গলায় 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া'র সুর। সেলফি, রিলের কোলাজে ভরে ওঠে ইনস্টা।

শাড়ি, পাঞ্জাবির রং মেলান্তি

শিবশংকর সূত্রধর

কাঙ্ক্ষিত সেই সময় দাঁড়িয়ে দুয়ারে। 'বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। নামকরণ কে করেছিলেন, জানে না কেউ। কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় গা ভাসাতে তৈরি সবাই। পছন্দের শাড়ি ধোয়া-ইস্ত্রির পর সযত্নে রাখা আলমারির প্রথম সারিতে, যাতে সেদিন সকালে খুঁজে পেতে ঝক্কি পোহাতে না হয়। কেউ সরাসরি, কেউ বা ঘুরিয়ে প্রিয় মানুষকে নিজের শাড়ির রং বলে দিয়েছে, যেন ম্যাচিং করে পাঞ্জাবিটা পরে সে আসে। কিন্তু... হাঁদারাম বুঝবে তো রং মেলান্তির অঙ্ক।

সরস্বতীপুজো মানে প্রেমিকা বা ক্রাশকে শাড়িতে দেখে জ্ঞান হারানোর উপক্রম। সরস্বতীপুজো মানে নিমন্ত্রণের অছিলায় গার্লস স্কুলে ঢোকার অনুমতি। সরস্বতীপুজো মানে অঞ্জলির ফাঁকে তাঁর দিকে ফুল ছুড়ে দেওয়া। সারাবছর বইয়ে মুখ গুঁজে রাখা ফার্স্ট বেঞ্চাররাও বাগদেবীর পুজোর দিন পাতা ওলটায় না। কারণ বড়রা বলে দেবীর নাকি সেটা পছন্দ নয়। দিন কাটে দেদার আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, ঘোরাফেরা আর প্রেমে। তবে 'সদা সিঙ্গল'-দের ভরসা বন্ধুরাই।

অনেকদিন আগে থেকে এসবের প্ল্যানিং চলে। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজের পড়ুয়া ঋক চক্রবর্তীর সঙ্গে। কলেজের এক সহপাঠীকে সে মন দিয়ে ফেলেছে। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দুজনেই। বলল, 'আমাদের এবারই প্রথম সরস্বতীপুজো। তাঁকে প্রথমবার শাড়িতে দেখার এক্সাইটমেন্ট বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এই অপেক্ষা যেন শেষ হতে চাইছে না।'

পুজোর অন্তত ১০-১২ দিন আগে থেকে স্কুল-কলেজে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সাধারণত পড়ুয়ারাই অন্য স্কুল বা কলেজে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের হয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। সেই দায়িত্ব কে নেবে, তা নিয়ে নাকি রীতিমতো কাড়াকাড়ি লেগে যায়!

কিন্তু কেন? দিনহাটার এক বয়েজ স্কুলের ছাত্র খুলল সেই রহস্যের জট, 'এই একটা সময় গার্লস স্কুলের সীমানা পেরোতে পারি। নিমন্ত্রণের কার্ড হাতে নেওয়া মানে অনুমতিপত্র সঙ্গে থাকা। ওদের স্কুলে ঢোকার সময় বেশ একটা হিরো হিরো ভাব আসে।' এই কথা শুনে পাশে দাঁড়ানো ওর বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল।

তবে শুধু 'নিজেদের স্বার্থে' নয়। অনেক পড়ুয়াই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় সব দায়িত্ব। তেমন একজন জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দেবশ্রী কার্জি। তাঁর কথায়, 'পুজোতে আমরা গোটা কলেজ সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলি। পুজোর বাজার থেকে আলপনা আঁকা- সবকিছুই করতে হয়।' শুধু কি তাই! নাচতে নাচতে প্রতিমা আনা, পুজোর সকালে জোগাড়, তারপর সবাইকে প্রসাদ দেওয়া। পুজো শেষে অবশ্য নিজেকে সময় দেয় দেবশ্রীর মতো দায়িত্ববানরা। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, রিলস বানানো- সব চলে সমানভাবে।

সরস্বতীপুজোয় কোন শাড়িতে সেরা লুক আসবে, তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলে। শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সবিতা রায়ের ব্যাখ্যায়, 'সরস্বতীপুজো মানেই শাড়ি। প্রতিবার সেটাই পরি। সঙ্গে মানানসই সাজ। এবারেও দারুণ মজা হবে পুজোয়।'

তিথি অনুযায়ী এবছর সরস্বতীপুজো দু'দিন। ২ আর ৩ ফেব্রুয়ারি। কে কোনদিন ঘুরতে বের হবে, প্ল্যানিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সেটা। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিলন মাহাতো জানাল, সে কবে ঘুরতে বের হবে, এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। তবে গার্লফ্রেন্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও একদিন দুপুর শুধু তাঁর জন্য বরাদ্দ করতে হবে। অন্তত তিন ঘণ্টা সময় তো লাগবেই ঘুরতে।

স্কুলজীবনের পুজো প্রত্যেকের কাছে 'স্পেশাল'। তাই অনেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে পা রাখলেও ছেড়ে আসা ক্যাম্পাসে অন্তত একবার হলেও পা রাখে। 'স্কুলজীবনে যে আনন্দ আর উত্তেজনা ছিল, তা ফের অনুভব করতে পারি। নস্টালজিয়ার গন্ধ মেখে সেই দিনগুলোকে আবার একটু ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পাই। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে মন খুলে হাসি। সেজন্যই তো প্রতিবারের মতো এবারও পুজোয় স্কুলে যাব', বলল জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্সের ছাত্র অভিনয় মাহাতো।

লোকে বলে, কলেজে উঠলে নাকি 'একজোড়া ডানা গজায়।' সেই কলেজজীবনের প্রথম পুজো একটু বিশেষ তো হবেই। আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের পড়ুয়া রেশমি ভৌমিকের এবার প্রথম পুজো। জানাল, সকালেই সে কলেজে যাবে। সবাই মিলে আড্ডা দেবে।

আর বাকিটা কী লুকিয়ে গেল তরুণী? হয়তো। মনের কথা জানা কি অত সহজ!

সামনে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক। তাই ওই পরীক্ষার্থীদের পুজোর আনন্দে ভাটা পড়েছে। সেই দলে শিলিগুড়ির জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দেবস্মিতা বৈদ্য।

-কী করবে সারাদিন

-ঘোরাঘুরি অনেকটা কম হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা এবছর আর হল না। তবে ঠাকুরের আশীর্বাদ নিতে স্কুলে যাব।

(তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে, অভিজিৎ ঘোষ ও অনীক চৌধুরী)

২৫ বছরে হাতিঘিসা উচ্চবিদ্যালয়

মহম্মদ হাসিম

২০০১ সালে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে মানঝা নদীর তীরে স্থাপিত হয় হাতিঘিসা উচ্চবিদ্যালয়। ৫৬ জন পড়ুয়াকে নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকালে নিজস্ব ভবন ছিল না। তখন সেবদোল্লাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলত। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে সেবদোল্লাজোতে স্কুলের ভবন নির্মাণ শুরু হয় ২০০২ সালে। ২০০৬ সালে মাধ্যমিক স্তরের অনুমোদন মেলে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠান উন্নীত হয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে। বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ৯০০। স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন ২৮ জন আর শিক্ষাকর্মী তিন। পরিকাঠামোগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেকটা উন্নত। ১৪টি সাধারণ শ্রেণিকক্ষ ছাড়াও রয়েছে তিনটি স্মার্ট ক্লাসরুম। রয়েছে মাল্টিজিম, কম্পিউটার রুম, আইসিটি ক্লাসরুম এবং লাইব্রেরি রুম।

এই বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন উৎসবের সূচনা হল জানুয়ারিতে। তিনদিন ধরে চলল অনুষ্ঠান। এরপর সারাবছর ধরে নানা কর্মসূচি রয়েছে। সূচনাপর্বের প্রথম দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ে যোগদানকারী প্রথম শিক্ষক অশোককুমার বসাক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাল। সেদিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হাতিঘিসার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। তাতে পা মেলান পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা।

স্কুলে 'ওয়াটার ফিল্টার মেশিন' উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। উদ্বোধন করা হয় উই লাভ হাতিঘিসা হাইস্কুল লেখা বেদি। ২৫ বছর পূর্তির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্কুল প্রাঙ্গণে চারা রোপণ করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রকাশিত হয় বিদ্যালয় পত্রিকা 'বনলতা'র বিশেষ সংস্করণ। প্রতিষ্ঠিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তি। সেদিন পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে নজর কেড়েছে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান 'গুরুব্রহ্মা', গুরুবিষ্ণু' ও 'সরস্বতী বন্দনা'। প্রশংসিত হয় নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের দ্বারা কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ, নৃত্যানুষ্ঠান 'ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি'। এসবের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক রানা বর্মনের মাউথ অর্গানের সুর সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল ওইদিন।

পরবর্তীতে আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল ক্যাম্পাসে। সংগীত পরিবেশন করেন সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় ও গৌরী মিত্র। সূচিতে ছিল বিশিষ্ট ভাওয়াইয়াশিল্পী সবিতা রায়ের সংগীতানুষ্ঠানও। এসবের পাশাপাশি শিলিগুড়ি সৃজনসেনার নাটক মঞ্চস্থ হয় প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচিও ছিল বৈচিত্র্যময়। কবিতা পাঠের বিশেষ আয়োজন 'আবোল-তাবোল', একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নৃত্যানুষ্ঠান, নৃত্যালেখ্য 'ঋতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' এবং শিক্ষক মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের আবৃত্তি সহ নানা কিছু। মঞ্চস্থ হয় মানব পুতুল পালা 'চিকিচ্ছে সংকট'। এছাড়া পড়ুয়াদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'রোগের চিকিৎসা'-র প্রশংসা করেন অতিথিরা। সেদিন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বেতার ও দূরদর্শনের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুমা সাহা পালকে। এছাড়া সূচিতে ছিল রিয়েলিটি শো খ্যাত পুষ্পিতা মণ্ডলের সংগীতানুষ্ঠান ও সৌমিত বর্মনের নৃত্যানুষ্ঠান।

তৃতীয় দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছৌ নাচ পরিবেশন করেন পুরুলিয়ার 'কেশরগড় লায়াডি আদিবাসী জিতু সিং ছৌ নৃত্য পার্টি'-র শিল্পীরা। সবশেষে রিয়েলিটি শো খ্যাত দীপায়ন রায়ের গানে দর্শকদের মন মাতে।

বহু প্রাক্তনী এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। তাঁদের মধ্যে একজন নীহার অধিকারী। বললেন, 'ভাইবোনদের পরিবেশনা সত্যিই খুব ভালো ছিল। তারা বাকিদের উৎসাহ জুগিয়েছে। এভাবে ছোটদের মধ্যে সৃজনশীলতা তৈরি হয়। পুরোনো অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। সবাই মিলে ভীষণ মজা করেছি।'

প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাল অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছু প্রয়োজনীতা সম্পর্কে জানালেন। এর মধ্যে রয়েছে ভবন ও প্রবেশদ্বারের সংস্কার, সৌন্দর্যায়ন। পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য আরও একটি ফিল্টার মেশিন প্রয়োজন বলে দাবি তাঁর। দরকার আরও আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল এবং বেঞ্চ।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN • MRI • CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

সাংবাদিক সম্মেলনে চিকিৎসকরা।

‘চিন্তা নেই জিবি সিনড্রোমে’

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : সাধারণের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে জিবি সিনড্রোম। করোনার পর স্বাভাবিকভাবেই এটা নিয়ে ভয় জেগেছে মানুষের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে আশার কথা শোনালেন মাটিগাড়ার নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট ডাঃ তন্ময় পাল এবং ডাঃ এমএম সামিম। তাঁদের কথায়, ‘জিবি সিনড্রোম কোনও বিরল ঘটনা নয়। এতে খুব ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পুনেতে একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা সামনে আসার পর থেকে এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। দুর্বলতা অতিরিক্ত হলে তখন সমস্যা হতে পারে। উপসর্গ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে সমস্যার সমাধান তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে।’

মত ডাক্তারদের

চিকিৎসক তন্ময় পাল জানালেন, সমস্যা মূলত শুরু হচ্ছে পা থেকে। এরপর তা হাত এবং মুখের মাংসপেশির দিকে এগোতে থাকে। এছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়া ও চোখের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। তবে এমন অসুবিধে প্রতি এক লাখের মধ্যে এক-দুজনের হয়। চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই রোগে মৃত্যুর হার ২-৫ শতাংশ। শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার হার কম। মহিলাদের মধ্যে এই হার এশিয়াতে বেশি।

চিকিৎসক এমএম সামিম ব্যাখ্যা দিলেন, আইভিআইজি এবং প্লাজমাফেরেসিস এর মূল চিকিৎসা পদ্ধতি। নেওটিয়াতে বর্তমানে চিকিৎসাধীন জিবি সিনড্রোমে আক্রান্ত এক। তার অবস্থা বর্তমানে অনেকটা স্থিতিশীল। প্রথম দিকেই নিউরোজলিস্টের কাছে গেলে সমাধান তাড়াতাড়ি হতে পারে।

সরস্বতীপুজোয় নতুন ট্রেন্ড রেডিমেড শাড়ি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : সকালসকাল কাঁচা হলুদ গায়ে মেখে স্নান। তারপর আলমারি খুলে বের করে আনা হবে শাড়িটা। বিশেষ পছন্দের। বিশেষ হবে নাই বা কেন, আরও খানদশেককে পেছনে ফেলে তবেই সরস্বতীপুজোর জন্য ‘যোগ্যতা’ অর্জন করেছে সে। শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে বেশ বড় বড় লাগে।

সরস্বতীপুজোর সঙ্গে শাড়ির সম্পর্ক বহু পুরোনো। নিজেকে সেরাভাবে সাজানোর পরিকল্পনা শুরু হয় পুজোর বহুদিন আগে থেকে। সেইমতো বাজার বা মলে গিয়ে পছন্দসই শাড়ি কিনছে অনেকে। এবছর পছন্দের তালিকায় ট্রেন্ডিংয়ে কোনটি? কী ধরনের শাড়িতে নজর নতুন প্রজন্মের?

কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট হল। স্টাইল স্টেটমেন্ট ঠিক রাখার পাশাপাশি খেয়াল রাখা হচ্ছে, পোশাক হোক আরামদায়ক। সকাল থেকে রাত অবধি পরে থাকতে থাকতে যেন নাজেহাল হতে না হয়। তাছাড়া কুঁচি গোছানোও বিরাট ঝঞ্ঝাট। তাই বড় ভরসা, রেডিমেড শাড়ি। নতুন প্রজন্মের ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রাখছেন ব্যবসায়ীরাও।

বৃহস্পতিবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের একটি শাড়ির দোকানের সামনে দেখা হল রুচিতা দে’র সঙ্গে। হাতে ব্যাগ। জানালেন, অনেকগুলো দেখার পর অবশেষে বেছে নিয়েছেন শিফনের রেডিমেড শাড়ি। তাঁর ব্যাখ্যায়, ‘নিজে ভালোমতো শাড়ি পরতে পারি না। তাছাড়া ভারী শাড়ি গায়ে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ানো ভীষণ কঠিন। এবার বাজারে এসে দেখলাম, অনেক ধরনের রেডিমেড শাড়ি মিলছে। তাই এটা কিনলাম।’

শিফন, সিল্ক থেকে শুরু করে নানাধরনের রেডিমেড শাড়ি এবার বাজার মাতাচ্ছে। আরেকদলের পছন্দ আবার হ্যান্ডলুম। যেমন, অরুণিতা সরকার। অরুণিতার কথায়, ‘হ্যান্ডলুমের রেডিমেড শাড়ি কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না। এখানেও মুশকিল আসান সোশ্যাল মিডিয়া। সেদিন দুপুরে ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করতে করতে দেখলাম, বেশ কয়েকটি পেজে হ্যান্ডলুমের রেডিমেড শাড়ি বিক্রি হচ্ছে। সেখান থেকেই অর্ডার দিয়েছি।’

MONTE CARLO
FLAT 20% OFF
SUNDAYS OPEN
SWEATERS ★ JACKETS
LADIES COATS ★ SHAWLS
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

একাধিক সমস্যার সমাধান করে এবার ট্রেন্ডিংয়ে রেডিমেড শাড়িগুলো। শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি শাড়ির শোরুমের ম্যানেজার অনুপ গোয়েলের অভিজ্ঞতা, ‘এই বছর দেখছি এসবের চাহিদা সবচাইতে বেশি। খুব কম সময়ে পরা যায় এবং বেশি খাটুনিও হয় না। তাছাড়া এই শাড়ি দেখতে বেশ সুন্দর। এতসব গুণে মুগ্ধ মেয়েরা।’

সরস্বতীপুজোতে রেডিমেড শাড়ি পরে নজর কাড়তে প্রস্তুত প্রিয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, দেবিকা সাহার মতো শিলিগুড়ির এক ঝাঁক তরুণী।

আমারও চাই... কচিকাঁচাদের জন্যও রেডিমেড শাড়ির সম্ভার। বিধান মার্কেটে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

বৈঠকে সমালোচনা বিরোধীদের

মাদক-দৌরাত্ম্যে অসহায় পুরনিগম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : মাদক এবার পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে। অনিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ বা বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নয়, মাদক থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে পুরনিগমের ক্ষমতাসীনরা কী পদক্ষেপ করছে, সেই প্রশ্নই বৃহস্পতিবার বড় হয়ে উঠল। শহরে একের পর এক মাদক কাণ্ড সামনে আসছে। ‘বেহুঁশ’ হচ্ছে কলেজ থেকে স্কুল পড়ুয়ারা পর্যন্ত।

এই বিষয়টি এদিন মাসিক অধিবেশনে তুলে ধরেন পেশায় স্কুল শিক্ষক ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকার। তাঁর বক্তব্য, ‘শহরের বিভিন্ন জায়গায় মাদকের কারবার চলছে। এতে সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ছে কমবয়সি ছেলেমেয়েরা। অনেক স্কুল ছাত্রছাত্রীও অল্পবয়সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে অচিরেই তাদের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার।’ পুরনিগম এ বিষয়ে কী করছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। যদিও মেয়র গৌতম দেবের অনুপস্থিতিতে এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার যা বলেছেন, তাতে তাঁদের অসহায়তা স্পষ্ট হয়। তাঁর জবাব, ‘এ নিয়ে পুরনিগমের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। তবে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছি। ১৬টি চিঠিও দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে। মানুষকে সচেতন হতে হবে।’

মাদক কারবার নিয়ে এখন জেরবার শিলিগুড়ি। ইতিমধ্যে একাধিক ঘটনা সামনে আসায় শোরগোল পড়েছে শহরে। শহরের কয়লা ডিপো, আশরফনগর সহ বেশ কয়েকটি এলাকাকে ঘাঁটি করেছে মাদক কারবারিরা। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন বা বোর্ড সভাতেও উদ্বেগ ছড়াল। তাঁদের হাতে ক্ষমতা নেই দাবি করার পাশাপাশি কিছু সমস্যার কথাও এদিন তুলে ধরেন ডেপুটি মেয়র। তাঁর বক্তব্য, ‘অনেকেই আছেন যাঁরা বাড়িভাড়া দিলেও ভাড়াটিয়ার কোনও তথ্য জমা রাখেন না। এটা অন্যায়। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী ভাড়াটিয়ার তথ্য পুলিশের কাছে জানাতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা করেন না। তবে আমরা মানুষকে সচেতন করার কাজে নজর দিচ্ছি।’ যদিও রঞ্জনের বক্তব্য শেষে বিষয়টি নিয়ে টিপ্পনী কেটেছেন সিপিএমের পরিষদীয় নেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এরকম দেখছি, দেখব কথা আগেও শুনেছি। বর্তমান বোর্ডের তিনটি বছর এভাবেই কেটে গেল। পুলিশ আসলে সাধারণ মানুষের চাইতে এঁদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।’

এদিনের বোর্ড সভায় কুকুরের হিংস্রতা এবং উপদ্রব প্রসঙ্গ তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তিনি বলেন, ‘কুকুর এখন রাস্তায় চলাচলকারীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ভয়টা বেশি কাজ করছে। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।’

এদিনের সভায় সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ‘ছোটদের আসর’ পার্কে আলোর ব্যবস্থা উন্নত করার দাবি জানান। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মেয়রের অনুপস্থিতিতে বিরোধী কাউন্সিলাররা তেমন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করায় বা প্রশ্ন না ওঠায় ১ ঘণ্টার মধ্যেই এদিনের বোর্ড সভা শেষ হয়ে যায়।

পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

কলেজ অন্যত্র স্থানান্তরের পরামর্শ ন্যাকের

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর দু’দিনের ভিজিট শেষ হল। এবার প্রথম এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনে এসেছিলেন ন্যাক-এর প্রতিনিধিরা। বুধ ও বৃহস্পতিবার দলটি কলেজে ছিল। ওই দলে চেয়ারপার্সন হিসেবে ছিলেন কেরলের মহাত্মা গান্ধি ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক সাবুকুত্তান কে। বাকি সদস্যরা হলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী পদ্মাবতী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ত্রিপুরা সুন্দরী ও মেঘালয়ের শিলং কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডঃ কে ধীরেন্দ্র রামসিজ। পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা থাকলেও ন্যাক-এর গ্রেড নিয়ে আশাবাদী কলেজ কর্তৃপক্ষ।

প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরুণ সাঁপুইয়ের কথায়, ‘ন্যাকের তরফে যেসব ক্রাইটেরিয়া বলা হয়েছিল, তা আমরা পূরণের চেষ্টা করেছি। আমাদের ক্যাম্পাস খুবই ছোট। ঘর কম। লাইব্রেরির জন্য জায়গা অপর্যাপ্ত। খেলার মাঠ নেই। কলেজের বয়সও বেশি নয়। তবে ন্যাকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের মনোবল বেড়েছে।’

এই কলেজে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চলে। সেখান থেকে কিছু টাকা আয় হয়। এসবের পাশাপাশি পড়ুয়াদের ভালো ফলাফলের নথি ন্যাকের প্রতিনিধিদলের সামনে পেশ করা হয়েছিল। সামনে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। ওখানে বিজ্ঞান বিভাগ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। সেটাকে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার তালিকা তুলে ধরেছে কর্তৃপক্ষ।

তবে কিছুটা অস্বস্তি রয়েই গেল। অরুণের ব্যাখ্যায়, ‘এখানকার পরিবেশ ওই দলের ভালো লাগেনি। কলেজটি যাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ কোনও বড় জায়গাতে স্থানান্তর এবং এটাকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হিসেবে রাখা যায়, সেই পরামর্শ দেন ওঁরা। দ্বিতীয় ক্যাম্পাস থেকে ডিসট্যান্স এডুকেশনের কোর্স চালানোর কথা বলে হয়েছে।’

যদিও এর আগে মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ অন্যত্র স্থানান্তর করা নিয়ে কথা উঠেছিল। তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে ন্যাকের তরফে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে গ্রেড সম্পর্কিত তথ্য।

কর্তব্যে গাফিলতি, সাসপেন্ড এএসআই

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার বিভাগীয় অন্তর্তদন্তে তাতে সিলমোহর পড়ল। যার প্রেক্ষিতে আশিঘর ফাঁড়ির এএসআই কৃষ্ণচন্দ্র সিংকে সাসপেন্ড করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এএসআইয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠছিল। তার মধ্যে ১৬ জানুয়ারি একটি পথ দুর্ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। যাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষোভও তৈরি হয়। বিড়ম্বনায় পড়তে হয় পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের। এরপরেই তদন্ত শুরু হয়।

১৬ জানুয়ারি কৃষ্ণচন্দ্র সিংয়ের স্কুটি থেকে পড়ে মারা যান স্থানীয় বিজেপি নেত্রী মালতী রায়। ওই মহিলা স্কুটি থেকে পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে পিষে দেয় একটি ট্রাক। অভিযোগ, সেসময় স্কুটি নিয়ে চম্পট দেন ওই এএসআই। পরে তিনি ভক্তিনগর থানার অন্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসেন। যার জন্য ক্ষিপ্ত জনতা মাটিতে ফেলে কৃষ্ণচন্দ্রকে মারধর করে। এএসআইয়ের এমন ভূমিকায় অস্বস্তিতে পড়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ভক্তিনগর থানার কাছে একটি রিপোর্টও চাওয়া হয়। শেষমেশ যাবতীয় অন্তর্তদন্তে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গাফিলতির বিষয়টা স্পষ্ট হয়। এরপরই চলতি সপ্তাহে একটি নির্দেশিকা জারি করে ওই বিতর্কিত এএসআই-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টা নিয়ে পুলিশকর্তাদের কেউই কোনও ধরনের মন্তব্য করতে নারাজ। এক পদস্থ পুলিশকর্তার কথায়, ‘এটা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।’

এএসআই কৃষ্ণচন্দ্র সিং বছর দুয়েক ধরে আশিঘর ফাঁড়িতে কর্মরত। যদিও পুলিশের ওপর মহলের কাছে বিভিন্ন সময়ই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গিয়েছে। মাসখানেক আগেই রাস্তায় জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কেক ছোড়াছুড়ির প্রতিবাদ করায় মারধরের শিকার হয়েছিলেন আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা রাকেশ বিশ্বাস। ঘটনায় ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে তিনি এএসআই কৃষ্ণের খপ্পরে পড়েন। রাকেশের অভিযোগ ছিল, পাঁচ হাজার টাকা দিলে তবেই তদন্ত এগোবে বলে ওই এএসআই চাপ দিতে থাকেন। বিষয়টা ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং-এর কানেও যায়। যদিও সেক্ষেত্রে ওই এএসআই-এর বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় মালতীর মৃত্যুর পর ঘটনাটিকে ভালোভাবে নেননি পুলিশকর্তারা। ভাবমূর্তি উদ্ধারে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ‘আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি’ বার্তা দিতে দেখা যায় পুলিশকর্তাদের। কৃষ্ণকে সাসপেন্ড করে নতুন বার্তাও দিল পুলিশ।

মেডিকেলে চরম ভোগান্তি

এমআরআই-এ তারিখ পেতে আড়াই মাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : মানুষ চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসছেন। রোগীর সমস্ত শারীরিক সমস্যা শুনে এমআরআইয়ের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক। অথচ সংশ্লিষ্ট বিভাগে গেলে আড়াই-তিনমাস পর সময় দেওয়া হচ্ছে। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের গলায় ক্ষোভের সুর, অসুস্থতা এখন আর তিনমাস পরে এমআরআই করতে বলছে। ততদিনে তো মানুষ আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে অনেকে তাই সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বেসরকারি জায়গা থেকে এমআরআই করাচ্ছেন।

এপ্রসঙ্গে মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের বক্তব্য, ‘এখানে আগে দু’ভাবে এমআরআই চলছিল। একটি সরকারি এবং অপরটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি)। তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ডিসেম্বরে পিপিপি মোডের এমআরআই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুরো চাপ এখন একটির ওপর। তাই সময় বেশি লাগছে।’

মেডিকেলে রোজ গড়ে ৪ হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এঁদের মধ্যে অন্তত ৫০ থেকে ৫৫ জনকে এমআরআইয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়। এতদিন মেডিকেলে পিপিপি মোডে কলকাতার একটি সংস্থা এমআরআই পরিষেবা দিচ্ছিল। তাদের পরিষেবা ২৪ ঘণ্টা মিলত। ফলে যে কোনও সময় রোগীরা এসে এমআরআই করাতে পারতেন।

সুবিধা পেতেন অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীনরাও। ৩১ ডিসেম্বর সেই সংস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১ জানুয়ারি থেকেই ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় সংস্থাটি। এই পরিস্থিতিতে মেডিকেলে আসা রোগীদের একমাত্র ভরসা সুপারস্পেশালিটি ব্লকে হওয়া এমআরআই।

সুপারস্পেশালিটি ব্লক থেকে বের হওয়ার সময় দেখা হল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা নিশীথ দাসের সঙ্গে। জানালেন, তাঁর বাবার কোমড়ে সমস্যা। বহির্বিভাগে দেখানোর পরে চিকিৎসকরা এমআরআই করাতে বলেন। এখান থেকে এপ্রিলের ১৮ তারিখে আসতে বলা হয়েছে তাঁকে। নিশীথের আশঙ্কা, ‘এতদিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব, বলুন তো। বাবার শারীরিক সমস্যা তো আরও বাড়বে।’

সরকারি তরফে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তবে, সরকারি অফিসের সময় অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। একজন রোগী পিছু যতটা সময় প্রয়োজন, তাতে একদিনে ২০-২৫ জনের বেশি মানুষের এমআরআই সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিদিন অর্ধেকের বেশি রোগীর এমআরআই বকেয়া রয়ে যায়। অভিযোগ, এভাবে বাড়তি রোগীদের কাউকে আড়াই মাস, কাউকে আবার তিন মাস পরে সময় দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্যা যে গুরুতর, তা স্বীকার করছেন চিকিৎসকদের একাংশও।

ভরসা এক

- আগে দু’ভাবে এমআরআই হত মেডিকেলে
- পিপিপি মোডে এক সংস্থা পরিষেবা দিত ২৪ ঘণ্টা
- চুক্তির মেয়াদ শেষের পর ঝাঁপ বন্ধ করে সংস্থাটি
- সরকারি তরফে বিনামূল্যে নির্দিষ্ট সময় এমআরআই হয়
- দিনে ২০-২৫ জনের বেশি রোগীর পরীক্ষা সম্ভব নয়

নিয়ম ভাঙলে হাতে গোলাপ

বাগডোগরা, ৩০ জানুয়ারি : এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে বৃহস্পতিবার পুলিশ গান্ধিগিরি দেখাল। এদিন সড়কে চলাচল করা যানবাহন নিয়ম ভাঙলেও কোনও জরিমানা করা হয়নি। ট্রাফিক আইন ভাঙার পরেও পুলিশের তরফে মিলেছে লাল গোলাপ, পিছনে বসা শিশুকে দেওয়া হয়েছে চকোলেট। পুলিশের এমন গান্ধিগিরি মনোভাব, নরম সুরে সাবধানবাণী শুনে লজ্জায় মাথা নত করে চলে যেতে হয়েছে দু’চাকার চালকদের।

গত ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের তরফে শুরু হয়েছে প্রচার। বৃহস্পতিবার সকালে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায়, বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস, এয়ারপোর্ট ফাঁড়ির ওসি পিকে রাহা পুলিশকর্মী এবং বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে মহাসড়কে নামেন। তাঁরা দেখেন, বাইকে বাবার মাথায় হেলমেট রয়েছে কিন্তু পিছনে বসা স্ত্রী এবং শিশুর মাথায় হেলমেট নেই। পুলিশ তাঁদের দাঁড় করিয়ে পড়ুয়াদের হাত দিয়ে গোলাপ এবং শিশুর হাতে চকোলেট দেয়। অত্যন্ত বিনম্রভাবে সাবধান করেন পুলিশকর্মীরা। এমন অভিযান দেখে সাধারণ মানুষ খুশি।

পুলিশের কর্মসূচিতে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে গোলাপ দিচ্ছে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার। -খোকন সাহা

সমিতির পথসভা

ইসলামপুর, ৩০ জানুয়ারি : ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত শিক্ষক নেতা সহ সমস্ত অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের ইসলামপুর মহকুমা শাখা ইসলামপুর পুর বাস টার্মিনাসের সামনে বৃহস্পতিবার পথসভা করে। এই ইস্যুর পাশাপাশি বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তিতে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া এবং মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে পড়ুয়াদের যেন কোনওরকমের অসুবিধে না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দেন নেতারা।

সমিতির জোনাল সম্পাদক জয়ন্ত দে’র হুঁশিয়ারি, তাঁদের দাবি অবিলম্বে পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

টার্মিনাস যেন নৈরাজ্যের আখড়া

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শৌচালয়ের দুর্গন্ধ গোটা এলাকার পরিবেশকেই দূষিত করে তুলেছে। বাসে ওঠার পরেও অনেকে বাধ্য হয়ে নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছেন। সন্ধে হলেই পথ হারাচ্ছেন অনেকে। কেননা, অধিকাংশ বাতি আর জ্বলে না। যে কয়টা বাতি জ্বলে, তার আলোও সীমিত। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের পরিস্থিতিটা এমনই। যা নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ক্রমশই ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় টার্মিনাসের অবস্থা এমন হলে, বাকিগুলিরর পরিস্থিতি কেমন, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশও করছেন যাত্রীদের একাংশ।

সকাল হলেই শিলিগুড়ির বৃহৎ বাস টার্মিনাসে হচ্ছে ‘যাত্রী ছিনতাই’। ছিনতাইয়ের মূলেই রয়েছে বেসরকারি বাস সংস্থাগুলির ‘মিডলম্যান’। যারা সরকারি বাসে ওঠার আগেই যাত্রীদের নিয়ে সটান চলে যাচ্ছে বেসরকারি বাসগুলিতে। যার জন্য রোজগার কমছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের। যদিও এই রোগ পুরোনো। কিন্তু এখন সন্ধের পর যাঁরা বাস টার্মিনাসে পা রাখছেন, তাঁরা আসল ছিনতাইয়ের আতঙ্কে পড়ছেন। কেননা, সন্ধের পরই টার্মিনাসের একটা বড় অংশ কার্যত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। কারা আসছেন, কী নিয়ে টার্মিনাসে ঢুকছেন বা বের হচ্ছেন, নেই কোনও নজরদারি। যথারীতি লাগেজ ব্যাগ তল্লাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন নিরাপত্তাহীনতায় উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় বাস টার্মিনাসটি? কেন নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হচ্ছে না?

মালদার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষিকা প্রিয়া রায়কে প্রায়শই শিলিগুড়ি আসতে হয়। তাঁর বক্তব্য, ‘রাতের নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার। বসার জায়গাগুলিতে মালপত্র রাখা হয়। অনেক সময় সেখানে লোকে ঘুমিয়ে থাকে। কেউ দেখার নেই।’ কর্মীদের ব্যবহার নিয়েও তাঁর বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বাস ধরার অপেক্ষায় ছিলেন প্রবীণ বসু। কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন, ‘বাসের সংখ্যা বাড়লেও যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য তলানিতে। কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন নিরাপত্তার। কোনও নজরদারি নেই। দালালচক্র ঘুরে বেড়ায় অনায়াসে। সেখানে ব্যাগ ধরে টানাটানি করলেও তো কেউ দেখার নেই।’

বলতে গেলে অবস্থার তালিকাটা রীতিমতো দীর্ঘ। নামমাত্র কাউন্টার খোলা থাকায় টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। পানীয় জলের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। শৌচালয় নিয়মিত পরিষ্কার হয় না বলে অভিযোগ।

এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘পরিস্থিতি না দেখে কিছু বলব না।’

তেনজিং নোরগে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস। শিলিগুড়ি।

উত্তরবঙ্গের আপনার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মাসিক ভাড়ায় গাড়ি চাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের জন্য
Swift/Swift Dzire/Wagon R
জাতীয় গাড়ি প্রয়োজন
আগ্রহী গাড়ির মালিকগণকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে
৫ সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি
বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়
৩১ জানুয়ারি ২০২৫, বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত

মালিক খুনে জামিন বিমলের

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক হত্যা মামলায় জামিন পেলেন বিমল গুরুং। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলায় বিমলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৭ সালে। সেই বছরের ৮ জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দার্জিলিংয়ের রাজভবনে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসেছিল। অন্যদিকে, নেপালি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সেদিন থেকেই বিমল গুরুংরা পাহাড়জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। একের পর এক সরকারি, বেসরকারি পরিবহণ, সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য পাহাড়ে বনধের ডাক দেওয়া হয়।

আগুন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, পথ অবরোধের ঘটনায় পুলিশ একাধিক মামলায় বিমল গুরুং, রোশন গিরি সহ মোর্চার নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা করে। রঙ্গিত নদীর পারে সিঙ্গালিলার জঙ্গলে সিকিমের অংশে বিমল আত্মগোপন করে রয়েছেন বলে পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পায়। তাঁকে ধরতে ১৩ অক্টোবর ভোরে বিশাল পুলিশবাহিনী সিংমারি, পাতলেবাস, জামুনে হয়ে সিকিম সীমান্তের রঙ্গিত নদীতে পৌঁছায়। অভিযোগ, সেই সময়ই নদীর ওপার থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। একটি গুলি এসে দার্জিলিং থানার সাব-ইনস্পেকটর অমিতাভ মালিকের মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলেই ওই পুলিশ অফিসারের মৃত্যু হয়েছিল।

বিমলের নেতৃত্বেই মোর্চার কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ করে পুলিশ বিমলের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছিল।

খুন, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস সহ প্রচুর জামিন অযোগ্য মামলায় ফেঁসে বেশ কয়েক বছর গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বিমল। ২০২০ সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ে ফেরেন। মোর্চার দাবি, রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, খুন বাদে বাকি সমস্ত মামলা তুলে নেওয়া হবে। সেইমতো ২০১৭ সালে মোর্চার নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে হওয়া প্রচুর মামলা রাজ্য তুলে নিয়েছে। বিমলের আইনজীবী জনার্দন কেজরিওয়াল বলেন, 'বিমল আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। এদিন সার্কিট বেঞ্চে জয়মাল্য বাগচী এবং গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। সেই মামলাতেই এদিন ডিভিশন বেঞ্চ বিমল গুরুংয়ের জামিন মঞ্জুর করেছে।' সার্কিট বেঞ্চের সরকারি আইনজীবী অদিতিশংকর চক্রবর্তী বলেন, 'বিমলের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের দার্জিলিং সদর থানায় একটি মামলা ছিল। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ বিমল গুরুংকে জামিন দিয়েছে।'

হলুদ ট্যাক্সিতে সওয়ার মা।। কলকাতার রাস্তায় বৃহস্পতিবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

আলিপুরদুয়ারে সভা শুভেন্দুর

বারলার ড্যামেজ কন্ট্রোলে সচেষ্ট পদ্ম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : দলের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে উঠলেও, এখনও হাতে তুলে নেননি তৃণমূলের ঝান্ডা। কিন্তু ডুয়ার্সের চা বলয়ে শক্তি হ্রাসের আশঙ্কা চেপে বসেছে বিজেপিতে। তাই আলিপুরদুয়ার থেকে 'নতুন যাত্রা' শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল পদ্ম শিবির। এখানকার সুভাষিণী চা বাগান এলাকায় ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক সমাবেশের ডাক দিল বিজেপি। সভার প্রস্তুতি নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বারলা সম্পর্কে মুখ না খুললেও শুভেন্দুর দাবি, চা শ্রমিকরা বিজেপির সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন। তাঁর অভিযোগ, 'উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করছে না রাজ্য সরকার। বরং দক্ষিণ কলকাতার কিছু পুঁজিপতির হাতে চা বাগান তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের কার্যকলাপ দেখে পেটের টানে উত্তরবঙ্গের ১০ হাজার শ্রমিক অসমে চলে গিয়েছেন।' মহাকুম্ভ বিপর্যয় থেকে স্যালাইন কাণ্ড, নানা ইস্যুতেও এদিন তিনি বিঁধেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

দিল্লিতে অসুস্থ স্ত্রী চিকিৎসাধীন থাকার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফরের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ চা শ্রমিক নেতা জন বারলা। ফলে তাঁর তৃণমূলে যোগ শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে বিশ্বাসী রাজনৈতিক মহল। এমন পরিস্থিতিতে বারলার শূন্যস্থান পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি। চা শ্রমিক নেতা হলেও আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ মনোজ টিগ্গার পক্ষে যে একা 'গড়' রক্ষা করা সম্ভব নয়, তা বুঝতে পারছে বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন শিলিগুড়ির বৈঠকে শংকর ঘোষের পাশাপাশি চা শ্রমিক নেতা মনোজ টিগ্গা, দশরথ তিরকি, মনোজ ওরাওঁ, বিশাল লামারা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই ২৩ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ারে শ্রমিক সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও ওই সভাকে বারবার শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা হিসেবে দেখতে নারাজ শংকর। তাঁর বক্তব্য, 'বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক শক্তির পর্যালোচনাতেই এমন সভা। শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, চা বলয়ের প্রতিটি জায়গাতেই এমন সভা হবে।'

এদিকে, মহাকুম্ভ বিপর্যয়ের জেরে সাগরমেলার নিরাপত্তা প্রসঙ্গ টেনে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে খোঁচা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'তিন বছর আগে সাগরমেলায় মৃত্যুর ঘটনা কেউ ভোলেনি। পানিহাটির হরিনাম সংকীর্তনের ঘটনাও সকলের মনে রয়েছে। দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি ঠিক নয়।' আরএল স্যালাইন কাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'কাটমানি'র অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'চোপড়ার কারখানা থেকে কোন তৃণমূল নেতারা মাসে দুই লক্ষ টাকা করে নেন, খোঁজ নিন।'

৯ ডিসেম্বরের পর থেকে রাজ্যে কতজন রোগীকে ওই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তার তালিকা প্রকাশের দাবিও করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিজেপি নেতা মানিক অরোরার মা অশোকা অরোরার শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানেও এদিন যোগ দেন শুভেন্দু।

দ্বিতীয় রাজধানী

প্রথম পাতার পর

আমি নিশ্চিত, চা শিল্পের জন্য দ্বিতীয় রাজধানী নতুন দিশা দেখাবে। আমরা চাই রাজ্য সরকার দ্রুত শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী ঘোষণা করতে পদক্ষেপ করুক।' বিজয়গোপালের সুরেই মালদা জেলা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি উজ্জ্বল সাহা দ্বিতীয় রাজধানীর দাবি তুলেছেন। তাঁর কথা, 'দ্বিতীয় রাজধানী হলে স্থানীয় সম্পদ হিসাবে আম অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে। আমের মতোই তুলাইপাঞ্জি বা আনারস নিয়েও বড় পরিকল্পনার অবকাশ থাকবে। সব দিক থেকেই উপকৃত হবে উত্তরবঙ্গ।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে শিলিগুড়ি হয়ে উঠতে পারে পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ইনফরমেশন ও টেকনলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাব। শিলিগুড়ি লাগোয়া পাহাড়ের পাদদেশে ওই ধরনের হাব তৈরির জন্য যথেষ্ট জমি ও আদর্শ জলবায়ু রয়েছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বিভাস সাহার বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি রাজধানী হলে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে। আর পাহাড়ের পাদদেশে আইটি হাব হলে নিশ্চিতভাবেই বিনিয়োগ উপচে পড়বে। শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, তাতে উপকৃত হবে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত। তাই দ্রুত শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করতে পদক্ষেপ দরকার।'

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রযুক্তি হাব তৈরির মতো উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে পাহাড় ও সমতলকে যেমন একই গ্রন্থিতে বেঁধে ফেলা সম্ভব, তেমনি, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি যমজ নগর নির্মাণের মধ্যে দিয়ে দুই শহরের বিদ্বেষ মেটানো যাবে। সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হলে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ চেতনা, স্থানীয় পরিচয়সত্তা বিষয়গুলি প্রশমিত হয়ে যাবে।' পাহাড়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতা হরকাবাহাদুর ছেত্রীর মতে, 'শিলিগুড়ি রাজধানী হলে সবদিক থেকে সুবিধা হবে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার বা পাহাড়ের সঙ্গে সমতলের বৈষম্য অনেকটাই মিটবে। পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে। তাই শিলিগুড়ি গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হোক।'

উত্তরবঙ্গের স্বার্থেই শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'সংবিধানে বাধা না থাকলে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করা হোক। তাতে শুধু পর্যটন নয়, উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব বাড়বে। উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য দ্বিতীয় রাজধানী জরুরি।' ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের ট্রান্সপোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্রর ব্যাখ্যা, 'শিলিগুড়ি রাজধানী হলে উত্তরবঙ্গের সম্পদে স্থানীয়দের কর্তৃত্ব বাড়বে। তাতে আট জেলার স্বার্থ অনেক বেশি রক্ষা হবে। রাজধানী শহর হলে শিলিগুড়ি স্মার্ট সিটি সহ নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দৌড়েও এগিয়ে থাকবে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দও বেশি আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সবদিক থেকেই আমাদের লাভ হবে। তাই দ্রুত শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী ঘোষণা করা উচিত।'

ট্যাবের মূল চক্রীর পাশে হামিদুল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ জানুয়ারি : ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত শিক্ষক মমতাজুল ইসলাম ওরফে জুয়েলের পাশে দাঁড়ালেন চোপড়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিধায়ক হামিদুল রহমান। ওই শিক্ষক নেতা চক্রান্তের শিকার বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূলের বিধায়ক।

বৃহস্পতিবার ইসলামপুর সাইবার থানায় ট্যাব নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করে। বিচারক জুয়েলকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন। এদিন শিক্ষক সংগঠনের নেতা জুয়েলকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চোপড়ার বিধায়ক। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'রাজ্যের অন্যান্য জেলায় দায়ের হওয়া ট্যাব মামলায় জুয়েলের নাম উঠে এসেছে। সংশ্লিষ্ট জেলার তদন্তকারীদের কাছে আরও তথ্য রয়েছে। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ট্যাব দুর্নীতির হটস্পট হিসেবে চোপড়া চিহ্নিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ট্যাব কাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড হিসেবে স্কুলের টিচার ইনচার্জের চোপড়া থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ঘটনায় অন্যমাত্রা যোগ করেছে। জুয়েল শিক্ষক সংগঠনের নেতা হওয়ায় দল কতটা অস্বস্তিতে? এই প্রশ্নের উত্তরে হামিদুলের প্রতিক্রিয়া, 'দল থেকে জুয়েলকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু ওঁর পরিবারের লোকজন আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের যুক্তি জুয়েলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি। তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।' হামিদুল বলেন, 'আইনের প্রতি আমাদের ভরসা আছে। তদন্তে প্রকৃত সত্য নিশ্চয় উঠে আসবে।'

গোয়ালপোখর থানার কিচকটোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসলামপুর সাইবার থানায় ১৩টি ট্যাবের টাকা উধাও সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। তদন্তে নেমে পুলিশ ওমর ফারুককে গ্রেপ্তার করে। ফারুককে জেরা করে জানা যায় শাহিন আখতার ও জুয়েল এই ঘটনার মাস্টার মাইন্ড। তদন্তে নেমে পুলিশ শাহিনকেও গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু গত নভেম্বর মাস থেকে জুয়েল পলাতক ছিলেন। 'মেডিকেল লিভ' নিয়ে জুয়েলের ফেরার থাকা এলাকায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বুধবার শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঘিরনিগাঁও অঞ্চল থেকে পুলিশ জুয়েলকে গ্রেপ্তার করে। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেছেন, 'যেহেতু জুয়েল স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, ফলে তরুণের স্বপ্ন পোর্টালের অ্যাক্সেস তাঁর কাছে সহজ ছিল। বিচারক ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ট্যাব দুর্নীতিতে রাজ্যের অন্যান্য জেলার তদন্তেও জুয়েলের নাম উঠে আসা বর্তমানে জল্পনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার বলেন, 'রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ট্যাব সংক্রান্ত একাধিক মামলায় জুয়েল ওয়ান্টেড। মেদিনীপুর, কলকাতা সহ অন্য একাধিক জেলার তদন্তকারীরা ট্যাব মামলায় চোপড়া থেকে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তেমন অনেক মামলায় জুয়েল ওয়ান্টেড। তবে অন্যান্য জেলার মামলা নিয়ে আমার মন্তব্য করার কিছু নেই।'

উত্তেজনা

চোপড়া, ৩০ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের কাবিলবস্তির ভিটেবাড়ির জমি নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জমিতে বেড়া দেওয়া ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামবাসীরা জানান, ফইমুদ্দিন ও মহম্মদ বাপ্পার পরিবারের মধ্যে বাড়ির জমি নিয়ে হাতাহাতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় একজন জখম হন। পুলিশ জানায়, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনায় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

২৫ বছর পূর্তি

চোপড়া, ৩০ জানুয়ারি : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এনএলপিএস বদিগছ হাইস্কুলে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা হল বৃহস্পতিবার। এদিন স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিয়ে এলাকায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক খুশির হাওয়া ছড়ায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে বছরভর বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে।

ভিভিআইপি

প্রথম পাতার পর

ভিডিও কনফারেন্সে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াগরাজ, বারাণসী, অযোধ্যা, মির্জাপুর, জৌনপুর, চিত্রকূট, রায়বরেলি, গোরখপুর জেলার প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে মেলা চত্বরে ভিড় এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী মেলা প্রাঙ্গণে সব ধরনের গাড়ি চলাচল এখন নিষিদ্ধ।

প্রয়াগরাজের আশপাশের জেলা থেকে গাড়ি প্রবেশও বন্ধ। শুধু কুম্ভমেলা চত্বর নয়, ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগরাজ শহরেই চার চাকা গাড়ির প্রবেশ বন্ধ। পদপিষ্টের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিচারপতি হর্ষ কুমার, প্রাক্তন ডিজি ভিকে গুপ্তা এবং অবসরপ্রাপ্ত আমলা ভিকে সিংকে নিয়ে তিন সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেছে যোগী সরকার। এই সরকার দেরিতে নড়েচড়ে বসেছে ঠিকই, কিন্তু বৃহস্পতিবার যোগী সরকারের বিরুদ্ধে কর্তব্যে চরম গাফিলতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। যাতে বিচ্যুতি, খামতি এবং চূড়ান্ত ব্যর্থতার অভিযোগে মামলাটি করেছেন আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'যাঁদের অবহেলা এবং গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ চাই।' প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী। তিনি বলেন, 'নিজেদের রাজ্যের পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কুম্ভমেলায় সেন্টার তৈরি করা উচিত।'

শতবর্ষে নিস্পৃহ

প্রথম পাতার পর

অবশ্যই টয়ট্রেন থেকে দেহ নামিয়ে শিলিগুড়ি স্টেশনেই তোলা হয় মালগাড়ির কামরায়। হাজার হাজার অশ্রুসজল মানুষের উপস্থিতিতে। এখন সেসব এতটুকু বোঝার উপায় নেই। দার্জিলিং রেলস্টেশনেও এক দশা।

টাউন স্টেশন লাগোয়া ফ্লাইওভারের নামও চিত্তরঞ্জনের নামে। শিলিগুড়িরই অনেক বাসিন্দা তথ্যটি জানেন না। জানানোর চেষ্টাও হয়নি। ২০০৭ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অশোক ভট্টাচার্য যে উড়ালপুলের উদ্বোধন করেছিলেন, তার কালো ফলকটি আছে। তাতে চিত্তরঞ্জনের নাম নেই। হাসমি চক, নানক চক, ভানুভক্ত চক, রামকৃষ্ণ মোড় যেভাবে সবুজ-সাদায় বড় করে লেখা, সেভাবে চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলের নামও লেখা নেই। নামটা ইংরেজিতে লেখা ব্রিজে ওঠার দু'দিকে লম্বা সরু স্ট্যান্ডে। সেভাবে নজরে পড়বে না।

এখন আবার সমস্যাটা অন্য। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মশাই অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেন, তারপর আর করা হয় না। বেআইনি নির্মাতা, জমি মাফিয়াদের রেয়াত না করার কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, ৪৭ বছর ধরে একইভাবে পড়ে থাকা বিবর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে আধুনিক করার প্রতিশ্রুতি। পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর কথা। দুই যুগ ধরে শিল্পীর স্টুডিওতে পড়ে থাকা বাঘা যতীনের জোড়া মূর্তি শহরের অন্যত্র বসানোর কথা ছিল। হয়নি।

গৌতম বেঁচে যাচ্ছেন শহরের বিরোধী দলের নেতারাও ঘোর অকর্মণ্য বলে। কোনওদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের টিকিটঘরের পাশ দিয়ে হাঁটবেন। জংধরা বিবর্ণ ভাঙা কাউন্টারগুলো দেখলে আপনারও কান্না পাবে। শহরের মাথাদের এই দৃশ্য ভাবায় না।

চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ের যে বাড়িতে প্রয়াত হন, সেখানে গেলেও একইরকম শূন্য শূন্য অনুভূতি। এতবার গিয়েছি সেখানে, কোনওদিন খোলা দেখিনি। আগে ভাঙাচোরা নিঝুম হয়ে থাকত। গেটে তালাবন্ধ। মাসকয়েক আগে দেখলাম, সাদা রং করায় বাড়ির চেহারা ফিরেছে। অথচ বন্ধই। গৌতম দেব বা উদয়ন গুহরা পর্যটকদের কথা ভেবে অনীত থাপা বা অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনায় বসেছেন কখনও? মনে হয় না। পাহাড়-সমতলের নেতাদের দূরত্ব থেকে গিয়েছে। দূরত্ব না থাকলে দার্জিলিং স্টেশনেও শহরে যাওয়া স্মরণীয় মনীষীদের কোনও স্মৃতিস্তম্ভ থাকত। সিস্টার নিবেদিতার শেষ কাজও শহরেই হয়েছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ভিড়, অবাধ দাদাগিরি, অথই বাত ফারাক্কি। তবে মমতার অন্যতম গুণ, নিজে আবেগপ্রবণ এবং বাঙালির চিরকালীন সংস্কৃতিপ্রেমী। উন্নাসিকতার পাহাড়ে অভিযাত্রী নন। জনতার মধ্যে অক্লেশে মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে আজও সব পার্টির নেতাদের তুলনায় কয়েক যোজন এগিয়ে। দেশেও এমন নেতা মেলা কঠিন। তাঁকে কি গৌতমরা জানিয়েছেন টাউন স্টেশনের ইতিহাস? জানালে স্টেশনের এমন দুর্ভোগ এতদিন থাকত না নিশ্চিত।

শিলিগুড়িকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী শুধু? উজ্জ্বল ইতিহাসের শহর কোচবিহারে রানিবাগানে নৃপেন্দ্রনারায়ণ সহ সব মহারাজের স্মৃতিফলক রয়েছে। সমাধিগুলো ঠিক একশো বছর আগে, ১৯২৪-'২৫ সালে রাজবাড়ি থেকে এখানে তুলে আনা হয়েছিল। শতবর্ষে তা নিয়ে বড় কোনও অনুষ্ঠান হয়েছে রাজনগরীতে? শুনিনি তো! ভুলে যাওয়া গৌড়ে পর্যটক ফেরানোর পরীক্ষাতেও ডাহা ফেল মালদা প্রশাসন। ইতিহাস ভুলে যাওয়ার পরীক্ষায় আমরা উত্তরবঙ্গের দেব, ভট্টাচার্য, ঘোষ, গুহ, চৌধুরী, মজুমদার, জৈন, প্রামাণিক, চট্টোপাধ্যায়রা একশোয় একশো।

সাংগঠনিক রদবদলে উত্তরে বিশেষ নজর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গকে বিশেষ নজরে রেখে সামান্য সাংগঠনিক রদবদলে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য এখন দলের সাধারণ সভা। আলাদা করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রদবদলের সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে নয়, দলের স্বার্থে যা কিছু করার তিনিই করবেন। তৃণমূল পার্টি তিনিই চালাবেন, খোলাখুলি একথা জানিয়ে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছেন দলনেত্রী। আর তার জন্য কলকাতা সহ জেলায় জেলায় দলের সর্বস্তরের খবর রাখতে হোমওয়ার্কও শুরু করেছেন নেত্রী। তৃণমূল সূত্রের খবর, দলনেত্রীর এই 'হোমওয়ার্ক'-এ মাঝেমধ্যেই জায়গা পাচ্ছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি প্রবীণ সুব্রত বক্সি। তাঁর পুরোনো 'প্রিয় বক্সিদার' ওপর ভরসা করেই নেত্রী এখন দলের সব কিছু নিয়ে তাঁর ভাবনা 'শেয়ার' করে নিচ্ছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য সব শেষে তাঁরই। আপাতত তা নিজের কাছেই ধরে রাখছেন।

এক্ষেত্রে অভিষেককে নেত্রী একরকম ব্রাত্যই রেখেছেন। যা রীতিমতো তৃণমূল রাজনীতিতে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর এতেই নেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়ে নানান জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে ঘরে ও বাইরে। আলাদা করে দলের সাংগঠনিক পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দলনেত্রী এখন পছন্দ করছেন না। বরং দলের সাধারণ সভা ডেকে মন্ত্রী, নেতা, সাংসদ, বিধায়ক ও পদাধিকারীদের সামনে সাংগঠনিক স্তরে রদবদলের কথা তিনিই তাঁর ভাষণে উল্লেখ করতে চাইছেন বলে জানা গিয়েছে।

এ ধরনের ভূমিকা এর আগেও

'ভরসা' সুব্রত বক্সীকে

কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের ভরা সভায় নিয়েছেন নেত্রী। তবে ঢালাও রদবদল করে ২০২৬-এ ভোটের আগে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। জেলাস্তরে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরের কোন কোন নেতা থাকবেন সে ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করবেনই মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার দায়িত্বে রাজ্যস্তরের মন্ত্রী তথা নেতা অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিরা আছেন। তাঁদের এই দায়িত্ব বদলাতে পারে বলে স্পষ্ট আভাস মিলেছে তৃণমূলের একেবারে অন্দরমহল থেকে।

দলের আগামী সাধারণসভায় প্রকাশ্যে এই দায়িত্ব বদলের কথা ঘোষণা করতে পারেন নেত্রী। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের কথা ভেবে জেলায় দলের সংগঠনে উপযুক্ত নেতৃত্ব যে দরকার দলনেত্রী তা বুঝেছেন। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা সহ দু'একটি জেলায় দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরের নতুন কাউকে আনতে পারেন। '২৬-এর ভোটের আগে এই পরিবর্তন ভীষণ জরুরি বলে মনে করছেন তিনি। তবে সবটাই খতিয়ে দেখে দায়িত্ব বদলাতে চান তিনি। '২৬-এর ভোটে দলে এ ধরনের কিছু একটা করে আবার দলের অন্দরমহলের অস্বস্তি ও অস্থিরতা বাড়াতে চান না তিনি। পদক্ষেপ করার আগে নেত্রীকে দশবার ভাবতেই হচ্ছে বলে এদিন তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে মেয়র গৌতম দেবকে সংগঠনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও ভাবছেন তিনি। ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে শুরু হচ্ছে। সম্ভবত তার আগে বা পরে সাধারণ সভা ডাকতে চলেছেন নেত্রী।

ত্রিস্রোতা সতীপীঠে ৫১ শক্তিপীঠের দর্শন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : ভারতীয় উপমহাদেশের ৫১টি শক্তিপীঠের দর্শন এখন বেরুবাড়ির সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা সতীপীঠে। পাকিস্তানের করাচির হিঙ্গুলার সতীপীঠ, ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী থেকে অসমের কামাখ্যা, বৃন্দাবন, কাশ্মীরের অমরনাথের সতীপীঠ, শ্রীলঙ্কার জাফনার সতীপীঠ, এমনকি কালীঘাট, কঙ্কালীতলা, নলাটেশ্বরী দেবীর মূর্তি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে সেখানে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দির কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে আগামী ২৯ মার্চ ওই ৫০ সতীপীঠের ৫০টি মাটির মূর্তি তৈরি করে স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় পর্যটন প্রসারে নতুন পালক যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ বেরুবাড়ির পঞ্চায়েত উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস।

জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ির সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা সতীপীঠে ৫১টি শক্তিপীঠের দেবীমূর্তির প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। রাজ্যে এধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম।

ত্রিস্রোতা মহাপীঠে দেবী দুর্গা অর্থাৎ দেবী গর্ভেশ্বরীর মূর্তি রয়েছে।

সাতকুড়ার নাওতারি দেবোত্তরে গর্তেশ্বরী মন্দিরের পাশে মূর্তি স্থাপন হবে।

ওই মন্দিরের পাশেই রয়েছে দেবী গর্তেশ্বরী অর্থাৎ দেবী ভ্রামরী। দেবী গর্তেশ্বরী মন্দিরের দুই পাশে ২৫টি করে ৫০টি সতীপীঠের মূর্তি বসানো হবে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক হরিশচন্দ্র রায় বলেন, 'আপাতত শক্তিপীঠগুলির দেবীমূর্তির ছবি সংগ্রহ করে মাটির মূর্তি তৈরির কাজ চলছে। এক বছর পর ধাপে ধাপে প্রতিমূর্তি বিভিন্ন ধাতুতে গড়ে স্থাপন করা হবে। এখন একটি শেডঘরে প্রাথমিকভাবে বসানো হবে। প্রতিটি প্রতিমূর্তি দেড় থেকে আড়াই ফুট দৈর্ঘ্যের করা হচ্ছে।'

সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠ বোদার মহাপীঠ নামেও পরিচিত। সেখানে দেবীর বাম পদ পড়েছিল। অন্য ৫০টি শক্তিপীঠে দেবী সতীর অন্যান্য দেহাংশ পড়েছিল। পাকিস্তানের করাচির হিঙ্গুলাতে সতীর মস্তিষ্ক পড়েছিল। অমরনাথে কণ্ঠ, বৃন্দাবনে চুল, বীরভূমে নলাটেশ্বরীতে গলা, মিথিলায় বাঁ কাঁধ, পুষ্করে হাতের তালু, প্রয়াগে হাতের ১০টি আঙুল, কামাখ্যায় যোনি, তাছাড়া কালীঘাট, ত্রিপুরেশ্বরী, জাফনার শক্তিপীঠের মূর্তিগুলির প্রতিমূর্তি তৈরি করে বসানো হবে। এতে মন্দির দর্শনে পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ বাড়বে বলে মনে করছেন ত্রিস্রোতা মহাপীঠ বার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি সারদাপ্রসাদ দাস। বার্ষিক উৎসব ৭ এপ্রিল শেষ হবে। মিলনমেলা, পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা,পদাবলি কীর্তন, কুমারীপুজো, চণ্ডী মহাযজ্ঞের মতো আরও অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে।

বেরুবাড়ির জমিতে এধরনের উদ্যোগ ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারে নতুন মাত্রা এনে দেবে বলে প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় জানান।

ট্র্যাক্টর আটক

নকশালবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি : মেচি নদী থেকে বালি চুরির অভিযোগে ২টি ট্র্যাক্টর আটক করেছে এসএসবি। বৃহস্পতিবার সকালে অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার অভিযোগে নকশালবাড়ির ছোট মণিরাম এলাকায় মেচি নদীতে হানা দেয় এসএসবি। এসএসবির জওয়ানদের দেখে ট্র্যাক্টর ছেড়ে পালিয়ে যায় চালকরা।

গোরু-মোষ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : বিহার থেকে তেলের ট্যাংকারে করে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বেশ কয়েকটি গোরু ও মোষ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ফুলবাড়ি এলাকায় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা ট্যাংকারটি আটক করেন। এরপর তা থেকে একে একে ৪০টি গবাদিপশু উদ্ধার করা হয়। সেইসঙ্গে আটক করা হয় নয়জনকে।

পুড়ে ছাই

চোপড়া, ৩০ জানুয়ারি : চোপড়া থানার লালুগছে বৃহস্পতিবার সকালে অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল। একজনের বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ও লাগোয়া পোলট্রি পুড়ে যায়। স্থানীয়রাই আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গৃহকর্তা কার্তিক দাস জানান, আগেও দু'বার আগুন লেগেছিল। তাঁর আশঙ্কা, শত্রুতা করে কেউ একাজ করেছে। অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। ঘটনায় কার্তিকের শোয়ার ঘর, একটি মুদি দোকান ও পোলট্রিটি ভস্মীভূত হয়। পুলিশ তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে।

অনেকে নিখোঁজ

প্রথম পাতার পর

তাঁর নাম রেসমেইত মেহের (৫৫)। ২৭ তারিখ তিনি স্বামীর সঙ্গে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনে প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হন। বিপর্যয়ের পর থেকে প্রৌঢ়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার প্রয়োগরাজের থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন তাঁর স্বামী। রেসমেইতের পুত্রবধূ মিঠু রায় বলছেন, 'আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি। প্রশাসনের কাছে সাহায্য চাইছি।'

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর পচাগড়ের বৃদ্ধ মহেন্দ্র বর্মন (৬৪) মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ। বাড়িতে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। ত্রিবেণি সংগমে বিপর্যয়ের পর তাঁরা মহেন্দ্রর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করতে পারেননি। স্বামীর খোঁজ না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহেন্দ্রর স্ত্রী শেফালি বর্মন। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করেই কুম্ভমেলায় যাওয়ার কথা বলেন স্বামী। বাধাও দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথায় কান দেননি।' গ্রামের আরেক মহিলা মালতী বর্মন (৪৫)-এর সঙ্গেও বুধবারের পর থেকে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। কোচবিহার শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়া হরিজনও বুধবার থেকে নিখোঁজ। তাঁকে নিয়ে চিন্তায় পরিবারের লোকেরা।

পদপিষ্ট হয়ে হাত-পা ভেঙেছে গঙ্গারামপুরের অরবিন্দ মজুমদারের। তাঁরা সাত বন্ধু মিলে সংগমে গিয়েছিলেন। হুড়োহুড়ির সেই মুহূর্তের কথা ভাবলে শিউরে উঠছেন তিনি।

এদিকে, আলিপুরদুয়ারের নিউ হাসিমারার সুভাষপল্লির বাসিন্দা শুক্লা দেবনাথ মহাকুম্ভে পদপিষ্টে আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি নিউ জলপাইগুড়িগামী একটি বিশেষ ট্রেনে চেপেছেন। সেখানকার পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কোনও সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ শুক্লার।

পুণ্য অর্জনে সংগমে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন মালদার উত্তর কৃষ্ণপল্লির বাগানপাড়ার বাসিন্দা অনীতা ঘোষ (৬০)। পরিবার সূত্রে খবর, চাঁচলের কয়েকজন আত্মীয়র সঙ্গে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন অনীতা। গভীর রাতে অমৃতস্নানের সময় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তিনি। এখনও তাঁর খোঁজ মেলেনি। বৃহস্পতিবার বাগানপাড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, পরিবারের লোকেরা উদ্বেগে। পড়শিরা ভিড় করছেন বাড়িতে।

শত উদ্বেগের মাঝে খানিকটা স্বস্তি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। কারণ কুম্ভে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া অপর্ণা সাহার (৭০) হদিস মিলেছে শেষপর্যন্ত। গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন ভালুকা বাজারের বাসিন্দা এই বৃদ্ধা। তাঁর এক ছেলে ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

তিন বাংলাদেশি

প্রথম পাতার পর

আরও বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার সম্ভব হয়। পুলিশ এদিন থেকেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তারা কী উদ্দেশ্যে সীমান্ত পার করে ভারতে প্রবেশ করেছে তা পুলিশ জানার চেষ্টা করছে। যদিও পুলিশ এ বিষয়ে এই মুহূর্তে মুখ খুলতে চাইছে না। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক শুধু বলেন, 'তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা যে বাংলাদেশি সে বিষয়ে প্রমাণ মিলেছে। তদন্তের স্বার্থে এর থেকে বেশি এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।'

প্লে-অফে রিয়াল বেঁচে সিটি

গোলের উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহামের। বুধবার রাতে ব্রেস্টে।

সরাসরি শেষ ষোলোয় লিভারপুল, বার্সা, আর্সেনাল

একনজরে ফলাফল

ব্রেস্ট ০–৩ রিয়াল মাদ্রিদ
বার্সেলোনা ২–২ আটালান্টা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩–১ ক্লাব ব্রাগা
পিএসভি ৩–২ লিভারপুল
বায়ার্ন মিউনিখ ৩–১ স্লোভান ব্রাতিস্লাভা
ভিএফবি স্টুটগার্ট ১–৪ প্যারিস সাঁ জাঁ
সলজবার্গ ১–৪ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
জিরোনা ১–২ আর্সেনাল
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৩–১ শাখতার দোনেস্ক
জুভেন্তাস ০–২ বেনফিকা
অ্যাস্টন ভিলা ৪–২ সেলটিক
ইন্টার মিলান ৩–০ মোনাকো
ডায়নামো জাগ্রেব ২–১ এসি মিলান
বেয়ার লেভারকুসেন ২–০ স্পার্টা প্রাগ
লিল ৬–১ ফেনুর্দ
ইয়ং বয়েজ ০–১ রেড স্টার বেলগ্রেড
স্পোর্টিং লিসবন ১–১ বোলোগনা
এসকে স্ট্রম গ্রাজ ১–০ আরবি লিপজিগ

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জয় নিশ্চিত করে স্যাভিনহো।

বার্সেলোনা, ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রেস্টন, ৩০ জানুয়ারি : এক রাতে, একই সঙ্গে ১৮টি ম্যাচ। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথমবার। সেখানেই নির্ধারিত হয়ে গেল ৩৬টি দলের ভবিষ্যৎ। নতুন ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম পর্ব শেষ হল। প্রত্যাশিতভাবেই প্রথম তিনে জায়গা করে নিল যথাক্রমে লিভারপুল, বার্সেলোনা ও আর্সেনাল। প্রথম আট দল সরাসরি খেলবে প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনালে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদের জায়গা হল না সেই তালিকায়। প্লে-অফে খেলতে হবে মাদ্রিদ জায়েন্টদের। একইভাবে কোনওক্রমে শেষ ষোলোর দৌড়ে টিকে রইল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখ, প্যারিস সাঁ জাঁ-ও। শীর্ষস্থান নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এদিন পিএসভির বিরুদ্ধে কার্যত দ্বিতীয় সারির দল নামায় লিভারপুল। তা সত্ত্বেও পেনাল্টি থেকে গোল করে শুরুতে দলকে এগিয়ে দেন কোডি গাকপো। যদিও মিনিট সাতেকের ব্যবধানে সমতা ফেরায় পিএসভি। ৪০ মিনিটে হার্ভে এলিয়ট আরও একবার এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে জোড়া গোল করে পিএসভি। সেই সুবাদেই ৩-২ গোলে লিভারপুলকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার্সের আশা বাঁচিয়ে রাখল তারা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা নিজেদের শেষ ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করল আটালান্টার সঙ্গে। দুইবার গোল করে কাতালান ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন লামিনে ইয়ামাল ও রোনাল্ড আরাউহো। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। আর্সেনাল অবশ্য নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতেছে। জিরোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে গানাররা। আর্সেনালের হয়ে গোল করেন জর্জিনহো ও এথান নোয়ানেরি।

এদিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে এই ম্যাচটি ছিল লড়াইয়ে টিকে থাকার। জিততেই হত। ক্লাব ব্রাগার বিরুদ্ধে ম্যাচ ৩-১ গোলে জিতেও গেল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। শুরুতে যদিও এগিয়ে যায় ব্রাগাই। সিটির হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন মাতেও কোভাসিচ ও স্যাভিনহো। মাঝের একটি গোল আত্মঘাতী। অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে ৩-০ গোলে হারাল ব্রেস্টকে। জোড়া গোল করেন রডরিগো। একটি গোল জুডে বেলিংহামের। যদিও সরাসরি শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করতে ব্যর্থ কার্লো আন্সেলোত্তির দল। ১১ নম্বরে থাকায় প্লে-অফ খেলতে হবে তাদের। স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। টমাস মুলার, হ্যারি কেন ও কিংসলে কোম্যান গোল করেন জামানির ক্লাবটির হয়ে। ১২ নম্বরে থেকে প্লে-অফে খেলবে তারা।

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে ফের মাঠে সূর্য-সঞ্জুরা

প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন অর্শদীপ-রিঙ্কু

পুনে, ৩০ জানুয়ারি : একটা হার। আর তাতেই বদলে গিয়েছে ছবিটা। সামনে এনে দিয়েছে একঝাঁক প্রশ্ন, দলের দূর্বল দিকগুলি। আগামীকাল যে ভুলত্রুটি শুধরে ফের সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া।

পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ এগিয়ে ভারত। বাকি দুইয়ে একটা জয় মানেই আরও একটা টি২০ সিরিজ সূর্যদের পকেটে। যদিও প্রথম দুই ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হেলায় হারানোর পর রাজকোটে পাশা উলটে দিয়েছে থ্রি লায়ন্স।

জস বাটলারদের সংঘবদ্ধ ক্রিকেট, বোলিং কপালে ভাঁজ ফেলেছে গৌতম গম্ভীরদের। প্রতিপক্ষ নয়, ভারতীয় দলের হেডস্যারের মূল চিন্তা অবশ্য তাঁর সেনানির অগোছালো ক্রিকেট। বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিনটুকু সরিয়ে রাখলে 'ধারাবাহিকতার' অভাব বেশিরভাগের পারফরমেন্সে।

সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনরা তো আবার চলতি সিরিজে রান করা ভুলে গিয়েছেন! নিটফল, বাকিদের ওপর প্রবল চাপ। যা সামলাতে গিয়ে হিমশিম হাল। অভিষেক শর্মা, তিলক ভর্মারা দুটি ম্যাচ উতরে দিলেও দলের সামগ্রিক ছবি মোটেই আশাপ্রদ নয়।

হাল খুঁজতে শুক্রবারের পুনে-দ্বৈরথে সঠিক টিম কম্বিনেশন, সঠিক স্ট্র্যাটেজিও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পুনে স্টেডিয়ামের পিচ মূলত স্লো-টার্নার হয়ে থাকে। ম্যাচ যত গড়াবে মন্থর হবে। থাকছে শিশির ফ্যাক্টর। সবকিছু মাথায় রেখে ইংল্যান্ড বধের নীলনকশা তৈরির চ্যালেঞ্জ গম্ভীরদের সামনে।

ভারতীয় একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। গম্ভীরের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, চোট সারিয়ে আগামীকাল মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত রিঙ্কু সিং। ব্যাটিংয়ের হাল ফেরাতে রিঙ্কুর অন্তর্ভুক্তি প্রায় নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে কোপ পড়তে পারে ধ্রুব জুরেলের ওপর। এমনকী রমনদীপ সিংকে খেলানোর ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে।

বোলিংয়ে অর্শদীপ সিংও সম্ভবত এক ম্যাচের বিশ্রাম কাটিয়ে পুনের পেস ব্রিগেডের ব্যাটন সামলাবেন। প্রশ্ন সেখানে মহম্মদ সামির জায়গায় কি অর্শদীপ ফিরবেন নাকি একজন স্পিনারকে বসানো হবে? উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়।

প্রস্তুতির মাঝে ফুটবলে মজে তিলক ভার্মা, রবি বিষ্ণোই ও মহম্মদ সামি।

গত তিন ম্যাচে গম্ভীরদের চার স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। প্রাক্তনদের পরামর্শ, দুই বিশেষজ্ঞ পেসার এবং তিন স্পিনারের কম্বিনেশন যথাযথ। তিলকদের হেডস্যারের কানে আদৌ সেই পরামর্শ পৌঁছোবে কিনা বলা মুশকিল। দুশখাতে অবশ্য এদিন পরিকল্পনা নিয়ে গম্ভীরের বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনাকে পাত্তা দিতে নারাজ। পালটা যুক্তি, পরিকল্পনা নয়, তার সঠিক বাস্তবায়নের অভাবই মূলত দায়ী।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড
চতুর্থ টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টায়
স্থান : পুনে
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস ও হটস্টারে

রাজকোটের হারের জন্য বরুণ চক্রবর্তী আবার পিচকে দায়ী করেছিলেন। বলেছিলেন, রান তাড়ার সময় পিচ মন্থর হওয়ায় বিগহিট নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের পিচ-রিপোর্টেও শেষদিকে গতি-মন্থরতার পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গম্ভীরদের প্ল্যান 'বি' কি থাকে সেটাই দেখার। টপঅর্ডারকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু সূর্য-স্যামসনের চলতি সিরিজের ব্যর্থতায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকে।

ইংল্যান্ড সিরিজের আগে পাঁচ ম্যাচে তিনটিতেই শতরান এসেছিল সঞ্জুর ব্যাট থেকে। কিন্তু সেই মিদাস টাচ হঠাৎ করে উধাও জোফ্রা আর্চারের সামনে। ১৪০-১৪৫ কিলোমিটার গতিতে শর্টবলে বারবার টলে যাচ্ছেন। হাল খুঁজতে শর্ট বলের বিরুদ্ধে লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। কাল পুনেতে সুফল মেলার অপেক্ষা।

সূর্যর ব্যর্থতা আরও লম্বা। অধিনায়কের গুরুভার পাওয়ার পর থেকে রানের খরা। এরজন্য সূর্যের ব্যাটিং-মানসিকতাকেই দুষছেন মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, আগ্রাসন ভালো। কিন্তু কখন, কোন বলে তা দেখাতে হবে আর কখন নয়, সেই ভারসাম্য থাকা জরুরি। সূর্যের মধ্যে যার অভাব প্রকট। শুরুতে নিজেকে ১০-১৫টা বল দিক।

সূর্য কাল কোন পথে হাঁটবেন? উত্তরের মধ্যে ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে। তবে জোফ্রা আর্চার, আদিল রশিদ, জেমি ওভারটনদের মধ্যে প্রতিপক্ষ ব্যাটিংকে চাপে ফেলার ক্ষমতা যে রয়েছে, তা রাজকোটে প্রমাণিত। বিশেষত, রশিদের স্পিন সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য যা গড়ে দেয়। স্বপ্নের বোলিংয়ে পরও ম্যাচ হেরোদের দলে বরুণ চক্রবর্তী (৫/২৩)।

রশিদকে মোকাবিলার রাস্তা খুঁজতে হবে সূর্যদের। উলটোদিকে বরুণের স্পিন রহস্য ভেদের পরীক্ষা বাটলার-ব্রুকদের। পুনের দ্বৈরথ ঘিরে এরকম একঝাঁক প্রশ্ন? আগামীকাল ভারতের সিরিজ জেতা কিংবা ইংল্যান্ডের ২-২ করার লক্ষ্য পূরণ লুকিয়ে যে উত্তরের মধ্যে।

বন্ধুত্ব কোথায়? শোয়েবকে প্রশ্ন সৌরভের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অনেকদিন আগেই তালা পড়েছে। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ সীমাবদ্ধ এখন আইসিসি টুর্নামেন্টেই। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেগা আসরে সেই মহারণ। ভারত-পাক ম্যাচকে ঘিরে পারদও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।

তার প্রাক্কালে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটীয় মহারণের অতীত-বর্তমান নিয়ে আলোচিত এক অনুষ্ঠানে মুখোমুখি দুই দেশের দুই তারকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শোয়েব আখতার। 'দ্য গ্রেটেস্ট রাইভ্যালরি-ভারত বনাম পাকিস্তান' শীর্ষক যে অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে

'দাদা ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট অসম্পূর্ণ'

ছিলেন সৌরভ, শোয়েবও।

৭ তারিখ যে শোয়ের প্রিমিয়ার। তার প্রাক্কালে ট্রেলারে ১৯৯৬-এ কানাডার টরন্টোয় হওয়া ভারত-পাকিস্তানের 'ফ্রেন্ডশিপ কাপের' স্মৃতিচারণায় সৌরভ মজা করে বলেছেন, 'নামেই ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ বলা হয়েছিল। কিন্তু শোয়েব আখতার যখন ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে, তখন বন্ধুত্ব কোথায়?'

৫ ম্যাচের চারটিতেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন সৌরভ। ব্যাটে-বলে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে। যা সৌরভের কেরিয়ারের মোড়ও ঘুরিয়ে দেয়। মহারাজের কথার জবাবে শোয়েব বলেন, 'দাদা তুমি দুর্দান্ত। তোমাকে ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট অসম্পূর্ণ।' এর আগে শোয়েবকে বলতে শোনা গিয়েছিল তার বল যদি কেউ সাহসের সঙ্গে খেলে থাকে, সে সৌরভই। সেই সম্ভ্রমের ছোঁয়া এই ট্রেলারেও।

মহমেডানকে হারাল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : দুইদিন পর আইএসএল ডার্বিতে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তার আগে ছোটদের বড় ম্যাচে সাদা-কালো ব্রিগেডকে ২-১ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন।

বৃহস্পতিবার অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মহমেডানকে এগিয়ে দেন শেখ কায়ুব। যদিও তা স্থায়ী হয়নি। ৫৫ মিনিটে বাগানকে সমতায় ফেরান কিপজেন। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে তিতাস সর্দার আত্মঘাতী গোল করে সবুজ-মেরুনের জয় নিশ্চিত করে দেন। এদিকে এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রইল দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

নকআউট মার্চের শেষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : আইএসএলের নকআউট পর্যায় শুরু হবে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের পর। আগামী ২৫ মার্চ এই ম্যাচ শিলংয়ে। তারপরেই দেওয়া হচ্ছে আইএসএলের শেষপর্যায়ের ম্যাচগুলি। ফলে টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ। এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও অন্দরের খবর, সুপার সিক্সের নকআউট পর্যায়ের ম্যাচগুলি হবে ২৯ ও ৩০ মার্চ। সেমিফাইনালের প্রথম দফা ২ ও ৩ এপ্রিল ও দ্বিতীয় দফার দুটি ম্যাচ ৬ ও ৭ এপ্রিল। সেক্ষেত্রে ফাইনাল ১২ এপ্রিল, শনিবার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে ফাইনালের মাঠ এখনও ঠিক হয়নি।

ঘরের মাঠে ধারাবাহিক নয় মুম্বই

ভাঙাচোরা দল নিয়েও তাই আশায় ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : সময় যত খারাপই যাক না কেন, মুম্বই ফুটবল এরিনায় ভালো খেলার ঐতিহ্য রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। আর সেটা ধরে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল শিবির।

এদিন যুবভারতীতে শেষ প্রস্তুতি শেষে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিলেন পিভি বিষ্ণু-নন্দকুমার শেখররা। চোট-আঘাতের যা পরিস্থিতি তাতে দল সাজাতে প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন অঙ্ক কষতে হচ্ছে লাল-হলুদ কোচকে। তিনি অবশ্য হাল ছাড়ার পাত্র নন। বরং ঘনিষ্ঠ মহলে বলছেন, 'আমি যদি এখন দলের পরিস্থিতি নিয়ে মন খারাপ করি বা নেগেটিভ কথাবার্তা বলি তাহলে ফুটবলাররা মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে। তাই আমাকে সদর্থক থাকতে হবে। তারপর যা হয় দেখা যাবে।' তিনি অবশ্য খুশি তাঁর ছেলেদের লড়াই করার মানসিকতা দেখে। ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার হলেও ফুটবলাররা চোখে চোখ রেখে লড়ে যাচ্ছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে মুম্বইয়ের কাছে হার মানতে হলেও অ্যাওয়ে ম্যাচে ফের 'দেখে নেব' গোছের মানসিকতা নিয়েই তাই যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। তার পিছনে যুক্তি হল, গত তিন-চার বছর মুম্বই সিটি এফসির যা পারফরমেন্স ছিল, এবার তার সিকি ভাগও নয়। দল ভেঙে গেছে নতুন কোচের আগমনে। ফলে নিজেদের ঘরের মাঠে যথেষ্ট এলোমেলো খেলছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে-বিক্রমপ্রতাপ সিংরা। তবে সদ্যই তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন একসময়ে আইএসএলে সফল স্ট্রাইকার জোরগে ওর্তিজ। সেই উল্লেখ করে অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'ওরা এবার হোম ম্যাচগুলোতে খুব ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি। কিন্তু সদ্যই ওর্তিজ যোগ দিয়েছে। তাছাড়া আক্রমণে বিপিন (সিং), ছাঙ্গতে, ব্র্যান্ডনরা (ফার্নান্ডেজ) আছে। ব্যাকে তিরি ফিরছে। ভারসাম্য খুবই ভালো গোটা দলটার মধ্যে। এদেশের ক্লাবগুলির মধ্যে মুম্বই অন্যতম দল যারা পজেশনাল ফুটবল খেলে। হয়তো সুযোগগুলো

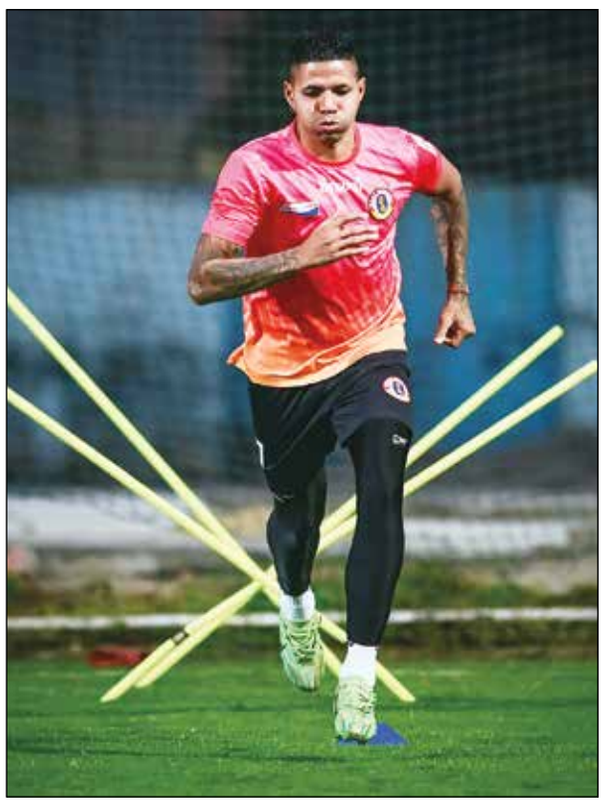

মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিচার্ড সেলিস। বৃহস্পতিবার।

গোলে পরিণত হচ্ছে না। তবে ওর্তিজ আসায় ও নিশ্চয় নম্বর নাইন হিসাবে খেলবে।' নিজেদের ঘরের মাঠে হেরে গেলেও সেবার দ্বিতীয়ার্ধে মুম্বইয়ের থেকে তাঁর দল অনেক বেশি ভালো খেলেছিল বলে দাবি অস্কারের। এবারও সেরকমটাই খেলতে চান।

যা পরিস্থিতি তাতে হেক্টর ইউস্তে দলে ঢোকায় স্টপারে তাঁর সঙ্গে লালচুঙ্গনুঙ্গাই খেলবেন। ডানদিকে নীশু কুমার এবং বাঁদিকে আবারও নন্দকে ফেরানো হবে। ঠিক একইভাবে জিকশন সিং না থাকায় মাঝমাঠে শৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিং। দুই প্রান্তে পিভি বিষ্ণু ও রিচার্ড সেলিস। সামনে দিমিত্রিয়োস দিয়ামানতাকোসের সঙ্গে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। অস্কার বলেই দিচ্ছেন, 'দেখুন আমার হাতে যেহেতু পরিবর্ত কম, তাই শক্তি-দুর্বলতা দেখে অনেক বেশি স্ট্র্যাটেজিকাল হতে হবে আমাদের।' তিনি অবশ্য নিজেও বুঝতে পারছেন, সমস্যা শুধু প্রথম একাদশই নয়। পরিবর্ত না থাকায় ৬০ মিনিটের পর যখন গোটা দলটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তখনই সমস্যাটা হচ্ছে। তাই আপাতত অবশ্য আর আইএসএলের সুপার সিক্স নিয়ে বাড়তি ভাবনা না ভেবে এএফসিই প্রধাণ লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের।

আইএসএলে আজ
মুম্বই সিটি এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই ফুটবল এরিনা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

পাকিস্তান যাচ্ছেন না রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : জল্পনার অবসান। একইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে স্বস্তি। আর ওয়াঘা সীমান্তের ওপারে অস্বস্তি। সৌজন্যে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ও আয়োজক দেশ পাকিস্তানের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির আসরে থাকছে না কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না থাকার কারণে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ওয়াঘা সীমান্তের ওপারেও যেতে হচ্ছে না।

দুই প্রতিবেশীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনই খারাপ। সীমান্ত সন্ত্রাসের কারণে ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারত-পাক ক্রিকেটেও রয়েছে দীর্ঘসময় ধরে। এমন অবস্থার মধ্যে শোনা গিয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তান প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে চলেছে। যেখানে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়করাও হাজির থাকবেন। আজ আয়োজক পাকিস্তান ও আইসিসি-র তরফে পুরো বিষয়টাই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আগে কখনও কোথাও জানানো হয়নি যে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে চলেছে বলে। ফলে ভারত অধিনায়ক রোহিতকে আর পাকিস্তান যেতে হচ্ছে না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে একাই প্রস্তুতিতে রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ে।

ব্যাট হাতে অফফর্ম চিন্তায় রেখেছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। পুনেতে।

রিঙ্কু ফিট, ঘোষণা রায়ান টেনের

পুনে, ৩০ জানুয়ারি : ইডেনে প্রথম ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোটের কারণে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজের পরের দুটি ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর। কিন্তু আপাতত পিঠের চোট সারিয়ে রিঙ্কু সিং ফিট। সম্ভবত শুক্রবার পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে সিরিজের চার নম্বর টি২০ ম্যাচে ধ্রুব জুরেলের বদলি হিসেবে মাঠে ফিরতে চলেছেন তিনি।

আজ বিকেলে পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ছিল। সেখানেই ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে রিঙ্কুকে। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলেছেন রিঙ্কু। ভারতীয় অনুশীলনের মাঝেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, রিঙ্কু ফিট। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সেই ধারণাতেই সিলমোহর দিয়েছেন ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের যাবতীয় জল্পনার অবসান করে তিনি বলেছেন, 'রিঙ্কু ফিট। আজ ও দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেছে। আগামীকালের চতুর্থ টি২০ ম্যাচের জন্য ওকে পাওয়া যাবে। তবে রিঙ্কু প্রথম একাদশে থাকবে কিনা, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

রিঙ্কুর অনুপস্থিতিতে শিবম দুবে ও রামনদীপ সিংকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছিল। তাদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য ভারতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। সহকারী কোচ রায়ান টেনও এই ব্যাপারে কোনও দিশা দিতে পারেননি। তবে ফিট রিঙ্কু ইডেন গার্ডেন্স ম্যাচের পর টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফিরলে নিশ্চিতভাবেই সাজঘরে বসতে হবে উইকেটকিপার ব্যাটার ধ্রুব জুরেলকে। গম্ভীরের সহকারীর কথায়, 'দলের কম্বিনেশন কেমন হবে, কাল খেলা শুরুর আগেই চূড়ান্ত হবে।' এদিকে, রাজকোটে শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া হারলেও সেদিন ১৪ মাস পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মহম্মদ সামি। তিন ওভারে ২৫ রান দিয়ে রাজকোটের টি২০ ম্যাচে কোনও উইকেট পাননি সামি। কাল সিরিজের চার নম্বর ম্যাচেও সামির খেলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর। যদিও গম্ভীরের সহকারী কোচ এব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি।

শুভেচ্ছা

শুভ অন্নপ্রাশন

☺ **জিয়া মণ্ডল :** এতদিন দুধ খেয়েছি এবার খাব ভাত, আমার মাথায় চাই তোমাদের আশীর্বাদের হাত। **বাবা- জয়ন্ত মণ্ডল, মা- রিম্পা মণ্ডল, ঠাকুরদা- নেপাল মণ্ডল, ঠাম্মি- গৌরী মণ্ডল।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **সুনীল ও অনিতা :** আজ তোমাদের বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। শুভ এই দিনে তোমাদের সুখ ও সুস্থ জীবন কামনা করি। এই দিনটি তোমাদের জীবনে বারবার ফিরে আসুক। শুভ এই দিনে আমাদের আশীর্বাদ রইল। **প্রতিভা ভৌমিক (বড়দি)** ঝংকার মোড়, মাথাভাঙ্গা। **মীরা বিশ্বাস (মেজদি)** বড় আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা।

ব্যাটার ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে আজ বাংলা

অভিষেকে চার উইকেট সুমিতের

পাঞ্জাব-১৯১ বাংলা-১১৯/৪

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি মাঠে আসতে হবে। দেখি কত দ্রুত পৌঁছাতে পারি!

সন্ধ্যার দিকে ক্রিকেটের নন্দনকাননের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে গেলেন ঋদ্ধিমান সাহার স্ত্রী রোমি। সম্ভব হলে পুত্র-কন্যাদেরও শুক্রবার মাঠে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে পাপালির স্ত্রীর।

এমন পরিকল্পনা তো থাকবেই। জীবনের শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলছেন শিলিগুড়ির ঋদ্ধি। তাঁকে নিয়ে বাংলার ক্রিকেট সংসারে যেমন আবেগ কাজ করছে, তেমনই তাঁর পরিবারের মধ্যেও রয়েছে আবেগের পাশে টেনশন। আজ সকালে টসের পর সিএবি-র তরফে মাঠেই ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। খেলা শুরুর সময় যখন কিপিং গ্লাভস হাতে পাপালি মাঠে নামছেন, সতীর্থরা 'গার্ড অফ অনারও' দিয়েছেন। আজ ফিল্ডার হিসেবে মাঠে ছিলেন। আগামীকাল ব্যাট হাতে বাংলার সম্মান বাঁচাতে তাঁকে নামতেই হবে। এখন কি একটু টেনশন হচ্ছে? সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ স্ত্রী রোমিকে সঙ্গে নিয়ে ইডেন গার্ডেন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন। দ্রুত পাপালি বলে দিলেন, 'কীসের টেনশন? পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ যখন শেষ হবে, তখনও কিন্তু আমার চোখে জল দেখতে পাবেন না। আসলে আমি এমনই।'

শেষ ম্যাচ খেলতে নামা ঋদ্ধিমান সাহাকে সংবর্ধনা সিএবি-র তরফে।

ঋদ্ধিমান ঠিক কেমন, ভারতের পাশে বাংলার ক্রিকেট সংসারেও কারও অজানা নয়। তাঁর শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে আজই। টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে বালুরঘাটের সুমিত মোহান্ত (৫৮/৪) ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (৬৮/৪) পেস ও সুইংয়ের দাপটে ১৯১ রানে শেষ পাঞ্জাব ইনিংস। জবাবে প্রথম দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১১৯/৪। দিনের খেলা শেষের তিন ওভার আগে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার (৩২) উইকেটে জমে যাওয়ার পরও আউট না হলে বাংলা আরও ভালো জায়গায় থাকত। যদিও দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩৯) রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন নৈশপ্রহরী সুরজ (অপরাজিত ৫)। আর রয়েছে আগামীকাল ঋদ্ধিকে ইডেনে ব্যাটিং করতে দেখার অপেক্ষা। দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বোলাররা দারুণ শুরু করেছিল। পাঞ্জাবকে আরও কম রানে শেষ করতে পারলে ভালো হত। যাই হোক, কাল দলের ব্যাটারদের দায়িত্ব নিতে হবে। আর ঋদ্ধির ব্যাটিং দেখার জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি।' ৭৩/৬ থেকে আনমোল মালহোত্রার অপরাজিত শতরানে পাঞ্জাবের স্কোর ১৯১ রানে পৌঁছে যাওয়া বাংলার জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, জীবনের শেষ ম্যাচে বহু তাবড় ব্যাটারই আবেগে ভেসে রান করতে পারেননি। পাপালি কি উলটো পথে হাঁটবেন? আগামীকালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে আজ ঋদ্ধির বিদায়ি মঞ্চে অভিষেক হল উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের সুমিতের। অভিষেকেই পেলেন চার উইকেট। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। কথায় পরিণতিবোধের ছাপ। যদিও জোরে বোলার হিসেবে বলের গতি একটু কম। কিন্তু লাইন, লেংথ দুর্দান্ত। সঙ্গে রয়েছে সুইংও। রনজি অভিষেকে বল হাতে নজর কেড়েছেন সুমিত। সুরজও বল হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের পরামর্শেই তাঁর উত্থান। সুমিতের বোলিংয়ে উচ্ছ্বসিত ম্যাকো দিনের খেলার শেষে বলছিলেন, 'ছেলেটার লাইন, লেংথ দুর্দান্ত। লম্বা স্পেল করতে পারে। একটু গতি বাড়াতে পারলে অনেকদিন বাংলার হয়ে খেলবে ও।'

বৃহস্পতিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি-রেলওয়েজ ম্যাচ দেখতে ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি দর্শকদের। যা নিয়ে আশঙ্কা ছড়ায়।

বিরাটের পা ছুঁয়ে প্রণাম ভক্তের

কোহলি-দর্শনে 'কুম্ভ' হওয়ার অবস্থা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : অনুমান করা হয়েছিল। বিরাট কোহলির রনজি ট্রফি প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হতে ক্রিকেটপ্রেমীদের ঢল নামবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। দিল্লি-রেলওয়েজ ম্যাচের প্রথম দিনে ঠিক সেটাই ঘটল। কোহলি-দর্শনের হুড়োহুড়িতে কার্যত 'কুম্ভ' হওয়ার জোগাড় দিল্লিতে।

পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও ভিড়ের চাপ সামলানো যায়নি। সকালে স্টেডিয়ামের গেট খোলার অনেক আগে থেকে কার্যত জনজোয়ার। রনজি ম্যাচ ঘিরে শেষ কবে এত সংখ্যক মানুষ উৎসাহ দেখিয়েছেন, তা মনে করতে পারলেন না কেউ। থিকথিকে ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমসিম হাল দিল্লি পুলিশের।

মাঠে ঢোকার লাইনে হুড়োহুড়িতে বহু দর্শক পদপিষ্টও হলেন। আহতও হলেন অনেকে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাণহানির মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। দর্শকদের বিরাট-পুজোর এখানেই শেষ নয়। খেলা চলাকালীন মাঠেও ঢুকে পড়েন একজন দর্শক। নিরাপত্তারক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে সোজা বিরাট-প্রণাম।

মাঠে প্রবেশের জন্য কোনও টিকিট রাখা হয়নি। আধার কার্ড নিয়ে গেলেও মাঠে ঢোকার অনুমতি মেলেনি। স্টেডিয়ামের তিনটি গেট খোলা হয় দর্শকদের প্রবেশের জন্য। ফলে প্রতিটি গেটে প্রবল ভিড়ের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ৯টা নাগাদ গেট খোলার পর ধাক্কাধাক্কিতে পদপিষ্টের ঘটনা।

ঘটনার জেরে পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন দর্শকদের একাংশ। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের বেশ কয়েকটা বাইক। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও গেট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আহতদের চিকিৎসার পর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রেলওয়েজ প্রথমে ব্যাটিং করে ২৪১ রান করে। ৬৬ রানে একসময় তারা ৫ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। সেখান থেকে রেলকে লাইনে ফেরান উপেন্দ্র যাদব (৯৫) ও করণ শর্মার (৫০) ১০৪ রানের জুটি। নভদীপ সাইনি ও সুমিত মাথুর তিনটি করে উইকেট নেন। জবাবে প্রথম দিনের শেষে দিল্লি ৪১/১।

বিরাট এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। চার নম্বরে নামবেন। অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি চারে খেললেও বিরাটের জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। শুক্রবার আরও একটা উইকেট পড়া মানে ব্যাট-হাতে ক্রিজে বিরাট। আর কোহলিয়ানায় উন্মাদনা আরও চরমে।

এদিন ফিল্ডিংয়ের সময় বিরাটকে ঘিরে তারই ঝলক সারাক্ষণ। জায়েন্ট স্ক্রিনে যতবার বিরাটকে দেখা গিয়েছে, 'কোহলি কোহলি' আওয়াজে মুখরিত হয়েছে জেটলি স্টেডিয়াম। বিরাটের প্রতিটি বল ধরা, থ্রোতেও একই হাল। আগামীকাল ব্যাট করলে কী পরিস্থিতি হবে, সহজেই অনুমেয়।

বিরাটও খোশমেজাজে। তরুণ সতীর্থদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারাদিন ফিল্ডিং করলেন। তারকা-ইমেজ সরিয়ে সবার সঙ্গে স্টেডিয়ামের ক্যান্টিন থেকে আনা খাবারেই মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। সতীর্থদের জন্য ভোকাল টনিকও বাদ ছিল না।

ম্যাচের মাঝে দিল্লি অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনিকে পরামর্শ বিরাট কোহলির।

দিল্লির অধিনায়ক বাদোনি বলেছেন, 'প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে বিরাটের কথা। জিততে হবে, সেই লক্ষ্যটা নিয়েই আমরা মাঠে নামতে চাই। বিরাটের উপস্থিতি বাড়তি উৎসাহ জোগাচ্ছে দলকে। গত ম্যাচে ঋষভ পন্থ খেলেছিল। এই ম্যাচে বিরাট। দুইজনকে দলে পাওয়া সবার কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণা।'

শার্দূলের হ্যাটট্রিকে বেলাইন মেঘালয়

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি : জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর থেকে রীতিমতো বিধ্বংসী ফর্মে শার্দূল ঠাকুর। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির গত ম্যাচে শতরান করে মুম্বইকে লড়াইয়ের অক্সিজেন জুগিয়েছিলেন। আজ মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বল হাতে শার্দূলের দাপট। ম্যাচের তৃতীয় ওভারেই হ্যাটট্রিক। মুম্বইয়ের পঞ্চম বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন।

শতরানের পথে পূজারা

দুরন্ত ছন্দে শার্দূল ঠাকুর।

শার্দূলের (৪৩/৪) ধাক্কায় শুরুতেই বেলাইন মেঘালয় মাত্র ৮৬ রানে গুটিয়ে যায়। মোহিত অবস্তি নেন ৩ উইকেট। দুইজনের দাপটের সামনে মেঘালয়ের টপ-সিক্স ব্যাটারদের মধ্যে ৫ জনই শূন্য! একজন (২ রান করেন) শুধু খাতা খুলতে সমর্থ হন। ম্যাচের ১৯ বলের মধ্যেই ৬ জন ব্যাটার সাজঘরে। মেঘালয়ের স্কোর তখন ২! টেল এন্ডাররা যে স্কোরটাকে শেষপর্যন্ত ৮৬-তে নিয়ে যান।

জবাবে খেলতে নেমে মুম্বই প্রথম দিনের শেষে ২১৩/২। শতরানের মুখে সিদ্দেশ লাড (৮৯) ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (৮৩)। তৃতীয় উইকেটের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দুইজনে ১৭০ রান যোগ করেছেন দুইজনে।

অপর এক ম্যাচে অসমের বিরুদ্ধে শতরানের পথে চেতেশ্বর পূজারা। জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হলেও রান করার অভ্যাস জারি ভারতীয় ক্রিকেটের একদা 'ক্রাইসিসম্যানের'। দিনের শেষে ৯৫ রানে ব্যাট করছেন। দুই ওপেনার হার্ভিক দেশাই (১৩০) ও চিরাগ জানিও (৮০) বড় রান পাওয়ায় শুরু থেকে ম্যাচের রাশ সৌরাষ্ট্রের হাতে। যা দিনের শেষে আরও বাড়িয়েছে পূজারা-স্পেশালে সৌরাষ্ট্র পৌঁছে গিয়েছে ৩৬১/৩-এ।

কামিন্সকে আদর্শ করে এগোতে চান বালুরঘাটের পেসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : গলি থেকে রাজপথ!

উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের আর পাঁচজনের মতোই বড় হচ্ছিলেন তিনি। ছোটবেলায় অল্পবিস্তর ফুটবলও খেলতেন। আর খেলতেন টেনিস বলে পাড়া ক্রিকেট। সেখান থেকেই আচমকা ডিউস বলে খেলার সুযোগ। সময়ের সঙ্গে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বালুরঘাট থেকে কলকাতায় হাজির হওয়া। দীর্ঘসময়ের সেই যাত্রাপথ আজ পূর্ণতা পেল রনজি ট্রফি অভিষেকের মাধ্যমে। আর অভিষেক ম্যাচেই চার উইকেট নিয়ে চমক দিলেন সুমিত মোহান্ত। প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুমিত বলে দিলেন, 'স্বপ্নপূরণের ঘোরের মধ্যে রয়েছি এখনও। গতকাল অনুশীলনের পর জানতে পারি আজ রনজি অভিষেক হবে। তখন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। একটু টেনশন ছিল। কিন্তু কোচ লক্ষ্মীদা (লক্ষ্মীরতন শুক্লা) ও বোলিং কোচ ম্যাকোদা যেভাবে ভরসা দিয়েছিল, তারপর টেনশন অনেকটাই কমে যায়।'

প্রিয় বোলার ব্রেট লি। ক্রিকেটার হিসেবে যখন পথ চলা শুরু করেছিলেন সুমিত, তখন লি-কে অনুসরণ করতেন। সময়ের সঙ্গে পছন্দ বদলেছে। এখন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে আদর্শ করে এগিয়ে যেতে চাইছেন তিনি। সুমিতের কথায়, 'ব্রেট লি-কে একসময় দারুণ লাগত। এখন কামিন্সকে ভালো লাগে। ওকে আদর্শ করেই সামনে তাকাতে চাইছি আমি।' রনজি অভিষেকেই চার উইকেট। হতে পারত পাঁচও। কিন্তু হয়নি। সুমিতের কথায়, 'পাঁচ উইকেট হলে হয়তো আরও ভালো হত। কিন্তু যা হয়নি, সেটা নিয়ে পড়ে থাকতে চাই না।' চার উইকেটের মধ্যে সেরা কোনটা? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র দ্রুত জবাব এল, 'প্রভসিমরন সিংয়ের উইকেটটা। রনজির আসরে আমার প্রথম উইকেট। চিরকাল মনে থাকবে।'

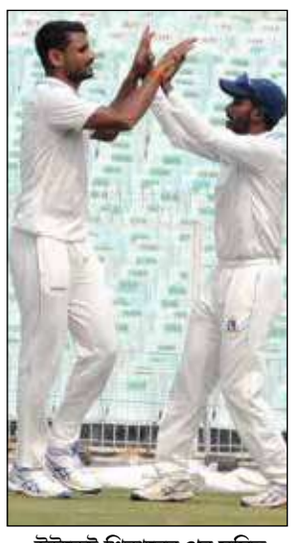

উইকেট শিকারের পর সুমিত মোহান্তকে অভিনন্দন ঋদ্ধির।

চেরনিশভ ফিরছেন, জানাল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : ২৪ ঘণ্টায় একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল ছবিটা। বরফ অনেকটাই গলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই মরশুমেই আন্দ্রেই চেরনিশভ ফিরছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। বুধবার সন্ধ্যায় নিউটাউনে টিম হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েই ক্লাবের প্রতি অভিমান ঝরে পড়েছিল রুশ কোচের গলায়। বারবার বলছিলেন, 'যা করেছি, ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা থেকেই।' সেই ভালোবাসাই বোধহয় সাদা-কালোয় বেঁধে রাখল চেরনিশভকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মহমেডানের তরফে জানানো হল, 'চেরনিশভ কোচ থাকছেন। ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরবেন।' বাঙ্কারহিল কর্তা দীপককুমার সিং বলেন, 'দুই মাসের বেশি বেতন বাকি থাকলে নিয়মমাফিক চুক্তি ভঙ্গের পথে হাঁটতে পারেন কোচ। সেই নিয়ম মেনেই ফিফার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন চেরনিশভ। তবে তিনি তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।' তবে তিনি যখন ফিরবেনই তবে ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে কেন গেলেন? ম্যানেজমেন্টই বা কেন ছুটি দিল? প্রশ্নে কর্তারা আঙুল তুলছেন কোচের দিকেই। প্রশ্ন তুলছেন চেরনিশভের দায়বদ্ধতা নিয়েও। দীপক সিং যদিও বললেন, 'সেটা একান্তই কর্তাদের ব্যক্তিগত মতামত।' এরপর সতর্কভাবেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। এদিকে আন্দ্রেই বৃহস্পতিবারই রাশিয়ার মাটি ছুঁয়েছেন। সেখান থেকেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানান, 'এখন মস্কোয় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। ফেরা নিয়ে কিছু ভাবিনি।' সরাসরি প্রত্যাবর্তনের কথা তিনি যেমন নাকচ করে দিলেন না, তেমন ফিরবেন একথাও স্বীকার করলেন না। ফলে অনেক যদি, কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

এদিকে দশদিনের মধ্যেই বিনিয়োগকারী দুই সংস্থার হাতে মহমেডানের শেয়ার হস্তান্তর হয়ে যাবে বলে জানানো হয় এদিন। বলা হয়, 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতা মিটে গিয়েছে। দিন সাতেকের মধ্যে বেতন সমস্যাও মিটে যাবে।' তবে সাংবাদিক বৈঠকের শেষ পর্বে বাঙ্কারহিল কর্তা ও ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববির সঙ্গে প্রকাশ্যেই বাদানুবাদে জড়ান সাদা-কালো ব্রিগেডের সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু। দীপক সিং ঘোষণা করেন, এবার থেকে ফুটবল দলের মুখপাত্র হিসাবে ক্লাবের তরফে কথা বলতে পারবেন শুধুমাত্র মহম্মদ কামারুদ্দিন। এতে তীব্র আপত্তি জানান সাদা-কালো সচিব। এক্ষেত্রে ক্লাব সভাপতির যুক্তি, বিনিয়োগকারী সংস্থার দাবিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লাস্ট বয়কেও সমীহ মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : 'তোমার চোটের অবস্থা কেমন? পরের ম্যাচের জন্য তৈরি তো?' প্রশ্নকর্তা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিংস। প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন পরিচিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে।

তখন মোহনবাগানের অনুশীলন সবে শেষ হয়েছে। জেসন কামিংস তাঁর দুই সতীর্থ গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেরিয়ে এলেন। সামনে পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। তারপরই নিজের মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে সাংবাদিকদের অনুকরণ করে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলেন তিনি।

আসলে দল শিল্ডের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। তাই খেলোয়াড়রা বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। অনুশীলনেও বেশ হাসিমুখে দেখা গেল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে চনমনে বাগান শিবির। তবে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কিন্তু মহমেডানকে নিয়ে বেশ সিরিয়াস। আসলে চলতি আইএসএলে সবার শেষে থাকা মহমেডান হেরেছে হায়দরাবাদ এফসি-র মতো দুর্বল দলের কাছেও। তেমনই বেঙ্গালুরু এফসি-চেন্নাইয়ান এফসি-র মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে। তাই লিগ তালিকায় শেষে থাকলেও তিনি কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

আসলে নতুন বছরের শুরু থেকে মহমেডান বেশ ভালোই ফুটবল খেলছে। বিশেষ করে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের নেতৃত্বে তাদের রক্ষণ নজর কেড়েছে। এদিকে শেষ কয়েকটি ম্যাচে মোহনবাগান যেভাবে গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে, তাতে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে মোলিনার কপালে। বৃহস্পতিবার ম্যাচ প্র্যাকটিস করানোর সময় দলের প্রথম সারির ডিফেন্ডারদের বিরুদ্ধে জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিংদের খেলালেন। দুই প্রান্ত দিয়ে দ্রুত আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি ফিনিশিংয়ের দিকে বাড়তি নজর ছিল বাগান কোচের। হালকা চোট থাকায় আলবার্তোকে সাইডলাইনে দেখা গেল। তবে তিনি খেলতে পারবেন বলেই আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্ট। একান্তই খেলতে না পারলে বিকল্প হিসেবে দীপেন্দু বিশ্বাসকে তৈরি রাখছেন কোচ মোলিনা। এছাড়াও এদিন রিহ্যাব করলেন অনিরুদ্ধ থাপা। তিনি এখনও পুরোপুরো সুস্থ হয়ে ওঠেননি। বুধবার ডেভেলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে খেলেছিলেন সুহেল আহমদ ভাট। তাই তাঁকেও বিশ্রাম দিয়েছিলেন বাগান কোচ। এদিকে, মোহনবাগান ছেড়ে আর্শ আনোয়ার শেখ যোগ দিতে চলেছেন কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি-তে।

মোহনবাগান ছাড়তে চলেছেন আর্শ আনোয়ার শেখ।

মিত্র সম্মিলনীর ক্যারমে সফল প্রতিযোগীদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

মিত্র ক্যারমে সেরা আশিস-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য ডাবলস ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আশিস ধর-প্রদীপ সরকার। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তাঁরা ৩০-২৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন অশোক ভট্টাচার্য-বিক্রম ছেত্রীকে। উপস্থিত ছিলেন মিত্র সম্মিলনীর সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সচিব অমলেন্দু রাহা, সহ সভাপতি প্রদীপ মিত্র, প্রাক্তন সভাপতি শ্যামল গুহ প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন বয়েজ স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার এসআইটি মাঠে ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে হারিয়েছে জিডি গোয়েঙ্কা স্কুলকে। টসে জিতে গোয়েঙ্কা ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৬ রান করে। পূরব সাহা ৭৩ ও রিশান রাজ ২১ রানে অপরাজিত থাকে। প্রতিযোগিতার ও ফাইনালের সেরা নরোদেব ৫ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে বয়েজ ১৭.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। নরোদেব অপরাজিত ৪৪ ও গৌরব মুন্ডা ২৬ রান করে। ফারহান আলি ১৬ রানে নেয় ২ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার ও বোলার নির্বাচিত হয়েছে পূরব এবং আকাশ তরফদার। পুরস্কার তুলে দিয়েছেন আস্থা হসপিটালের দুই ডিরেক্টর সৌরভ ঘোষ ও সৌমেন নন্দী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জে গুহ, এসআইটি ডিপ্লোমা কলেজের প্রিন্সিপাল অনিন্দ্য বসু, টিআইজিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল নন্দিতা নন্দী, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন পিনাকি ভাদুড়ি, এসআইটি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক শুভজিৎ রায়রা।

এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল।

অনিশ্চিত অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার নবীন সংঘ ৬ উইকেটে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। এই হারে সুপার ফোরের দৌড়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়ল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সফলতম দল অগ্রগামী। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব বনাম নবীন ম্যাচের ওপর নির্ভর করবে তাদের ভাগ্য। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে অগ্রগামী ৩৭.২ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। আদিত্য শর্মা ৭৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা ললিত যাদব ১৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন প্রিন্স যাদবও (২৯/৩)। জবাবে নবীন ২৪.১ ওভারে ৪ ওভারে ১৩২ রান তুলে নেয়। ললিত ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। রৌনক আগরওয়াল করেন ৩০ রান। আগেই স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলেছে।

চ্যাম্পিয়ন এমএসসিসি

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ জানুয়ারি : বিধাননগর মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের ১৬ দলীয় লাবণ্যকুমার ঘোষ ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল এমএসসিসি ফারবেজগঞ্জ। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ঝাড়খণ্ডের বাঁকার পিভিআর প্যান্থারকে। আয়োজক ক্লাবের ময়দানে টসে জিতে পিভিআর প্যান্থার ১৭.৩ ওভারে ৯৮ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে এমএসসিসি ১৩.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৩ রান তুলে নেয়। ১৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা এমএসসিসি-র বাবু যাদব। প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার পিভিআর-এর প্রিয়াংশু। চ্যাম্পিয়ন হয়ে এমএসসিসি ৩ লক্ষ টাকা ও ট্রফি পেয়েছে। রানার্স পিভিআর-কে দেওয়া হয় ২ লক্ষ টাকা ও ট্রফি। প্রতিযোগিতার সেরা রিঙ্কু যাদব পেয়েছেন স্কুটার। সেরা বোলার পিভিআর-এর শিবম কুমার। সেরা উইকেটরক্ষক তাদের রাজ রোশন। সেরা ক্যাচের জন্য পুরস্কৃত হন ভাগলপুরের সানু মির্জা। পুরস্কার তুলে দেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, আয়োজক কমিটির কাজল ঘোষ প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সোমনাথ দে - কে 01.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60J 36795 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য আমায় আশা প্রদান করেছে। আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতবো। এই সুযোগটি প্রদান এবং আমার জীবনকে আরও সহজ করে তোলার জন্য আমি চিরকাল ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।